উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৭,৯৮৪.৩৮ (+১০৭৮.৮৭)

নিফটি : ২৩,৬৫৮.৩৫ (+৩০৭.৯৫)

২ ঘণ্টার নোটিশে বন্ধ ভোট
মাত্র ২ ঘণ্টার নোটিশে বন্ধ করে দেওয়া হল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা এনিয়ে বিক্ষোভ দেখান। ৩

ভূগর্ভের জলে মারণ ব্যাকটিরিয়া
পানীয় জলে মারণ বিষ। রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ি বাড়ি টিউবওয়েলের জলে পরীক্ষায় ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়ার হদিস মিলতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	৩২°	২১°	৩৩°	১৯°	৩১°	২০°	৩৫°	২০°

স্বস্তিকা ফের প্রেমে ৮

১১ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 25 March 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 304

গরমে স্বস্তির স্নান।। মালদার মহানন্দায়। সোমবার। - স্বরূপ সাহা

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা, ছুটে গেলেন বিধায়ক

অঙ্গনওয়াড়ির জমি জবরদখল

গৌতম দাস

আইসিডিএস কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি স্থানীয়দের। সোমবার। গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

গাজোল, ২৪ মার্চ : যে খাস জমিতে আইসিডিএস সেন্টার তৈরি হওয়ার কথা ছিল সেটি জবরদখল করে রয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা বদরুদ্দিন শেখ। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে জমিটি সরকার নিজের হেপাজতে নিয়ে সেখানে আইসিডিএস কেন্দ্র গড়ে তুলুক।

গোটা এলাকায় পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫০০। রয়েছে দুটি আইসিডিএস সেন্টার। কিন্তু একটি আইসিডিএস সেন্টারেরও ঘর নেই। যার ফলে কখনও কারও বাড়ির বারান্দায়, আবার কখনও রাস্তাতেই চলে রান্নাবান্না। সেন্টারে প্রসূতি, শিশুরা আসে, খাবার নিয়ে বাড়ি চলে যান।

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক খোকন বৈদ্যর বক্তব্য, 'অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই কেন্দ্র দুটি আমাদের তালিকাভুক্ত রয়েছে। নতুন কেন্দ্র তৈরির নির্দেশ আসলেই ওই দুই কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। একইসঙ্গে ওই খাস জমি জবরদখল মুক্ত করা হবে।'

ঘটনা দেওতলা পঞ্চায়েতের ধাওয়েল গ্রামের। এই গ্রামে রয়েছে ৫১২ এবং ৫১৪ নম্বর দুটি আইসিডিএস কেন্দ্র। কিন্তু দুটি কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও ঘর না থাকায় কখনও গ্রামের কারও বাড়িতে আবার কখনও খোলা আকাশের নীচে রান্নাবান্নার কাজ চলে। যেহেতু কোনও ঘর নেই, তাই বাচ্চাদের পড়াশোনার কোনও বালাই নেই।

সমস্যা যেখানে

- গোটা এলাকায় পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫০০। রয়েছে দুটি আইসিডিএস সেন্টার
- একটি আইসিডিএস সেন্টারেরও ঘর নেই। যার ফলে কখনও কারও বাড়ির বারান্দায়, আবার কখনও রাস্তাতেই চলে রান্নাবান্না
- সেন্টারে প্রসূতি, শিশুরা আসে, খাবার নিয়ে বাড়ি চলে যান

ধাওয়েল আইসিডিএস সেন্টারের দুরবস্থার কথা শুনে সোমবার পরিদর্শনে যান বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন। কথা বলেন এলাকাবাসীদের সঙ্গে। পরে রাস্তার ধারে বসেই শিশুদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন তিনি। বিধায়ক বলেন, 'চরম দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে এখানকার আইসিডিএস কেন্দ্র। শুনতে পেলাম সরকারের যে খাস জমি রয়েছে তা অন্য একজন দখল করে রেখেছেন। এই বিষয় নিয়ে আমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হব। আমি চাই অবিলম্বে ওই জমি দখল মুক্ত করে সেখানে আইসিডিএস কেন্দ্র গড়ে উঠুক।'

ওই দুটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মী কুমকুম দাস অধিকারীর অভিযোগ, 'দুটি কেন্দ্রের একটিরও ঘর নেই। বাধ্য হয়ে কখনও কারও বাড়ির বারান্দায় আবার কখনও খোলা আকাশের নীচে আমাকে রান্নাবান্নার কাজ করতে হয়। বাচ্চাদের তো আর রাস্তায় বসিয়ে খাওয়াতে বা পড়াতে পারব না, তাই খাবার দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।'

এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত আইসিডিএস সেন্টারে ঘর করা হোক। সমস্যাগুলির দ্রুত যাতে সমাধান হয় সেদিকে নজর দিক প্রশাসন।

কথায় কথায়

সবথেকে সুখ আসলে গভীর ঘুমে, বলছে শাস্ত্র

আশিস ঘোষ

সবচেয়ে বড় সুখ কী? বকরূপী ধর্মকে যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, সন্তুষ্টি। সবথেকে সুখী কে? যুধিষ্ঠিরের জবাব ছিল, যে নিজের বাড়িতে রান্না করে। যে শুদ্ধ ভোজন করে। যার কোনও ঋণ নেই। জীবিকার জন্য যাকে গৃহের বাইরে বেরোতে হয় না। পার্থিব বস্তুর জন্য যে অতিরিক্ত লোভ করে না। মহাভারতের এই ধর্ম এবং ধর্মপুত্রের প্রশ্নোত্তর সুখের যে পরিচয় দিয়েছিল তা মান্ধাতার বাবার আমলের, এ যুগে অচল। ওই ফর্দ মেলাতে গেলে সুখ আমাদের অধরাই থেকে যাবে। আর সবার কাছে সুখ একইরকম নয়, হওয়ার কথাও নয়।

সুখের কথা উঠল এই দেশ, এই দেশের মানুষজন কতটা সুখী সেই সমীক্ষার সূত্র ধরে। সম্প্রতি গোটা দুনিয়ার সুখ সন্ধানের একটা লিস্ট বেরিয়েছে। ফি বছরই বেরোয়। এই রিপোর্ট তৈরি করেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলবিইং রিসার্চ সেন্টার। তাদের সঙ্গে ছিল গ্যালপ নামের একটা জনমত যাচাই সংস্থা। তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৪৭টি দেশের মধ্যে সুখী দেশের তালিকায় ভারত ১১৮ নম্বরে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন, ইজরায়েল, প্যালেস্তাইন, মায় টালমাটাল অর্থনীতির পাকিস্তানও এই লিস্টে ভারতের থেকে উপরে। অবশ্য এই সুখের মাপকাঠিটা ধর্মঠাকুরের ফর্দের থেকে আলাদা। অনেকটাই আলাদা।

সমীক্ষায় জানতে চাওয়া হয়েছে, দেশের সরকার কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত সেটাও। সেইসঙ্গে নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ, মাথাপিছু জিডিপি'র হিসেবও ধরা হয়েছিল। দেখা হয়েছে দানধ্যান, কুড়িয়ে পাওয়া কারও মানিব্যাগ ফেরত দেওয়া, অচেনা লোকজনকে সাহায্য করা, স্বেচ্ছাশ্রম ইত্যাদি। এই তালিকায় সবথেকে তলানিতে আফগানিস্তান, সিয়েরা লিওন, লেবানন। এই তালিকা যাঁরা বানিয়েছেন তাঁরা জানাচ্ছেন, জীবনযাত্রার মূল্যায়ন, সদর্থক আবেগ আর নঞর্থক আবেগ এই তিনটি বিষয় তাঁরা বিচার করে দেখেছেন। তবে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে কোনও দেশের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানের ওপর। কেননা এটাই মানুষকে সুখী করে। এই রিপোর্টে আরও দেখা যাচ্ছে, যাঁরা অন্যদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খান, তাঁরা বেশি সুখী। আমেরিকার মতো দেশে লোকে আলাদা একাকী ভোজন করেন, তাঁরা কম সুখী। আবার করোনার সময় লোকের সমবেদনা যতটা বেড়েছিল করোনার পরে তা কমে গিয়েছে অনেকটাই।

এ দেশে দেখা গিয়েছে আরও একটা জিনিস। ভারতে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে। গোটা দুনিয়ায় বৃদ্ধের সংখ্যায় আমরা দ্বিতীয়। কমবয়সিদের তুলনায় কিন্তু ভারতে বয়স্করা বেশি সুখী। তাঁরা বাসস্থান, চিকিৎসা, এরপর দশের পাতায়

নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা

নাবালিকা অপহরণ ও নারী নির্যাতন নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন। সমস্যার আজও সমাধান নেই।

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে নাবালিকাকে অপহরণ করে অন্যত্র লুকিয়ে রাখার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, সদ্য মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া নাবালিকার বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকায়। সে স্থানীয় হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী। অভিযুক্ত অপহরণকারীর নাম জানতে পারলেও বাকিদের নাম জানা সম্ভব হয়নি পরিবারের।

অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি থানা এলাকায়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে অপহরণ ও অন্যত্র লুকিয়ে রাখার অভিযোগ দায়ের করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ওই নাবালিকা বাড়িতে একাই রান্নাবান্না করছিল। বাড়ির সদস্যরা জমির কাজে ব্যস্ত ছিল। কেউ না থাকার সুবাদে একটি বোলেরো গাড়ি নিয়ে এসে ওই নাবালিকাকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এদিন বিকেলে ওই তরুণ নাবালিকার মায়ের মোবাইলে ফোন করে জানায় তাদের মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ করলে পরিণাম খারাপ হবে। এরপর নাবালিকার মা-বাবা সহ পরিবারের সদস্যরা পুলিশ আধিকারিকের দ্বারস্থ হয়।

মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে ওই নাবালিকাকে খোঁজখবর চালানোর পাশাপাশি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা। ঘটনা প্রসঙ্গে ওই নাবালিকার বাবার বক্তব্য, 'আমার মেয়েকে একদল দুষ্কৃতী অপহরণ করেছে। তাঁকে অন্যত্র বিক্রি করে দিতে পারে সেই আশঙ্কায় ভুগছি। অভিযুক্ত ওই তরুণ ফোন করে বলেছে থানায় অভিযোগ করলে পরিণাম খারাপ হবে।' অপহৃত নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, 'বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে আমার মেয়েকে অন্যত্র অপহরণ করে কোথাও গুম করে দিয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, ওই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যত দ্রুতসম্ভব অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

অভিযোগ

- সোমবার দুপুরে ওই নাবালিকা বাড়িতে একাই রান্নাবান্না করছিল
- কেউ না থাকার সুবাদে একটি বোলেরো গাড়ি নিয়ে এসে ওই নাবালিকাকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলে অপহরণ করে অভিযুক্ত তরুণ
- বিকেলে ওই তরুণ নাবালিকার মায়ের মোবাইলে ফোন করে জানায় তাদের মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে

২০ লুপ্তপ্রায় প্রজাতির বণ্যপ্রাণীর কোষ সংরক্ষণ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : শুরুতেই ২০ প্রজাতির লুপ্তপ্রায় প্রাণীর ৮০টি নমুনা সংরক্ষণ করে নজির গড়ল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক। এই তালিকায় আইইউসিএনের (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার) লাল তালিকাভুক্ত মেঘলা চিতা, তুষার চিতা, রেড পান্ডা, হিমালয়ান গরাল, হিমালয়ান উলফের মতো প্রাণী রয়েছে। ভারতবর্ষে একমাত্র এই চিড়িয়াখানাতেই প্রাণীর কোষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে একের পর এক সাফল্য এবং উপযোগী আবহাওয়ার জন্যে গোটা দেশের মধ্যে দার্জিলিং চিড়িয়াখানাকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি চিড়িয়াখানাতেই এই পরিকাঠামো রয়েছে। তার মধ্যে ভারতের পদ্মজা নাইডুতে এই পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

এই জেনেটিক ব্যাংকের কাজ দেখা সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে আর কী কী প্রয়োজন তা দেখতে দার্জিলিং পৌঁছেছেন রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। শনিবার তিনি পাহাড়ে পৌঁছেছেন। দু'দিন ধরে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা ঘুরেছেন এবং পরিকাঠামোর খোঁজ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী, দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি সহ অন্য বনকর্তারা।

বাসবরাজের বক্তব্য, 'আমাদের এখানে নতুন নতুন পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। সেগুলির কাজ কেমন হয়েছে, আর কিছু প্রয়োজন রয়েছে কি না সেগুলি দেখতেই বনমন্ত্রী এসেছেন।' রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরীর কথায়, 'বনমন্ত্রী গৌরীবাসে রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টারে গিয়েছিলেন। কীভাবে সেখানে কাজ হয়, কী পদ্ধতিতে এরপর দশের পাতায়

জরুরি অবস্থার 'গুজব' ওড়ালেন স্বরাষ্ট্র সচিব

ঢাকায় টহল সেনার, মোতায়েন ট্যাংক

ঢাকা, ২৪ মার্চ : কোন পথে বাংলাদেশ? সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামানের সঙ্গে গোপন বৈঠকের কথা 'ফাঁস' করে দিয়েছেন ছাত্রদের নতুন দল এনসিপির দুই নেতা হাসনাত আবদুল্লা ও সারজিস আলম। ঘটনাচক্রে তারপর থেকেই ঢাকা সহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে সেনাবাহিনীর সক্রিয়তা নজরে এসেছে। সোমবার ঢাকার রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে টহল দিতে দেখা গিয়েছে সেনা জওয়ানদের। বিজয় সরণি, গুলশন, শান্তিনগর, প্রেস ক্লাব, রামপুরা, মীরপুর সহ কয়েক জায়গায় ট্যাংকের গতিবিধিও নজরে এসেছে। রাজধানী শহরের বাইরের অংশে একাধিক সেনা ইউনিটের জড়ো হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

কুষ্টিয়ায় আচমকা অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই বিএনপি নেতাকে আটক করেছে সেনা। তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যে ভেড়ামারা উপজেলা থেকে বিএনপি নেতাদের ধরা হয়েছে, সেটি এখনও আওয়ামি লিগের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। শনিবার রাতে সেখানে আওয়ামি লিগ ও বিএনপির কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে তুমুল গুলি-বোমার লড়াই হয়েছিল। পালাবদলের বাংলাদেশে এমন একটি ঘটনার পর বিএনপি নেতাদের গ্রেপ্তারিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সেনার গতিবিধি নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব অন্তর্বর্তী সরকার। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের চিন সফরের ঠিক আগে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সরকার এবং এনসিপি, জামাতের মতো কট্টরপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সমীকরণে যে চিড় ধরেছে, ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটা স্পষ্ট বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

অগ্নিগর্ভ পড়শি দেশ

- সোমবার ঢাকার রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছে সেনা জওয়ানদের
- কুষ্টিয়ায় শনিবার রাতে আওয়ামি লিগ ও বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তুমুল গুলি-বোমার লড়াই হয়েছিল
- রবিবার বিভিন্ন ইউনিটের বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন সেনাপ্রধান
- সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে 'নতুন পরিস্থিতি'র জন্য বাহিনীকে তৈরি থাকতে বলেছেন তিনি

রবিবার বিভিন্ন ইউনিটের জিসিও, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন সেনাপ্রধান। সোমবার সেনার অফিসার্স অ্যাড্রেসে বক্তব্য রাখেন তিনি। সূত্রের খবর, সেখানে বাহিনীকে 'নতুন পরিস্থিতি'র জন্য তৈরি থাকতে বলেছেন তিনি। কিন্তু এদিন রাত পর্যন্ত কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি জারি করেননি জেনারেল ওয়াকার। শুধু হাসনাত আবদুল্লার তোলা 'আওয়ামি লিগের দালালি' করা সংক্রান্ত অভিযোগ খারিজ করে একটি বিবৃতি দিয়েছে সেনার জনসংযোগ শাখা। সামরিক বাহিনীর এই আপাতত নীরবতা এবং মাঠ ময়দানে সক্রিয়তা বৃদ্ধির ইঙ্গিত রাজনৈতিক দলগুলির চিন্তা বাড়িয়েছে। সমাজমাধ্যমে জরুরি অবস্থা জারির সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে।

এদিন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব নাসিমুল গনি দাবি করেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। জরুরি অবস্থা নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'এটা একটা গসিপ। এ সম্পর্কে আমার কোনও কমেন্টস নেই।' এদিকে সেনা সম্পর্কে ছাত্র নেতাদের একাংশের বেফাঁস এরপর দশের পাতায়

ডাঙা খাঁড়ি নৌকাবিহারের বরাদ্দ ১৮ লক্ষ টাকা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : জলের মধ্যেই গড়ে উঠেছে আস্ত এক শহর। যাতায়াতের রাস্তায়ও সেই জল। গণ্ডলায় (চলাচলের ছোট নৌকা) চেপে ইতালীয় ভাষায় গান শুনতে শুনতে গন্তব্যে পৌঁছান ভেনিস শহরবাসী। আবার পর্যটকদের জন্যেও রয়েছে সেই ব্যবস্থা। কিন্তু সেই আনন্দ পেতে যে ভালোরকম ট্যাঁকের কড়ি খরচ করতে হবে তা বলাই বাহুল্য। এবার গৌড়বঙ্গবাসীকে ভেনিস শহরের গণ্ডলার সেই আনন্দ দিতে চলেছে বালুরঘাট।

বালুরঘাট ডাঙা খাঁড়িকে ভেনিসের জলপথের আদলে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে বালুরঘাট পুরসভা।

গার্ডওয়ালের পর, এবার খাঁড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক আর্থিক বরাদ্দ মিলল রাজ্য সেচ দপ্তরের তরফে। শহরের একদম মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ওই খাঁড়ি সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের। এহেন খাঁড়িকে কেন্দ্র করেই পর্যটনের স্বপ্ন দেখছে বালুরঘাটবাসী। বছর কয়েক আগে প্রায় মজে যাওয়া খাঁড়িটির সংস্কারে হাত দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। ৫০ শতাংশ কাজ করার পরই খাঁড়ি সংস্কারের ওই কাজ কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই উদ্যোগে সারাবছর জল ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল ওই খাঁড়িতে। তাকে ঘিরেই সৌন্দর্যায়ন ও অন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হল বালুরঘাট পুরসভা।

ভেনিসের আদলে সৌন্দর্যায়নের ভাবনা

বাসিন্দাদের মতে, আত্রেয়ী খাঁড়ি বালুরঘাটের সম্পদ। ভৌগোলিক অবস্থা এতটাই সুন্দর যে, ওই খাঁড়িকে কেন্দ্র করে নতুন জলপথ তৈরি হতে পারে বালুরঘাটে। শহরের মেলবন্ধন হতে পারে। অবশেষে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ মেলায় খুশি পুর কর্তৃপক্ষ।

একসময় জেলা প্রশাসনের ভাবনা ছিল, গ্রাম-শহরের যোগাযোগকারী ওই খাঁড়িতে বোটিং, বসবার জায়গা, কফি হাউস নির্মাণ সহ নানা বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে। সাজিয়ে তোলা হবে খাঁড়ির দুই পাড়। এরপর দশের পাতায়

পরিত্যক্ত সদ্যোজাতের দায়িত্ব নিতে লাইন ২০ মহিলার

ভাস্কর শর্মা ও শ্রীবাস মণ্ডল

ফালাকাটা ও ফুলবাড়ি, ২৪ মার্চ : জন্মদাত্রী মা দায়িত্ব নিতে চায়নি। প্রসবের পরেই ত্যাগ করেছে পুত্রসন্তানকে। কুড়িয়ে পাওয়া সেই নবজাতক এখন ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে যেন লাইন লেগে গিয়েছে। অন্তত ২০ জন চাইছেন সেই একরত্তিকে ঘরে নিতে। আদরে ও মমতায় বড় করতে। তবে দত্তক নেওয়ার পদ্ধতি তো এত সরল নয়। সরকারি নিয়ম মেনে এগোতে হবে, বলছে প্রশাসন।

সোমবার সকালে বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব সিঙ্গিজানির ঘটনা। বাড়ির পেছনে থাকা শৌচাগারের সেপটিক ট্যাংকের ঢাকনার ওপর পড়ে ছিল সেই শিশু। স্থানীয়রাই প্রথমে দেখতে পান। লোক জড়ো হয়। নিয়ে আসা হয় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। পরিচয়হীন এই সদ্যোজাতকে পরিচয় দিতে আগ্রহীদের তালিকায় কে নেই! যে ব্যক্তি উদ্ধার করেছেন, তিনি কোলে নিতে চান। ঘরে নিতে চান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, এলাকার নিঃসন্তান দম্পতি সহ আশপাশের জনা কুড়ি লোকজন। পরিস্থিতি দেখে শেষে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশ এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সদ্যোজাত বর্তমানে সুস্থ আছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ স্থানীয় সুবল বর্মনের বাড়ির উঠোনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন সুবল ও ধরণী বর্মন। হঠাৎ তাঁরা শুনতে পান বাচ্চার গোঙানির আওয়াজ। লক্ষ করেন, বাড়ির পেছন দিক থেকে বাচ্চার কান্নার শব্দ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে ঘরের পেছনে যান। শব্দ শুনে এগিয়ে যান ঘরের একেবারে পেছনে থাকা শৌচাগারের দিকে। সুবল ও ধরণীর কথায়, কান্নার শব্দ শুনে শৌচাগারের পেছনে যাই। দেখি সেপটিক ট্যাংকের ওপরে শোয়ানো একটি বাচ্চা। তখনও তার নাড়িটা ঝুলছিল। এমন দৃশ্য দেখেই চিৎকার করি। আমাদের চিৎকার শুনেই এলাকার লোকজন ছুটে আসে। পরে বাড়ির লোকজন শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এখানেই পাওয়া গিয়েছে সদ্যোজাতকে। পুলিশকে দেখাচ্ছেন বাসিন্দারা।

এলাকার বাসিন্দা গঙ্গা বর্মন ও ধরণীর স্ত্রী টুম্পা বর্মন সদ্যোজাতকে নিয়ে সোজা ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চলে আসেন। সেখানেই তার চিকিৎসা শুরু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এক সদ্যোজাতকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার নাড়িটি কাটা থাকলেও বেশকিছু জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন ছিল। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'বাচ্চাটির ওজন ২ কেজি ৬০০ গ্রাম। বর্তমানে সে সুস্থই আছে। তবে হাসপাতালে তাকে আরও দু'-তিনদিন রাখা হবে।'

নবজাতকের উদ্ধারের খবর পেয়েই এদিন হাসপাতালে যান পূর্ব সিঙ্গিজানি এলাকার বেশ কয়েকজন মহিলা, এরপর দশের পাতায়

রায়গঞ্জে শিক্ষামেলা

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : আগামী ২৭শে এপ্রিল উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেলার প্রথম শিক্ষামেলা। এতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুলের ছেলেমেয়েরা অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন ডাঃ সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, 'এতে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়ারা অংশ নিতে পারবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ উপস্থিত থাকবে। যেখানে পড়ুয়ারা তাদের আগামীদিনের পড়াশোনার কোর্স সম্পর্কে জানতে পারবে।'

রাস্তা সংস্কার শুরু

হেমতাবাদ, ২৪ মার্চ : হেমতাবাদে ১৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দে পাকা রাস্তা সংস্কারের কাজের উদ্বোধন হল। সোমবার দুপুরে হেমতাবাদের ডেহুচি মোড় এলাকায় এই কাজের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হেমতাবাদের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন সহ অন্যরা।

কনভেনশন

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা কার্যালয়ে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। ৪২ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। বামফ্রন্ট সরকারের এবং বর্তমান সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসাগুলির অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

আপডেট নেই জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে

অনলাইনে বিক্রি বন্ধ হস্তশিল্পের সামগ্রীর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : একসময় নিয়মিত বিক্রি হত কুশমণ্ডির বিখ্যাত মুখোশ ও জেলার অন্যান্য হস্তশিল্প সামগ্রী। বিক্রি আরও বাড়ানোর জন্য জেলা পরিষদের তরফে অনলাইন শপিং সাইট খোলা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় বছরখানেক ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয় না। যার ফলে জেলা পরিষদের বিভিন্ন কাজের তথ্য পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ।

কুশমণ্ডির মুখোশ থেকে অন্য হস্তশিল্প সামগ্রী জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। যেসব হস্তশিল্প সামগ্রীর ছবি দেওয়া রয়েছে, সেগুলি অনেকদিন আগেই থেকেই মজুত নেই। এমনকি জেলা পরিষদের সেই ওয়েবসাইটে রয়েছে বহু পুরোনো তথ্য। বিষয়টি নজরে আসতেই ওয়েবসাইটটি সচল রাখা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ।

প্রথমদিকে ওয়েবসাইট আপডেট রাখা হত। তবে বছরখানেক ধরেই ওয়েবসাইটের তথ্য আপডেট রাখা হচ্ছে না। যার ফলে সাধারণ মানুষও সব তথ্য পাচ্ছেন না। জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, এই বিষয়টি যিনি দেখতেন, তিনি বদলি হয়ে গেছেন। তারপর থেকে ওয়েবসাইটটি আর সচল নেই। তবে ওয়েবসাইটটি সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ।

মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্প সমবায় সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'আগে জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট থেকে আমাদের মহিষবাথানের মুখোশ বিক্রি হত। যার ফলে জেলার বাইরেও খুব সহজে আমরা মুখোশ বিক্রি করতে পারতাম। হঠাৎ কী কারণে ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে গেল তা আমাদের জানা নেই।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার বলেন, 'ওই ওয়েবসাইটটিতে জেলা পরিষদের বহু তথ্য রয়েছে। যেগুলি সাধারণ মানুষের কাজে লাগে। ওয়েবসাইট থেকে হস্তশিল্প সমগ্রী বিক্রি হত। জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট সব সময় আপডেট থাকে। তাই এই ওয়েবসাইটটিকে সচল রাখা দরকার।'

অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) নবীনকুমার চন্দ বলেন, 'জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটটি সচল রাখার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ ভবন। সোমবার বালুরঘাটে। - সংবাদচিত্র

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন

নিউজ ব্যুরো

২৪ মার্চ : 'টিবি হারবে, দেশ জিতবে' এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন হল মালদা মেডিকেল কলেজে। এদিন টিবি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও মালদা মেডিকেল কলেজের এনএসএস ইউনিট। যক্ষ্মা বিভাগে এনিয়ে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বিভাগীয় প্রধান সহ নার্সিং পড়ুয়ারা।

পাশাপাশি রায়গঞ্জেও বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন হল সোমবার। উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১ হাজার যক্ষ্মা রোগী এই চিকিৎসার অধীনে আসেননি এমনই তথ্য জানালেন চিকিৎসক দেবব্রত রায়। তিনি বলেন, 'দেশ থেকে যক্ষ্মা দূরীকরণের টার্গেট ছিল ২০২৫ সাল। কিন্তু লক্ষ্য মাত্রা ছুঁতে অনেক বাকি। আমরা বিগত ১০০ দিন ধরে জেলার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নিয়ে পরীক্ষা করিয়ে বহু রোগীর সন্ধান পেয়েছি। মূলত অসচেতনতার কারণেই এই রোগ নির্মূল করতে আরও সময় লাগবে।'

এছাড়াও বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষ্যে ৬ রোগীকে দত্তক নিল বুলবুলচণ্ডী আরএনরায় গ্রামীণ হাসপাতাল। তাঁদের চিকিৎসা সহ পুষ্টিকর খাবার দেওয়া ও নিয়মিত তাঁদের দেখভাল করবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

জেলা সম্মেলন

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ডেকোরেটর্স কল্যাণ সমিতির সপ্তম ত্রিবার্ষিক জেলা সম্মেলন আয়োজিত হল বালুরঘাটে। শনি ও রবিবার শহরের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মাঠের একটি অনুষ্ঠান ভবনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ইলেক্ট্রিক্যাল, ফ্লাওয়ার, সাউন্ড, ক্যাটারার সহ একাধিক ডেকোরেটর উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। স্থানীয় শিল্পীরা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন।

পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পতঞ্জলি যোগ সমিতির বার্ষিক জেলা সম্মেলন আয়োজিত হল বালুরঘাটে। রবিবার বালুরঘাট নাট্যমন্দির প্রেক্ষাগৃহে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের যোগ প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সমিতির এটি দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ছিল। গত ২০১২ সালে প্রথম এই সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে যোগ সমিতির রাজ্য, জেলা ও ব্লক প্রভারি, কোর কমিটির সদস্য সহ প্রায় ৪৫০ জন সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

বগি পরিবহন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-১৯, তারিখ ঃ ২০-০৩-২০২৫। টেন্ডার নং.ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-১৯। কাজের নাম ঃ ০১ (এক) বছর সময়ের জন্য কোচিং ডিপো তিনসুকিয়া, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ডিবিডব্লিউএস ও রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এনবিকিউএস-এর মধ্যে বগি পরিবহন। কাজের স্থানঃ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, নিউ বঙাইগাঁও। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬৬,৯৫,৮৫১.২০/- টাকা। বায়নার মূল্যঃ ১,৩৩,৯০০.০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ ১১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ১১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in।

সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৩৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

দোকানের জন্য লস্যি, ফালুদা, জুস প্রভৃতি বানাতে জানা দক্ষ কর্মচারী চাই শিলিগুড়ি। 7908609530 (M). (C/115274)

বিক্রয়

Ready to move premium Flat and Garage cum Godown at Hakimpara for sale. M : 9434048373. (C/115688)

হারানো/প্রাপ্তি

I Tanima Paswan residing at Pandapara, Checkpost, Kotwali, Jalpaiguri, 735132, West Bengal lost deed being no. 865/2013, registered at ADSR Jalpaiguri. If any one finds the deed kindly contact : 8967590735. (C/115690)

আমি Prerna Lohara, পিতা - Raju Lohara। ঠিকানা চুয়াপাড়া T.G, PO : কালচিনি, জেলা আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No WB2001ST201802634) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন - 9883202335. (C/115514)

অ্যাফিডেভিট

I Manoj Das, S/o. Shibu Das of Roy para, Ward No. 16, Dhupguri, Jalpaiguri declared before the Court of Executive Magistrate, Jalpaiguri on 19-11-2024 that Manoj Das and Goutam Das are same and one identical person. (C/115687)

আমি মনা স্বর 19/9/2024 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মনা স্বর থেকে তুলসী মোহন্ত হয়েছি। (C/114780)

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/২৭ তারিখঃ ২০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-২৭-২০২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলেঃ নিউ কোচবিহার য়ার্ডে জল জমা হওয়ার জন্যে এমএসডিএসি ব্যবহার করে ট্র্যাক সার্কিটের ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ৪,০৭,৮৪,৩৭৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৫৩,৯০০/- টাকা। টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ট্র্যাক, পি-ওয়ে, বিল্ডিং, ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজ ইত্যাদি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১৩ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১৮-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশনে- ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা- ১০টি (পি ওয়ে কাজ এবং ফর্মেশন কাজ)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬,২৪,৬২,৪২৯.০৮/-টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৪,৬২,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশন - সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা ১০টি। টেন্ডার মূল্যঃ ১৪,১৪,৫৭,৭৭০.০৭/-টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৮,৫৭,৩০০/-টাকা; টেন্ডার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং সেকশনের মধ্যে এনজি টিটিআর ১ ইন ৮.৫। (মোট = ৫৩ সেট)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৩,৪৭,২৮৬.১৩/-টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,২১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/I/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন ইবি-২২ -এর সাথে মার্জ করে এলসি ইবি-২১ নির্মূল। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৯৯,০৩,৭৯৮.৮০/-টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৯৯,৫০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৫, কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ইয়ার্ড উন্নয়ন- কুমেদপুর ইয়ার্ড (ইয়ার্ডের উন্নতির জন্য ক্রস ওভার স্থানান্তর)। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৪,৬৭,১৬৫.৪৪/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৪৯,৪০০/- টাকা;

উপরোক্ত সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী মহানন্দ বর্মন, পিতা স্বর্গীয় শ্রী যোগেশ চন্দ্র বর্মন, গ্রাম - মধুপুর, পো - খুটিমারা, জেলা - কোচবিহার বাসিন্দা হইতেছি।
শ্যামাপ্রসাদ সরণি, গুড়িয়াহাটি মৌজায় 7150 নং দলিল মূলে 2162 দাগ এলআর খতিয়ান নং 8167 এবং 8437 নং দলিল মূলে 2162 দাগ এলআর খতিয়ান নং 571 (রেকর্ডভুক্ত রায়তের নাম শ্রীমতী গায়েত্রী চক্রবর্তী, শ্রীমতী অর্চনা বর্মা এবং শ্রীমতী পারমিতা চক্রবর্তী)-এর নিকট হইতে 8167 এবং 571 নং দাগের উপর 3.2175 শতাংশ পরিমাণ তারিখ 12/08/2024-এ 5326/24 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম শ্রী বিশ্বজিৎ বর্মন)-এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0801/3934 নং নামপত্তন কেস মূলে কোচবিহার-1 নং বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর - সি অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোচবিহার-1 নং বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর-সি অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

Sahakari Sabhadhipati
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

Office of the Panchayat Samity Tufanganj-I Panchayat Samity Tufanganj, Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

E-Tender are invited vide this office Memo No. 961, NIT NO-16(EO)/2024-25 Dated : 24-03-2025 & Memo No. 962, NIT NO-17(EO)/2024-25 Dated : 24-03-2025. Last date of Bid submission is 01-04-2025 & 07-04-2025 Intending tenderers may contact this Office for details.

Sd/-
Executive Officer
Tufanganj-I Panchayat Samity

TENDER NOTICE

NIT No: 32/NKT/24-25 dated: 19/03/25 fund: 5th SFC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 28/03/2025. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that, my client JATAN DUTTA, S/o Lt R. N. Dutta, W.No - 15, Siliguri, took possession of Shop No. EB-1 from Barun Talukdar, S/o Lt B. Talukdar, W. No. 6, Siliguri, who was the tenant of the said shop and had applied to the school authority to transfer his tenancy in favour of Sri Jatan Dutta in writing already with supporting documents.
Now Sri Jatan Dutta is intending to make Tenancy Agreement with School Authority of Nilnalini Bidya Mandir, Siliguri. If Barun Talukdar [as he is not found] or any of his legal heirs have any objection about the said tenancy agreement should send their claims to the undersigned or to the School Authority with their documentary evidence in support of the said claims thereof within 15 days of publication of this notice, failing which the claims if any shall be deemed to have been waived or abandoned.

Regards
SHEKHAR PATRA
Advocate, Siliguri
Ph : 98324-18880

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

সামগ্রী যোগানের হেতু ই-প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০২৪/২৪-২৫ তারিখঃ ২০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ

টেণ্ডার সংখ্যা. এনজে২৪৫৬৩৫বি
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০৪-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসআইপি কমপ্লিট অনুসারে উল্লেখিত ডিটেকশন পইন্ট এবং ট্রেক খণ্ডের জন্যে প্রত্যেক ট্র্যাক ডিভাইস এবং কার্ড যেমনঃ এক্সলে ডিটেক্টর্স, ট্র্যাক সাইড ইলেক্ট্রনিকস/ডিএসি ফিল্ড ইউনিট, সেন্ট্র্যাল ইভালুয়েটের সহিত আবশ্যক হওয়া ক্যাবল এবং সমস্ত সরঞ্জাম সহিত (সিষ্টেমটির সঙ্গে যোগান দেওয়া এক পূর্ব নির্মিত রেকে সেন্ট্র্যাল ইভাল্যুয়েটের ইউনিট থাকতে হবে), মাল্টি সেকশন ডিজিট্যাল এক্সলে কাউন্টারের (এমএসডিএসি) যোগান, পরিবহন, স্থাপন, ওয়ারিং, পরীক্ষণ এবং কমিশ্বনিং। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৭৬/২০১৩ ভিইআর.৩ অথবা অনন্তিম এবং ওইএম/নির্মাতার স্পেসিফিকেশন অনুসারে বিভিন্ন ডিটেকশন পইন্ট এবং ট্র্যাক খণ্ডের জন্যে আবশ্যক হওয়া রিসেট ইউনিট, রিলে ইউনিট, ইভেন্ট লগার এবং ডায়াগনষ্টিক টার্মিন্যাল আদি (প্রতি ডিপি = টি)। কনসাইনিঃ এসএসই/এসআইজি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর। **পরিমাণঃ** ১২ টি।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভূক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা **আইআরইপিএসে** পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মাঝিয়ান ক্যাম্পাসে কলা চাষের সম্প্রসারণ

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৪ মার্চ : প্রথম দফায় প্রায় ৮০০টি কলা গাছ লাগিয়ে আশানুরূপ ফলন হয়েছে। কলা বিক্রি করে ভালো দামও মিলেছে। তাই প্রথমবারের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দ্বিতীয় দফায় আরও একটি কলাবাগান তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। এবার আরও বেশি কলাগাছ লাগিয়ে ব্যাপক ফলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে মাঝিয়ানে। কর্তৃপক্ষের আশা, দ্বিতীয় পর্যায়ে কলা চাষের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ফলন হবে এবং আর্থিকভাবে আরও বেশি লাভবান হওয়া যাবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাঝিয়ান আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রে (আরআরএস) বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক ফসলের গবেষণার পর তাঁর সুফল চাষিদের মধ্যে ছড়িয়ে হয়। সম্প্রতি মাঝিয়ানের এই কেন্দ্রে প্রায় ৮০০ র বেশি বিভিন্ন প্রজাতির কলাগাছ লাগিয়ে কলা চাষ শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রথম পর্যায়ে লাগানো সাগর কলা, চাপা কলা ও মানিক কলা বিক্রি করে ইতিমধ্যেই লক্ষাধিক টাকা আয় করেছে মাঝিয়ান কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয় পর্যায়ে কলাচাষের সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে সম্প্রতি। এই পর্যায়ে আরও অনেক বেশি উন্নতমানের ২০০০টি কলাগাছের বাগান তৈরির উদ্যোগ ইতিমধ্যেই অনেকাংশে সম্পূর্ণ হয়েছে। বিষয়টি জিজ্ঞাসা করা হলে মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের ইনচার্জ তথা কৃষি কলেজের ডিন ডঃ জ্যোতির্ময় কারফর্মা বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে কলা চাষ করে খুব ভালো সাফল্য মিলেছে। এরফলে আমরা সকলেই ভীষণ উৎসাহিত হয়েছি। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও বেশি কলাগাছ লাগিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে কলা চাষ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করছি, এবারে সাগর কলা, মানিক কলা ও চাপা কলার ফলন আরও বেশি হবে এবং আগের তুলনায় আরও বেশি দাম মিলবে।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু মাঝিয়ান ক্যাম্পাসে এসে এই মডেল কলার চাষ দেখে প্রশংসা করেছেন। উপাচার্য উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পাসকে এই ধরনের ফসলের চাষ করে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি ও উৎসাহিত করছি। আশা করি, মাঝিয়ান ক্যাম্পাস কলার মতো অর্থকরী ফলের চাষের মাধ্যমে আগামীদিনে আর্থিকভাবে আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।'

কলা তোলা হচ্ছে গাড়িতে। সোমবার পতিরামে। - সংবাদচিত্র

স্পিডব্রেকারে ফ্লুরোসেন্ট স্টিকার

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : জাতীয় সড়কে একের পর এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তরুণ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের। দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে রায়গঞ্জ জেলা ট্রাফিক পুলিশের সমীক্ষায় উঠে আসে আলোর অভাব। যে কারণে চালকেরা দূর থেকে স্পিডব্রেকার দেখতে পান না। গাড়ি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে।

দুর্ঘটনা এড়াতে স্পিডব্রেকারগুলিতে ফ্লুরোসেন্ট স্টিকার লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রায়গঞ্জ জেলা ট্রাফিক পুলিশ। এর ফলে দূর থেকে স্পিডব্রেকার দেখতে কোনও সমস্যা হবে না। সেই সঙ্গে জাতীয় সড়ক জুড়ে বসবে গার্ডরেল। একাধিক জায়গায় আলোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

রায়গঞ্জ জেলা ট্রাফিকের ওসি দিলীপ রায় বলেন, 'জাতীয় সড়কে আমরা ফ্লুরোসেন্ট স্টিকার এবং গার্ডরেল লাগানোর ব্যবস্থা করব। আশা করছি, এর ফলে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। দুর্ঘটনার হাত থেকে মানুষ এবং চালকেরা রক্ষা পাবেন।'

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

আজ টিভিতে

ত্রিকোণ প্রেমের টানাপোড়েন কি বদলে দেবে দুই বোনের জীবন? **অনুরাগের ছোঁয়া ১০০০ পর্ব রাত ৯.৩০ স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.৩০ নবাব নন্দিনী, রাত ১০.৩০ খিলাড়ি, ১.০০ আমার সাথী
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু একবার বলো, বিকেল ৪.২৫ বস্তির মেয়ে, রাত ৮.০০ অন্ধ বিচার, ১১.০৫ ডিজে
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বউরাণী, দুপুর ২.৩০ স্বয়ংসিদ্ধা, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ১০.০০ মেজবউ, ১২.৪৫ আজকের শর্টকাট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বরযাত্রী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিবাদ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কন্যাদান
জি সিনেমা : দুপুর ১২.২০ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৩.০০ ওএমজি : ও মাঞ্চি ঘোস্ট, ৫.১০ আচার্য, রাত ৮.০০ ক্রুস লি : দ্য ফাইটার, ১০.৪০ কসম হিন্দুস্তান কি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৫ রুস্তম, দুপুর ২.১০ জুদাই, বিকেল ৫.১২ খিলাড়ি, রাত ৮.০০ ওয়েলকাম ব্যাক, ১০.৫০ গুড নিউজ
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২১ গল্লি বয়, বিকেল ৪.০৩ নাম শবানা, সন্ধে ৬.৩৬ শমিতাভ, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ ডন-টু

কন্যাদান বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আট**

বসন্তের বিরিয়ানি পর্বে **ফিশ টিক্কা বিরিয়ানি** তৈরি শেখাবেন গীতিকা বিশ্বাস। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

টিউবলাইট রাত ৯.০০ **স্টার গোল্ড সিলেক্ট**

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ পাটিয়ালা হাউস, বিকেল ৩.৩০ তুম মিলে, সন্ধে ৬.০০ মিস ভানুমতী, সন্ধে ৭.৫১ মাই সন ইজ গে, রাত ৯.০০ টিউবলাইট, ১১.১৫ মুক্তি ভবন

দুর্গার অ্যাকশনে ধরাশায়ী গুন্ডাবাহিনী। **জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা**

E-tender is being invited for supplying of ANSWER SCRIPTS at Jalpaiguri Government Engineering College,
Details may be seen :-
http://wbtenders.gov.in and
www.igec.ac.in
from : 24.03.2025 at 12.00 hours.
No. JGEC/2025/Answer_Scripts/1
Sd/- Principal, JGEC.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মালদা ডিভিসনের জামালপুর (জেএমপি) ও সাহেবগঞ্জ (এসবিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনা। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-২৫-০৪। ক্রমিক নং.১, লট নং.ঃ** পার্কিং-এমএলডিটি-জেএমপি-এফডব্লু-৪৪-২৫-১, **স্টেশনঃ** জামালপুর (জেএমপি)। **ক্রমিক নং.২, লট নং.ঃ** পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিজি-টিডব্লু-৭২-২৫-২, **স্টেশনঃ** সাহেবগঞ্জ (এসবিজি)। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ০৭.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-256/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নতুন কোনও চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। **বৃষ :** সামান্য অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সাংসারিক ঝামেলা মিটে যেতে পারে। **মিথুন :** পরিবারের কোনও এক সদস্যের সুখবরে আনন্দ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** বেহিসেবি খরচে রাশ টানুন। কোনও প্রস্তাব নিয়ে এলে ভেবে গ্রহণ করবেন। **কন্যা :** সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। প্রেমে শুভ। **তুলা :** নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। দীর্ঘদিনের ফেলে রাখা কাজ শুরু করতে পারেন। **বৃশ্চিক :** বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। বহুদিন আগের কোনও কাজের সুফল পাবেন। **ধনু :** ভাইয়ের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সামান্য মতভেদ। প্রেমে শুভ। **মকর :** অফিসে সহকর্মীরা আপনার বিরোধিতা করতে পারে। সব কাজ সম্পূর্ণ করুন। **কুম্ভ :** সামান্যতেই খুশি থাকুন। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। **মীন :** ঈশ্বরে বিশ্বাস আজ গভীর হবে। প্রিয় বন্ধুর সহযোগিতায় কোনও কাজ সম্পূর্ণ হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ৪ চৈত্র, ২৫ মার্চ, ২০২৫, ১১ চ'ত, সংবৎ ১১ চৈত্র বদি, ২৪ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।৪৬। মঙ্গলবার, একাদশী রাত্রি ১১। ৪৭। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ১২।২১। শিবযোগ দিবা ১১।৩৩। ববকরণ দিবা ১২।১১ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৪৭ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১২।২১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১১।৪৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১১।৪৭ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।১২ গতে ৮।৪৩ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৫ গতে ৮।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১১।৪৭ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (পাপমোচনী)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

পানীয় জল সংগ্রহে দুই কিমি পথ পাড়ি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ : গরম পড়তেই জলকষ্ট শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিভিন্ন এলাকাতেও। কোথাও কুয়োর জলস্তর নেমে গিয়েছে। কোথাও আবার জল আনতে সকাল-বিকেল ছুটতে হচ্ছে প্রায় দেড়-দু'কিমি। জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ অধিকাংশ এলাকাতেই এখনও শেষ হয়নি। সরকারি ডিপ টিউবওয়েলগুলো দিয়েও ভালোমতো জল পড়ছে না। পেটের রোগ থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে জল কিনে খাচ্ছেন গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষ।

জলকষ্ট নিয়ে সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় বলেন, 'আমাদের তরফে ব্লকে প্রায় ৩০টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প বসিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও কিছু এলাকায় এই পাম্প বসবে। সে বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে। সেই কাজ শেষ হলে পানীয় জল নিয়ে আর সমস্যা থাকবে না।' জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সোমনাথ চৌধুরীর বক্তব্য, জেলাজুড়ে ৫১ শতাংশের বেশি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অনাবৃষ্টির কারণে ডুয়ার্স অঞ্চলে জলের স্তর নেমে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁদের করার কিছু নেই। যেখানে জলস্তর স্বাভাবিক রয়েছে সেখানকার মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

উত্তর সুকান্তনগরের বাসিন্দারা এভাবেই জল বয়ে আনেন।

তিস্তার বাঁধ দিয়ে সাইকেলে জলের পাত্র ঝুলিয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ায় জল নিতে এসেছিলেন সুকুমার মণ্ডল। বললেন, 'খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্তনগর থেকে শুরু করে একদম তিস্তার ব্রিজ পর্যন্ত বিবেকানন্দপল্লিতে জলের খুব সমস্যা। আমাদের কুয়োর জলে আয়রন থাকায় পানের অযোগ্য। সকাল-বিকেল প্রায় দু'কিমি সাইকেলে করে জল নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাকুয়াপাড়া, বোদাগঞ্জ, সাহেবপাড়া, বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধারবাড়ি, তেলিপাড়া, বড়বাড়ি এলাকাতেও পানীয় জলের সমস্যা বর্তমানে চরমে। সাহেবপাড়ার বাসিন্দা তেজেন রায় বলেন, 'আমাদের এলাকায় কুয়োর জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। বৃষ্টি না হলে কয়েকদিনের মধ্যে কুয়ো শুকিয়ে যাবে। জলস্বপ্নর কাজ খুবই ধীরগতিতে চলছে। এখন একমাত্র ভরসা সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্পের জল। কিন্তু সেই জলে এতটাই আয়রন থাকে যে খাওয়া যায় না।'

একই সমস্যা বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাউলিয়াভিটা, কাঁঠালডাঙ্গি, গেদিপাড়া, চ্যাওড়াপাড়ায়। চাউলিয়াভিটার বাসিন্দা নৃপেন রায় বলেন, 'আমাদের এখানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পানীয় জল কিনতে হয়। প্রতি মাসে প্রায় এক হাজার টাকা লেগে যায়। এটা আমাদের বাড়তি খরচ। আমরা চাইছি দ্রুত জলপ্রকল্প কার্যকর হোক।'

জখম ১০

নাগরাকাটা, ২৪ মার্চ : যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে গরুবাথান ব্লকের প্যারেনে সোমবার নিয়ন্ত্রণ হারায় একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। শিলিগুড়ি থেকে মালবাজার হয়ে তোদে যাওয়ার পাহাড়ি পথেগাড়িটি কাত হয়ে যায়। এর ফলে আহত হন ১০ জন। মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

তীব্র জলসংকটে নাগরাকাটা

সুতোর মতো জলই নাগরাকাটার এক্সচেঞ্জপাড়ার ভরসা বাসিন্দাদের।

নাগরাকাটা, ২৪ মার্চ : তীব্র জলসংকটে ভুগছে নাগরাকাটা। প্রবল সমস্যায় পড়েছেন মহাদেব মোড় লাগোয়া এক্সচেঞ্জপাড়ার বাসিন্দারা। এলাকাটি নাগরাকাটার বাসস্ট্যান্ড হিসাবেও বহুলপরিচিত। গুরুত্বপূর্ণ ওই এলাকায় ৫০-৬০টি পরিবারের বাস। জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দপ্তরের একমাত্র স্ট্যান্ডপোস্টই এলাকাবাসীর ভরসা। সেখান দিয়ে সরু সুতোর মতো জল পড়ে। ফলে, এক বালতি জল ভরতে দিন চলে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ধৈর্যচ্যুত জনতা মাঝেমধ্যেই একে অন্যের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। কাকতালীয়ভাবে এখানেই রয়েছে আবার নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের দোকান। তিনিও জলসংকটের কথা স্বীকার করেন। সঞ্জয়ের কথায়, 'বিষয়টি পিএইচই-র নজরে আনা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেরই দাবি, জলসংকট সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হোক।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির নাগরাকাটা ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি বরুণ মিত্র বলেন, 'ঘরে ঘরে জলের সংযোগ দেওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি। এদিকে সবেধন নীলমণি যে স্ট্যান্ডপোস্টটি রয়েছে সেটার আধ ইঞ্চি পাইপ দিয়ে যে গতিতে জল পড়ে, আজকের কর্মব্যস্ত যুগে কারও হাতে এত সময় নেই যে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বালতি ভরবেন। অবিলম্বে প্রশাসনের বিষয়টি দেখা দরকার। আমরাও নানা মহলে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু এখন অবধি কোনও লাভ হয়নি।'

মনা লোহার নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'জলসংকটের পাশাপাশি এখানে নিকাশিনালার সমস্যাও রয়েছে। পাইপের জল রাস্তা গড়িয়ে আশপাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ফলে, ওইসব বাড়ির উঠোনে কর্দমাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই, এই এলাকায় দ্রুত নিকাশিনালা তৈরি করাও দরকার।' মরিয়ম সাঁওতাল নামে আরেক বাসিন্দা জানান, বাধ্য হয়ে দূর থেকে সাইকেলে বা কাঁধে করে পানীয় জল বয়ে নিয়ে আসতে হয়। ঝরিয়ো ওরাওঁ-এর দাবি, জলসংকটে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন বাড়ির মহিলারা। কারণ, জল সংগ্রহের কাজটি তাঁদেরই করতে হয়।

আটক দুই

ক্রান্তি, ২৪ মার্চ : ক্রান্তি ব্লকের গোচিমারি চা বাগানের ঝোঁপের কাছ থেকে রবিবার এক সদ্যোজাতর রক্তমাখা মাথা ও দুই হাত উদ্ধারে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহাংশগুলি উদ্ধার করে। সোমবার সেগুলি জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। গ্রাম সূত্রে খবর, এক পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে দেওর-বৌদির সম্পর্কে মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হন। গত ১৮ মার্চ তিনি বাড়িতে মৃত সন্তান প্রসব করেন। গোটা ঘটনা আড়াল করতে সেই দেওর সদ্যোজাতর দেহ ওই ঝোঁপে ফেলে এসেছিল বলে অভিযোগ। সোমবার গ্রামে উত্তেজনা থাকায় ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলা ও তাঁর দেওরকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়।

শিবির

মালবাজার, ২৪ মার্চ : সংস্থার পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল স্নেহ ফাউন্ডেশন। সোমবার মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজা চা বাগানের রূপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানটি হয়। বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে সংস্থাটি।

পুড়ল ঘর

বানারহাট, ২৪ মার্চ : মুহূর্তের আগুনে চা শ্রমিকের ঘর পুড়ে গেল। সোমবার সকাল ৯টা নাগাদ বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা বাগানের মিশন লাইনে এই ঘটনাটি ঘটে। বাড়ির মালিক অনীতা ওরাওঁ তখন বাড়িতে ছিলেন না। তিনি চা বাগানে কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করে তাঁর বাড়ির একটি ঘরে আগুন লেগে যায়। প্রতিবেশীরা তা দেখতে পেয়ে জল ঢেলে ওই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।

ফিরল শকুন

মালবাজার, ২৪ মার্চ : পশ্চিম ডামডিমের খেলাধুরায় চেল নদীর ২৫ নম্বর সেকশনে বহুদিন পর শকুনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ রক্ষাকারী এই পাখিটি বিলুপ্তির পথে।

ডুয়ার্সবাসী চিলের দেখা পেলেও সচরাচর শকুন নজরে পড়ে না। এবার শকুনের আনাগোনায় খুশি পরিবেশপ্রেমী থেকে বন দপ্তর। মালবাজার ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ড-২ রেঞ্জের তত্ত্বাবধায়ক অঙ্কন নন্দী বলেন, 'এটা অত্যন্ত খুশির খবর। যেভাবেই হোক সমাজ থেকে শকুনের প্রতি ঘৃণা ও কুসংস্কার দূর করা জরুরি।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা লালু বারনাওয়াল - কে 20.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40L 42799 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য অনেক আনন্দ নিয়ে এসেছে। ডিয়ার লটারির অনেক কোটিপতি দেখার পর আমিও অন্যান্য বিজয়ীদের মতো খুব স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে একজন কোটিপতি হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

- প্রথমে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করা
- 56 লক্ষ+ পরিবারের জন্য স্থায়ী বাড়ি
- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি বাস্তবায়নে প্রথম
- 1.86 কোটি উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগ বিতরণ।
- রাস্তার বিক্রেতাদের মধ্যে PM স্বনিধি ঋণ বিতরণে প্রথম
- সর্বোচ্চ 2.75 কোটি টয়লেট নির্মাণ

উত্তর প্রদেশ নং 1

- 15 কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন বিতরণ
- 60 লাখ মাকে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা সহায়তা
- 1.58 কোটি বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ।
- 5 লক্ষ থেকে 9 কোটি লোক পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা
- জন ধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 9.57 কোটি মানুষের
- 1 কোটি পরিবারকে গৃহস্থালী শংসাপত্র বিতরণ করা হয়েছে

সুখী কৃষক, উত্তরপ্রদেশের পরিচয়

- প্রথম মন্ত্রীসভার প্রথম সিদ্ধান্ত: 36.359 কোটি টাকার ফসল ঋণ মওকুফ, 94 লক্ষ কৃষক উপকৃত
- যন্ত্রপাতি উৎপাদন: 2016-17 সালে 557.46 লক্ষ মেট্রিক টন থেকে 2023-24 সালে 668.39 লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত। মেট্রিক টন (20% বৃদ্ধি)
- সেচ ক্ষমতা: 2017 সালের মধ্যে 82.58 লক্ষ হেক্টর থেকে 131 লক্ষ হেক্টরে উন্নীত, 976টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।
- আখের রেকর্ড মূল্য পরিশোধ: 2017 সাল থেকে 2.80 লক্ষ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা গত 22 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। 66 হাজার কোটি টাকা+ পরিশোধিত অর্থের চেয়ে বেশি
- চিনিকল: 3টি নতুন চিনিকল, ৬টি চিনিকলের পুনরুজ্জীবন, 38টি চিনিকলের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- শস্য সংগ্রহ: মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ, 43,424 কোটি টাকার গম এবং 88,746 কোটি টাকার ধান মূল্য পরিশোধ করা
- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনা: 2.86 কোটি কৃষকের কাছে 80,000 কোটি টাকা + স্থানান্তরিত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী কুসুম যোজনার আওতায় 73,924টি সৌর পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

শক্তিশালী নারী, সমৃদ্ধ প্রদেশ

- পুলিশে 20 শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য, 1.38 লক্ষেরও বেশি সরকারি চাকরি
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে 10 লক্ষ+ 1 কোটিরও বেশি নারীর কর্মসংস্থান
- নারী কর্মী: 2017 সালে 14.2 শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2024 সালে 35.1 শতাংশে উন্নীত হবে।
- প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা: হোলি এবং দীপাবলিতে 1.86 কোটি পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, এলপিজি সিলিন্ডার রিফিল
- মুখ্যমন্ত্রী কন্যা সুমঙ্গলা প্রকল্প: 22.11 লক্ষ মেয়ে উপকৃত হয়েছেন।
- দুস্থঃ মহিলা পেনশন প্রকল্প: 33.55 লক্ষ মহিলা উপকৃত হয়েছেন।
- মুখ্যমন্ত্রী গণবিবাহ যোজনা: 4.22 লক্ষ দম্পতির বিবাহ সম্পন্ন, আর্থিক সহায়তার পরিমাণ 51 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে1 লক্ষ
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সম্মানি বৃদ্ধি, 3.73 লক্ষ মহিলা উপকৃত
- বিসি সখী: 39 হাজার+ লেনদেন হয়েছে 31,626 কোটি, 85.81 কোটি টাকার লভ্যাংশ

তরুণদের জন্য শক্তিশালী কাজ, কর্মসংস্থান

- মাথাপিছু আয় 2017 সালে 46 হাজার টাকা থেকে বেড়ে 2024 সালে হবে 1 লক্ষ 24 হাজার
- বেকারত্বের হার: 2016 সালে 18 শতাংশ যুবক বেকার, 2024 সালে বেকারত্বের হার 3 শতাংশে নেমে আসবে
- সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া: 85 লক্ষেরও বেশি সরকারি চাকরি, 3.75 লক্ষেরও বেশি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ
- MSME এবং বেসরকারি খাতে 2 কোটির বেশি এবং ODOP যোজনা থেকে 2.54 লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান
- মুখ্যমন্ত্রী যুব স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় 2.27 লক্ষেরও বেশি যুবক কর্মসংস্থান পেয়েছেন।
- মুখ্যমন্ত্রী যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন অভিযানের আওতায় 10 লক্ষ নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা।

সকলের সাথে সরকার

- 3,213টি অন্নপূর্ণা ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, 1,630টির কাজ চলছে।
- তপশিলি জাতির (দশম শ্রেণীর) 32,49,854 জন শিক্ষার্থীকে 708.49 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- 89,31,203 জন তপশিলি জাতি (ম্যাট্রিকুলেশন পরবর্তী) শিক্ষার্থীর জন্য 9,662.25 কোটি টাকার বৃত্তি।
- অনগ্রসর শ্রেণীর (দশম শ্রেণীর) 62,79,519 জন শিক্ষার্থীকে 1,28,627.48 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- 1,31,05,263 জন অনগ্রসর শ্রেণীর (ম্যাট্রিক-পরবর্তী) শিক্ষার্থীর জন্য 7,62,524.03 কোটি টাকার বৃত্তি।
- সাধারণ বিভাগের (দশম শ্রেণীর) 8,58,750 জন শিক্ষার্থীকে 221.95 কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান।
- সাধারণ বিভাগের (ম্যাট্রিক-পরবর্তী) 48,13,347 জন শিক্ষার্থীকে 5,49,986 কোটি টাকার বৃত্তি।

স্বাস্থ্যের উপহার

- আয়ুষ্মান ভারত: 9 কোটি মানুষকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা বীমা।
- 80টি মেডিকেল কলেজ চালু, দ্বিতীয়, 11,300টি এমবিবিএস আসন বৃদ্ধি
- গোরক্ষপুর ও রায়বরেলিতে এমস, লখনউতে অটল বিহারী বাজপেয়ী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
- মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথ আয়ুষ বিশ্ববিদ্যালয়, গোরক্ষপুর
- 2,2681টি আরোগ্য মন্দির পরিচালনা

উন্নয়নের পথে উত্তরপ্রদেশের রথ

- 6টি এক্সপ্রেসওয়ে চালু আছে, 11টির কাজ চলছে, গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পর দেশের মোট এক্সপ্রেসওয়ের অংশ 55% শতাংশ হবে
- এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য: 2017 থেকে 491 কিমি, 2024 সালের মধ্যে 1,225 কিমি।
- 32 হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের রুটের নতুন নির্মাণ, 25 হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রুটের প্রশস্তকরণ/সৌন্দর্যায়ন
- 2017 সালের মধ্যে মাত্র 04টি বিমানবন্দর, 21 টি বিমানবন্দের মাধ্যমে 05 আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
- দেশের বৃহত্তম জেওয়ার বিমানবন্দর প্রায় প্রস্তুত, উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম বিমান পরিবহণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে
- হলদিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত জলপথ চালু নেই, প্রয়াগরাজ-অযোধ্যা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে

অপরাধের প্রতি শূন্য সহনশীলতা

- 2017 সালের আগে মাফিয়া এবং অপরাধীরা ছিল লাগামহীন, 2017 সালের পরে আইনের শাসন এবং ভয়মুক্ত ব্যবস্থা ছিল।
- এনসিআরবি-র তথ্য অনুসারে, 84.41% ডাকাতির ঘটনা, 77.43% লুটের ঘটনা, 41.01% খুনের ঘটনা, দাঙ্গায় 66.40%, মুক্তিপণের জন্য অপহরণের 54.72%, যৌতুক হত্যার 17.08% এবং ধর্ষণের মামলার সংখ্যা 26.15% হ্রাস
- 79,984 জন অপরাধীর বিরুদ্ধে গ্যাংস্টার আইন, 930 জন অপরাধীর বিরুদ্ধে এনএসএ ব্যবস্থা
- অবৈধ দখলদার মাফিয়াদের কাছ থেকে প্রায় 3000 কোটি মূল্যের সম্পত্তি জব্দ, অবৈধ সম্পত্তি ভেঙে ফেলা এবং গরিবদের নিয়ে আবাস
- এনকাউন্টারে 222 জন ভয়ঙ্কর অপরাধী নিহত, 28,000 এরও বেশি দুষ্কৃতীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে
- 7টি মহানগরীতে পুলিশ কমিশনারেট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, 18টি সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড ইউনিট প্রতিষ্ঠা
- 6টি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাটালিয়ন, 3টি মহিলা পিএসি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- সকল জেলায় সদর থানা, 11 লক্ষ+ সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন
- 112 পুলিশ কন্ট্রোল রেসপন্স টাইম 2017 সালের আগে ছিল 25.42 মিনিট, যা 2024 সালে কমে 7.24 মিনিটে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিটি ঘর আলোকিত

- প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা: 1.58 কোটি বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ।
- জেলা সদরে 24 ঘন্টা, তহশিল সদরে 22 ঘন্টা, গ্রামীণ এলাকায় 20 ঘন্টা বিদ্যুৎ
- কৃষকদের ব্যক্তিগত নলকূপের মাধ্যমে সেচের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর 100% ছাড়
- বুন্দেলখণ্ডে গ্রিন এনার্জি করিডোরের অধীনে 4,000 মেগাওয়াট ক্ষমতার প্ল্যান্ট
- 53 সংকুচিত বায়োগ্যাস/জৈব কয়লা/জৈব ডিজেল এবং জৈব ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন

অন্ত্যোদয়ের মাধ্যমে দরিদ্র কল্যাণ

- প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা: 15 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা: 56 লক্ষেরও বেশি ঘর নির্মাণ।
- প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা: 1,80,000+ রাস্তার বিক্রেতাদের জন্য 3,000 কোটি টাকার ঋণ।
- হর ঘর জল যোজনা: 2.37 কোটিরও বেশি পরিবার কলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়
- মনরেগা: 200 কোটি কর্মদিবস তৈরি, প্রথমবারের মতো 100 দিনের কর্মসংস্থান প্রদান

সর্বোত্তম শিক্ষার জন্য শিক্ষা

- 18টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে অটল আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ
- 57টি অ-সেবাপ্রাপ্ত জেলায় সিএম মডেল কম্পোজিট স্কুল নির্মাণ
- আলিগড়, আজমগড়, সাহারানপুর, বলরামপুর, মির্জাপুর এবং মোরাদাবাদে অবস্থিত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অপারেশন
- প্রয়াগরাজে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ।
- গোরক্ষপুরে সৈনিক স্কুল, বনবিদ্যা কলেজ, এনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমি
- গোরক্ষপুর এবং চান্দৌলিতে ভেটেরিনারি সায়েন্স কলেজ

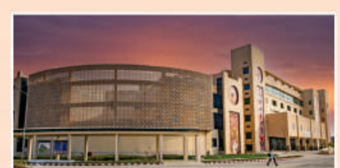

সূচনা এবং জনসংযোগ বিভাগ, উত্তর প্রদেশ | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

টিউবওয়েলের বিষে গৌরী পঞ্চায়েতে আতঙ্কের আবহ

ভূগর্ভের জলে মারণ ব্যাকটিরিয়া

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : পানীয় জলে মারণ বিষ। রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ি বাড়ি টিউবওয়েলের জলের নমুনা পরীক্ষায় 'ফিক্যাল কলিফর্ম' ব্যাকটিরিয়ার হদিস মিলতেই জাঁকিয়ে বসেছে আতঙ্ক। যে ব্যাকটিরিয়া মানুষের মলে থাকার কথা, তা পানীয় জলে এল কেমন করে? কারণ জানতে গিয়ে হাতে এসেছে শিউড়ে ওঠার মতো তথ্য। পিএইচই কর্তাদের সন্দেহ, উন্মুক্ত শৌচালয়ের মলমূত্রের সঙ্গে নলকূপের জলস্তর মিলে যাওয়াতেই ভয়াবহ এই বিপত্তি। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, নির্মল মিশন বাংলা প্রকল্পের কাজ কেন শুরু হয়নি এলাকায়?

রায়গঞ্জ শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরেই গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। রয়েছে পাকা রাস্তা, হাইস্কুল। দীর্ঘদিন ধরেই গৌরী

গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোয়ালদহ, অনন্তপুর, ভিটিহার, দুপদুয়ার, রহমতপুর, বিষাহার এলাকার বাসিন্দাদের পেটের রোগ লেগেই রয়েছে। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলবন্ধু বিশু মহম্মদ প্রতিটি সংসদের জলের নমুনা সংগ্রহ করে কর্ণজোড়ায় পরীক্ষাগারে পাঠান। সেই জলের পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট জমা দেন পঞ্চায়েত দপ্তরে। তাতেই দেখা যায়, প্রতি ১০০ মিলিমিটার জলে ২০-৬০টি ব্যাকটিরিয়া রয়েছে। এতেই চিন্তা বেড়েছে পঞ্চায়েত কর্তাদের।

জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদেরও দাবি, এই ধরনের ব্যাকটিরিয়া জলে থাকলেই বিপদ। সংগ্রহ করা জলের নমুনায় যে মাত্রায় ব্যাকটিরিয়ার হদিস মিলেছে, তা অত্যন্ত মারাত্মক। কি হতে পারে

সমস্যার খতিয়ান

- নলকূপগুলির গভীরতা ৩০ ফুট
- কাঁচা শৌচালয়ের মলমূত্রের সঙ্গে নলকূপের জল মিলে যাওয়াতে বিপত্তি ঘটেছে
- ফিক্যাল কলিফর্ম' ব্যাকটিরিয়া বিপজ্জনক
- এটি থেকে কলেরা, ডায়ারিয়া, জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার বিপদ বাড়ে

এই ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে? জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের বক্তব্য, 'ফিক্যাল কলিফর্ম' ব্যাকটিরিয়া বিপজ্জনক। এটি থেকে কলেরা, ডায়ারিয়া, জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার বিপদ বাড়ে।

পিএইচই কর্তারা জানিয়েছেন, নলকূপের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০০ ফুট গভীর এলাকা থেকে জল তোলা উচিত। কিন্তু ওই এলাকার নলকূপগুলির গভীরতা সর্বোচ্চ ৩০ ফুট। কাঁচা শৌচালয়ের মলমূত্রের সঙ্গে নলকূপের জল মিলে যাওয়াতে বিপত্তি ঘটেছে। পিএইচই দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হেমন্ত কুমার রায়ের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন আগে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামাপুর মহকুমা এলাকায় জলের মধ্যে ক্যালিফরম ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গিয়েছিল। কোনও একটি অনুষ্ঠানবাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে প্রায় ৬০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ওই দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের এখানে জলের পরীক্ষার জন্য যাবতীয় যন্ত্র দিয়ে ঘর তৈরি হয়েছে। ফলে সহজেই জলবন্ধুদের মারফত জলের রিপোর্ট পেয়ে যাই।'

গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুমা পারভিনের বক্তব্য, 'এলাকার সবকটি গ্রামের টিউবওয়েলের জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেই রিপোর্টেই কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া ও দুই খনিজের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি মেলে। তারপর দূষিত জল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামবাসী সেই জল পান করছেন।' পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমল সিংহ বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি সংসদে একটি করে মার্ক-টু টিউবওয়েল লাগানো হয়েছে। জল দূষণের ব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কিছু কিছু সংসদে নির্মল বাংলা গড়ার কাজ হয়েছিল।'

ওই এলাকার পানীয় জলে আয়রনের পরিমাণ ৪.৯ পিপিএম এবং ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ ৯.৭ পিপিএম, যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি।

স্পষ্ট জবাব নেই

অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়ার আশাতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন এলাকাবাসী। তাঁদের সমস্যা এবং সেসব সমাধানের উপায় খুঁজতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনতার প্রশ্নের তালিকা নিয়ে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

জনতার চার্জশিট

উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত

সাবিত্রী হেমরম
প্রধান, উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রশ্ন- পানীয় জলের সমস্যা কতটা মেটাতে পেরেছেন?

উত্তর - পানীয় জলের সমস্যা সারাবছর থাকে না। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসে জলের সমস্যা বেশি হয় বলে মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো, রিসিংকিং, পাইপলাইনের মাধ্যমে জল দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোলার ওয়াটার সিস্টেম মাধ্যমেও জল পাচ্ছেন বহু মানুষ। তবে সব জায়গাতে সমস্যা দূর হয়নি।

প্রশ্ন- রাস্তার সমস্যা নিয়ে কি ভাবছেন?

উত্তর - কিছু রাস্তা তৈরি হয়েছে। কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগের পঞ্চায়েত অধিকাংশ রাস্তার কাজ করেনি। পুরোনো কাজ করতে গিয়ে নতুন করে করতে সময় লাগছে।

প্রশ্ন- পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত নোংরা আবর্জনা কোথায় ফেলছেন?

উত্তর- ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু করেছি।

প্রশ্ন- কতগুলো পরিবারের আবাসের তালিকায় নাম নেই।

উত্তর- অজস্র। বিশেষ করে আদিবাসী গরিব মানুষের নাম নেই।

প্রশ্ন- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে কী উদ্যোগ নিয়েছেন

উত্তর- বাল্যবিবাহের জন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করা হবে।

প্রশ্ন- কৃষির উন্নয়নে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর- পঞ্চায়েত কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ সুদৃঢ় করবার জন্য বিশেষ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন- নদী খননে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী?

উত্তর- নদীমাতৃক পঞ্চায়েত উদয়পুর , কিন্তু টাঙন নদী বা তুলাই নদী পঞ্চায়েতের খোঁড়ার কোনও সামর্থ্য নেই। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।

একনজরে

ব্লক – কুশমণ্ডি
পঞ্চায়েতের নাম – উদয়পুর
মোট গ্রাম সংসদ - ২৩ টি
মোট পঞ্চায়েত সদস্য ২৪ জন
তৃণমূল – ১১
বিজেপি – ৮
সিপিএম - ৩
আরএসপি – ১
নির্দল – ১

টোটো উলটে জখম মহিলা

বুনিয়াদপুর, ২৪ মার্চ : সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ বুনিয়াদপুরের ট্রাফিক মোড়ে টোটো উলটে আহত হয়েছেন এক মহিলা। আহত মহিলার নাম রীনা খাতুন। বংশীহারীর সিহলহাট এলাকায় তাঁর বাড়ি। সোমবার তিনি তাঁর স্বামী টোটোচালক ফৈজুর রহমানের টোটোতে চেপে বুনিয়াদপুর শহরে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছিলেন। ট্রাফিক মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার সময় বাঁক নিতে গেলে টোটো উলটে যায়। রীনাদেবী টোটোর নীচে চাপা পড়ে জখম হন। ঘটনা নজরে আসতেই সিভিক ভলান্টিয়াররা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

রামনবমী সফল করতে প্রচার

গঙ্গারামপুর, ২৪ মার্চ : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রামনবমীর শোভাযাত্রাতে রেকর্ড সংখ্যক হিন্দুদের অংশগ্রহণ করবার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই শোভাযাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গঙ্গারামপুরে প্রচার শুরু করল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। সোমবার দুপুরে শহরের টোটোগুলিতে রামনবমীর পোস্টার লাগানো হয়। মূলত রামনবমী উদযাপন সমিতিকে সাহায্য করতে এদিন বিজেপি নেতৃত্বরা প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এবিষয়ে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অশোক বর্ধন জানান, 'এবছর রামনবমীকে কেন্দ্র করে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ যাতে অংশগ্রহণ করেন, তার জন্য প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। এবছর অন্যান্য বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে যাবে বলে আশা করছি।'

সোমানীর প্রয়াণ দিবস পালন

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : পশ্চিম দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণ সোমানীর ১৩ তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণসভার আয়োজন করা হল রবিবার। সংগঠনের সভাকক্ষে এই স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা ও বিশিষ্টজনেরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেন, 'আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে,তবে সফলতা আসবে। জয়নারায়ণ সোমানী কেবল চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা নন,তিনি ছিলেন ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার এক অগ্রগামী সৈনিক।'

সিসি রোডের শিলান্যাস

চাঁচল, ২৪ মার্চ : রবিবার চাঁচলের কলিগ্রামে সিসি রোডের শিলান্যাস করলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। সাংসদ তহবিলের ১০ লক্ষ টাকা অর্থব্যয়ে বগচড়া অরবিন্দ মোড় থেকে চৌরঙ্গি পর্যন্ত রোডটি হবে। এদিন বগচড়া অরবিন্দ মোড়ের কাছে হয় এই শিলান্যাস অনুষ্ঠান। সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'কলিগ্রামের জন্য এই রাস্তা দরকার ছিল। এলাকার মানুষ আমাকে রাস্তাটি করার জন্য দাবি জানিয়েছিল। দাবি পূরণ করতে পেরে ভালো লাগছে।'

সভাপতিকে সংবর্ধনা

পুরাতন মালদা, ২৪ মার্চ : পুরাতন মালদা শহরের কোর্ট স্টেশন এলাকায় রবিবার উত্তর মালদা জেলার নবনির্বাচিত সভাপতি প্রতাপ সিংকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন উত্তর মালদা জেলার সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত, মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা ও হবিবপুরের বিধায়ক জোয়েল মুর্মু সহ প্রমুখ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বেলাশেষে।। হলদিবাড়ির আঙ্গুলদেখায় ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

স্কুলছুট ঠেকাতে উদ্যোগী অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক

গাজোল, ২৪ মার্চ : সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বাড়াতে এবং বিদ্যালয়গুলিতে যাতে সঠিকভাবে পঠনপাঠন হয় তার জন্য লাগাতারভাবে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করছেন গাজোল চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রশান্তকুমার রায়। চলতি সপ্তাহে গত তিনদিনে ছয়টি প্রাথমিক ও একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন তিনি।

প্রশান্তবাবু জানান, 'পরিদর্শনে গিয়ে আমি মূলত দেখেছি ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো পঠনপাঠন করছে কিনা। শিক্ষক শিক্ষিকারা কীভাবে পাঠদান করছেন। এই বিষয় যেমন দেখা হচ্ছে, তেমনি ছাত্রছাত্রীদের ঠিকমতো মিড-ডে মিল পরিবেশন করা হচ্ছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রশান্তবাবুর উপলব্ধি, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুবই কম। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয় নিয়ে খুব তাড়তাড়ি শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আমি আলোচনায় বসব।'

> **প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুবই কম। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয় নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আমি আলোচনায় বসব।**
>
> প্রশান্তকুমার রায়
> অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক

পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কথা বলব অভিভাবকদের সঙ্গেও। দলিলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের যাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মিড- ডে মিল পরিবেশন করা হয়, রাঁধুনিরা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রান্না করেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'গাজোল গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে বলা হয়, ছাত্রীদের যাতে ডাইনিং রুমে বসিয়ে মিড-ডে মিল পরিবেশন করা হয়। সেই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে। এছাড়াও গাজোল হাই অ্যাটাচড জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে বলা হয় ডিএলএড ট্রেনিংরা যাতে ঠিকঠাক পাঠদান করেন, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে। এছাড়াও প্রতিদিনের হাজিরার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রাম বাংলার সাধারণ পরিবারের অনেক শিশুরা সরকারি বিদ্যালয়ে আসছে না। অভিভাবকেরা যাতে এই সমস্ত শিশুদের সরকারি বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠান, তার জন্য তাদের সচেতন করার কাজ চলছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলিতে যাতে পড়াশোনার মান আরও ভালো হয়, তার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।'

রাজবংশী বোর্ডের কাজে অসন্তোষ খোদ সংস্থার সদস্যের

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যানের পদ থেকে বংশীবদন বর্মনকে সরিয়ে দিতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন গ্রেটার কোচবিহার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহনলাল সিংহ। বংশীবদনের অনুগামী হিসেবে পরিচিত মোহনলাল উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি ব্লকের টুঙ্গিদিঘির বাসিন্দা। তিনি রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সদস্যও বটে।

বৃহস্পতিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে মোহনলাল বলেন, 'রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড শুধু কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মানুষের কথাই চিন্তা করে। গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় যে রাজবংশী ও কামতাপুরি সম্প্রদায়ের মানুষরা আছেন, তাঁদের কথা বোর্ড ভাবে না। ফলে মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলায় রাজবংশীরা পিছিয়েই আছেন। কোনও উন্নয়ন হয়নি এই তিন জেলায়।'

পিছিয়ে পড়া এই তিন জেলার রাজবংশী ও কামতাপুরিদের উন্নয়নের জন্য পৃথক 'বাণগড় ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গঠনের দাবি তুলেছেন মোহনলাল সিংহ। তিনি বলেন,'রাজবংশীদের পাশাপাশি কামতাপুরিরাও নিরাশ। কামতাপুরি ভাষা অ্যাকাডেমি ও কামতাপুরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা থেকে কোনও প্রতিনিধি নেই। ফলে এই তিন জেলার কামতাপুরি মানুষের সমস্যা নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না বোর্ডে।'

কিন্তু হঠাৎ কেন এমন বিদ্রোহী হয়ে বোর্ডের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন মোহনলাল সিংহ? রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যানের পদ থেকে বংশীবদন বর্মনকে সরিয়ে দেওয়াই কি তাঁর অসন্তোষের কারণ? মোহনলালের অবশ্য দাবি, বংশীবদনকে সরানো হয়নি। এক ব্যক্তি এক পদ নীতি মেনে ভাষা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যানের পদটি তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন।

মাছের খোঁজে। বালুরঘাটের কাটনা গ্রামে। অভিজিৎ সরকার

আলু মজুতে অশান্তি এড়াতে বাড়তি পুলিশ

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : হিমঘরে আলু রাখা নিয়ে অশান্তি এড়াতে ব্যবস্থা করা হচ্ছে বাড়তি পুলিশি নিরাপত্তার। সম্প্রতি জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনার নেতৃত্বে একটি বৈঠক শেষে এই তথ্য উঠে এসেছে। জেলা শাসক জানিয়েছেন, 'এবার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের সুযোগ দিতে জেলার হিমঘরগুলিকে বলা হয়েছে ৩০ শতাংশ জায়গা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে। সঙ্গে ব্লক স্তর থেকে দ্রুত আলুচাষিদের জন্য নির্দিষ্ট বন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' ওই বৈঠকে কৃষি, কৃষি বিপণন, জেলার দুই মহকুমা শাসক, ব্লক প্রশাসন, হিমঘর কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, এবার জেলার প্রায় ২৮ হাজার ৯০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। মূলত পোখরাজ, জ্যোতি ও এস ওয়ান প্রজাতির আলু চাষ হয় এই জেলায়। যা ইতিমধ্যে খেত থেকে তুলে তা সংরক্ষণ করা হয়েছে। জেলার মধ্যে ইসলামপুর ব্লকে সব থেকে বেশি আলু চাষ হয়। ওই ব্লকেই ৬ হাজার ৭৬৫ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। জেলার কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিক অনিলকুমার শর্মা তথ্য দিয়ে জানান, 'পয়লা মার্চ থেকে খুলে গিয়েছে জেলার দশটি কোল্ড স্টোরেজ। যেগুলির বেশিরভাগই ইসলামপুর মহকুমায়। একটিমাত্র কোল্ড স্টোরেজ রায়গঞ্জ মহকুমায়। আলু রাখার ক্ষেত্রে চাষিরা তাদের সুবিধামতো কাছের কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখার সুযোগ পেয়েছেন। একজন চাষি কমপক্ষে ৩৫ কুইন্টাল আলু মজুত রাখতে পারবেন।' কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, গতবার ৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৯০০ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয় জেলায়। এবারও আরও বেশি পরিমাণ আলু উৎপাদন হয়েছে এমনটাই দাবি কৃষি আধিকারিক সহ জেলা প্রশাসনের।

জল দিবস পালিত

গঙ্গারামপুর, ২৪ মার্চ : শনিবার গঙ্গারামপুরের মালিপাড়া টিইউ হাইস্কুলে বিশ্ব জল দিবস পালন হল। সেমিনার ও বসে আঁক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি ঘোষ বলেন, 'ভূগর্ভস্থ জল দিন দিন কমে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে জলের অপচয় বন্ধ করা নিয়ে সজাগ থাকে তাই এই কর্মসূচি।'

পার্টি অফিস উদ্বোধন

গঙ্গারামপুর, ২৪ মার্চ : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে রবিবার গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙ্গাপাড়াতে পার্টি অফিসের উদ্বোধন করল সিপিআইএম নেতৃত্ব। পার্টি অফিসটি কমঃ ভবেশ বিশ্বাসের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। উদ্বোধন করেন সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা।

গ্রামবাসীর সঙ্গে বিএসএফের বৈঠক

বামনগোলা, ২৪ মার্চ : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম শোনঘাট এলাকায় গ্রামবাসীর সঙ্গে বৈঠক করলেন বিএসএফের আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন ৮৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের শোনঘাট বিএসএফ ক্যাম্পের বিভিন্ন আধিকারিক সহ এলাকার মানুষ। ৮৮নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের তরফে এদিন সীমান্তবর্তী শোনঘাট এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে বৈঠকে সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে থাকা জমি সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। শুনতে চান গ্রামবাসীর কথাও।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, গত অগাস্টে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার আঁচ এদেশে যাতে না পরে, সেকারণে সীমান্তে কড়া প্রহরা সহ নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়াতে উদ্যোগ নিতে দেখা গিয়েছে বিএসএফ জওয়ানদের। এর আগেও বিএসএফ এই এলাকায় বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ বিনামূল্যে ওষুধ এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করেছে। আবারও এদিন এলাকাবাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করেন বিএসএফ আধিকারিকরা।

এলাকার বাসিন্দাদের অনেকেই জানান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনরাত এক করে যেভাবে বিএসএফ পাহারা দিচ্ছেন, তার উপর বিভিন্ন বিষয়ে সতর্কতামূলক সচেতনতা নিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

গঙ্গা স্বচ্ছ রাখতে কর্মসূচি

মোথাবাড়ি, ২৪ মার্চ : নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার পঞ্চানন্দপুরের নয়াবাজার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে 'গঙ্গা নদী স্বচ্ছতা কর্মসূচি-২০২৫' অনুষ্ঠিত হল। মালদা জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যোগে ও কালিয়াচক দুই ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য গঙ্গা নদীর স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা।

অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে নয়াবাজার হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বিদ্যালয় এবং সংলগ্ন এলাকায় সাফাই অভিযান করেন। ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের পাশাপাশি শপথ নেয়, 'গঙ্গা পরিষ্কার আমাদের অঙ্গীকার'। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক – ২ নম্বর ব্লকের বিডিও বিপ্রতিম বসাক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অঞ্জলি মণ্ডল, জেলা প্রকল্প আধিকারিক সুব্রত দাস, নয়াবাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আফসানা পারভিন প্রমুখ।

প্রতিবাদ মিছিল

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : প্যালেস্টাইনে শিশু ও নারীদের উপর অত্যাচার এবং হত্যার প্রতিবাদে রায়গঞ্জে পথে নামল এসইউসিআইয়ের শাখা সংগঠন কমসোমল। সোমবার সংগঠনের তরফে শহরে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বস্ত্র বিতরণ

করণদিঘি, ২৪ মার্চ : ইদ উপলক্ষ্যে করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল রোজাদার মানুষদের মধ্যে বস্ত্রদান করেন। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত এই কর্মসূচি হয়।

হস্টেলের শতবর্ষ

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : মনীষী পঞ্চানন বর্মা প্রতিষ্ঠিত রায়গঞ্জ ক্ষত্রিয় হস্টেলের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের শেষপর্ব উদযাপিত হল রবিবার। ২০২৩ সাল থেকে শুরু হয়েছিল শতবর্ষ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা, প্রাক্তন জেলা শিল্প আধিকারিক সুনীল সরকার সহ প্রমুখ। নবীনবরণ, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মানপত্র ও আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় এদিন। এছাড়াও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মারকপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

বালুরঘাটে টোটো উদ্ধার

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : সোমবার চুরি হয়ে যাওয়া টোটো উদ্ধার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। চোর সন্দেহে এক তরুণকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত তরুণ বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের জগন্নাথবাটির বাসিন্দা। বালুরঘাট ব্লকের রাজুয়া এলাকা থেকে ২২ মার্চ টোটোটি চুরি হয়। টোটোর মালিক ললিতা দাস ওই দিন বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন।

নতুন সদস্য

কুমারগঞ্জ, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আরটিও বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত হলেন প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মফিজুদ্দিন মিয়াঁ। তাঁর এই দায়িত্ব পাওয়ায় এলাকাবাসী আনন্দিত।

পাকা রাস্তার মাঝখানে ড্রেন, চলাচলে দুর্ভোগ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৪ মার্চ : ডাঙ্গারহাট থেকে মোল্লাদিঘি পর্যন্ত সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি বর্তমানে পথচারীদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে এক বেসরকারি বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তার মাঝখানে ড্রেন নির্মাণের ফলে যাতায়াতে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কে বা কারা এই ড্রেন তৈরি করেছে, সে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন এই ছয় কিলোমিটার রাস্তা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিল। দেড় বছর আগে এটি সংস্কার করা হলেও মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই রাস্তার পিচ উঠে যেতে থাকে। তার ওপর রাস্তার মধ্যেই ড্রেন তৈরি হওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ড্রেনের একধারে জমে থাকা জল রাস্তার ওপরে পড়ছে। ফলে সবসময় রাস্তা পিচ্ছিল থাকে। কেউ কেউ বলছেন, এটি নেহাতই জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার কারণে হয়েছে। তবে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় যাত্রী ও পথচারীরা প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সাইকেল, মোটর সাইকেল, টোটো, অটো এমনকি বাসচালকরাও এই জলবদ্ধ রাস্তায়

খানাখন্দে ভরা রাস্তা। সোমবার কুমারগঞ্জে। - সংবাদচিত্র

চলাচল করতে হিমসিম খাচ্ছেন। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা আরও বেশি বিপাকে পড়েছেন। হুইলচেয়ার নিয়ে রাস্তা পার হওয়া তাঁদের জন্য একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে, যখন জমে থাকা জল ও কাদার কারণে যানবাহন আটকে পড়ে।

এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মোজ্জাফর রহমান সরকার বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন এবং দ্রুত সমাধানের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে সাধারণ মানুষ চান দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক , তাহলে এলাকাবাসীর চলাচলের দুর্ভোগ কমবে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কত দ্রুত এই সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

মমতার সম্মান

শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উৎসবে বিশেষ সম্মান দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই পুরস্কার চালু হয়েছিল।

সৌমিত্রর দাবি

বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ই-মেল করে নয়াদিল্লি ও বাঁকুড়া সাইবার থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন সাংসদ।

কোহলির স্মৃতি

জামিন পেয়েও বিরাটের পা ছোঁয়ার মুহূর্ত ভুলতে পারছেন না বর্ধমানের ঋতুপর্ণ পাখিরা। কাছে যাওয়ার পর সেদিন তাঁকে কোহলি সেখান থেকে চলে যেতে বলেছেন বলেও জানালেন।

হেলথ টিপস

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দিতে গিয়ে রোগা হওয়ার টিপস দিলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শরবত, ফল ও দই খাওয়ার নিদান অভিনেত্রীর।

রবীন্দ্রভারতীতে স্থায়ী উপাচার্য চেয়ে বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : স্থায়ী উপাচার্যের দাবিতে এবার বিক্ষোভে উত্তাল হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার রবীন্দ্রভারতীর জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা অস্থায়ী উপাচার্যকে ঢুকতে বাধা দেন। বিক্ষোভের জেরে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন তিনি।

রাজ্যের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নেই, তার অন্যতম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৩ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও স্থায়ী উপাচার্য নেই। পরিবর্তে কাজ চালাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উপাচার্যের মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারও অস্থায়ী। এদিন তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্রপরিষদ। তাদের সঙ্গে যোগ দেন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্যরা ও ওয়েবকুপার সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, অবৈধভাবে ইসি মিটিং করেছেন অস্থায়ী উপাচার্য। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও অনুমতি নেননি তিনি ও অস্থায়ী রেজিস্ট্রার। এর প্রতিবাদেই মুখর হন পড়ুয়ারা। শুভ্রকমলবাবু ক্যাম্পাসে যখন ঢুকতে যান, তখন তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ফলে তিনি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান। এর আগে রবীন্দ্রভারতীর বিটি রোড ক্যাম্পাসেও তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। যার জেরে তিনি ওই ক্যাম্পাস ছেড়ে জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বসছিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁকে এদিন ঢুকতে দেওয়া হল না। বিক্ষুব্ধদের দাবি, অবিলম্বে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পড়ুয়ারা। সোমবার। -সংবাদচিত্র

বিধায়কদের হাজিরা, তৃণমূলের মার্কশিট

কলকাতা, ২৪ মার্চ : এবার থেকে বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের উপস্থিতি নিয়ে রীতিমতো মার্কশিট চালু করছে তৃণমূল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও দুটি বিধানসভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে। ওই দুটি অধিবেশনে দলীয় বিধায়করা কত সংখ্যায় হাজির হচ্ছেন, সেদিকে নজর রাখছেন দলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। সোমবার বিধানসভায় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেট অধিবেশনে ১৯ ও ২০ মার্চ সব বিধায়ককে উপস্থিত থাকতে হুইপ জারি করেছিল তৃণমূল। ১৯ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বিধায়কদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক থাকলেও ২০ মার্চ অধিবেশনের শেষ দিন খুব কম সংখ্যক বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। বিধানসভার হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৫০ জন বিধায়ক বাজেট অধিবেশনে অনিয়মিতভাবে হাজির ছিলেন। তারপরই দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই নির্দেশমতোই এদিন বৈঠকে বসে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তৃণমূল। বিধানসভার অন্দরে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যেভাবে সরকার পক্ষকে চেপে ধরছে,

বৈঠকে সিদ্ধান্ত

সেই ঝাঁঝ আগামীদিনে আরও বাড়বে বলে মনে করছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এবছর মাঝামাঝি বিধানসভার বাদল অধিবেশন ও বছরের শেষে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন হবে। এই দুটি বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। নির্বাচনের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশের জন্য সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হবে। তাই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে দলীয় বিধায়করা যাতে থাকেন, তা নিশ্চিত করতে চাইছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। যে মার্কশিট তৃণমূল তৈরি করছে, ওই মার্কশিটের ওপর ভিত্তি করেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দল যে টিকিট দেবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তা দলীয় বিধায়কদের পৌঁছে দিয়েছেন পরিষদীয়মন্ত্রী। তার কারণ, বিভিন্ন ইস্যুতে দলীয় বিধায়কদের বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকা এবং আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বারবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরও বিধায়কদের একাংশ উপস্থিত থাকছেন না। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, অধিবেশনে উপস্থিত না থাকলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদের টিকিট দেওয়া যাবে না।

তৃণমূল সূত্রে খবর, অনুপস্থিত বিধায়কদের তালিকায় প্রথমদিকে রয়েছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, খড়্গপুর গ্রামীণের বিধায়ক দীনেন রায়, শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায়, উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী প্রমুখ। এই বিধায়কদের উপস্থিতি সবচেয়ে কম। এদিনই তাঁদের ফোন করে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

বর্ধমান পর্ষদের চেয়ারম্যান সহ ১৩ জন ধৃত

বর্ধমান, ২৪ মার্চ : বর্ধমান আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্রর নির্দেশে সোমবার গ্রেপ্তার হলেন বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন তথা বর্ধমান-১ ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী কাকলি তা গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বর্ধমান পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য, অঞ্চল সভাপতি শেখ জামাল, রায়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ সহ ১৩ জনকে। মঙ্গলবার বিচারক এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন বলে আদালত সূত্রে খবর। সরকারি আইনজীবী হরিদাস মুখোপাধ্যায় জানান, এদিন বিচারক এদের হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার রায় ও সাজা ঘোষণার কথা। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমানের নাড়ীগ্রাম দাসপাড়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল। ঘটনায় তৎকালীন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য জীবন পালের বাবা দেবু পাল গুরুতর জখম হন। জীবনের স্ত্রী সন্ধ্যারানি পাল পরদিন বর্ধমান থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় এই নির্দেশ।

সাময়িক বরখাস্ত

কলকাতা, ২৪ মার্চ : দল বিরোধী কাজের অভিযোগে দক্ষিণ কলকাতার বেহালার চার বিজেপি নেতাকে সাময়িক বরখাস্ত করল রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির আহ্বায়ক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই করা চিঠি দিয়ে মঙ্গলবার ওই নেতাদের থেকে সাত দিনের মধ্যে তাঁদের আচরণের কারণ জানাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হল বলেও ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে।

জামিনের মেয়াদ বাড়ল

কলকাতা, ২৪ মার্চ : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়াল বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, এবার থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা বাড়ির বাইরে থেকে সুজয়কৃষ্ণের ওপর নজরদারি রাখবেন। তার জন্য অস্থায়ী নির্মাণ তৈরি করে দেওয়া হবে। তাঁর বাড়িতে চিকিৎসক, আত্মীয়রা ও ব্যাংকের এক কর্মী যেতে পারবেন। তাঁর আইনজীবী আদালতে অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সুজয়কৃষ্ণের বাড়ির দোতলা দখল করে নিয়েছেন। ঘরের শৌচাগার ব্যবহার করছেন। সিবিআইয়ের যুক্তি, কোনও ব্যক্তির ওপর নজরদারি চালাতে হলে তাঁর বাড়িতেই সারাক্ষণ থাকার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও ব্যবহার করেছে বাহিনী। মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ এপ্রিল।

কল্যাণের বিরুদ্ধে মামা

কলকাতা, ২৪ মার্চ : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেই এবার আদালতে অভিযোগ জানালেন তাঁর মামা কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী। সোমবার তিনি ব্যাঙ্কশাল আদালতে সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্যগ্রহণ পর্বে তিনি জানান, কল্যাণময়ের কথাতেই তিনি কাগজপত্র খতিয়ে না দেখে সংস্থার নথিতে সই করেছেন। নিয়োগ দুর্নীতিতে এমন পাঁচটি সংস্থার হদিস পান তদন্তকারীরা যার ডিরেক্টর পদে ছিলেন কল্যাণময়ের এই মামা। এই প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি কল্যাণময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'আমি কল্যাণময়কে বিশ্বাস করতাম। ভাগ্নে যেখানে বলত সেখানে সই করে দিতাম। আমি ছাড়া কল্যাণময়ও ডিরেক্টর ছিল।' পার্থর জামাই কল্যাণময় ইতিমধ্যে রাজসাক্ষী হয়েছেন। তাঁর নাম অভিযুক্তদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দোষী কতজন, প্রশ্ন হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৪ মার্চ : আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে একজন নাকি আরও কেউ জড়িত ছিল, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রথম চার্জশিট জমা দেওয়ার পর দীর্ঘদিন পেরিয়েছে। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে ফের তদন্তের আবেদন জানিয়ে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের আর্জির ভিত্তিতে মামলাটির শুনানি হয়। তখনই সিবিআইয়ের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এই ঘটনায় আগেই একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আদালতের জানা

আরজি কর মামলা

দরকার, এই ঘটনা একজনের দ্বারা ঘটেছিল নাকি গণধর্ষণ? চার্জ গঠনের সময় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল? ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৭০ ধারার আওতায় কি তদন্ত হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, তাহলে ওইসময় সন্দেহভাজন কারা ছিলেন? এখন আপনাদের তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে? এখন কি আপনারা তথ্যপ্রমাণ লোপাট বা কোন বিষয়ে তদন্ত করছেন তা স্পষ্ট করুন।' মামলার পরবর্তী শুনানির দিন সিবিআই-কে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে হাইকোর্টের আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল নির্যাতিতার পরিবার। এদিন তাঁদের তরফে আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র আদালতে দাবি করেন, 'হাইকোর্টের নজরদারিতে পুনরায় তদন্ত চাইছি আমরা। সিবিআইয়ের চার্জশিটে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তো আবার তাহলে তদন্ত হওয়া দরকার। সিবিআইয়ের অ্যাডিশনাল এসপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের নিয়ে সিট গঠন করে হাইকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত করা হোক।' পালটা সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, ওই পদমর্যাদার আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল তদন্ত করেছে। তখন নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবী দাবি করেন, সেক্ষেত্রে রিপোর্ট চাওয়া হোক, তদন্ত এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দিক সিবিআই।

নির্যাতিতার পরিবারের প্রশ্ন, 'সিসিটিভি ফুটেজ কি সংরক্ষণ করা হয়েছিল? ফরেন্সিক রিপোর্টে কি এই বিষয়ের উল্লেখ ছিল?' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে বলেন, 'চার্জশিট দেওয়া হয়েছে, বিচার শেষ পর্যায়ে এসেছে। এখন পুনরায় তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি?'

জখমের পেছনেও মেরুকরণের সুর বেলগাছিয়ায়

শুভেন্দুকে পুলিশি হেনস্তা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ মার্চ : হাওড়ার বেলগাছিয়ায় সরকার, প্রশাসন কোথায়? সরকার তো লন্ডনে। সোমবার বেলগাছিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বেলগাছিয়ার ভাগাড় এলাকায় বহু হিন্দিভাষী মানুষের বাস। এই ঘটনায় প্রশাসনের উদাসীনতার পিছনে হিন্দিভাষী মানুষদের উচ্ছেদের চক্রান্ত দেখছে বিজেপি। শুভেন্দুর মতে, সেই কারণেই এত বড় ঘটনার পর দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে কোনও হেলদোল নেই সরকারের। সম্প্রতি ভূমিধসের কারণে হাওড়ার বেলগাছিয়ার বহু বাড়িতে ফাটল দেখা গিয়েছে। বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। ফলে বহু পরিবারকে বাড়ি ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে হয়। তার সঙ্গে বিষাক্ত মিথেন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় এলাকার মানুষজন আতঙ্কিত। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুকে দেখে প্রশাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা ক্ষোভ জানাতে এসেছিলেন তাঁদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'আমি সরকার নই, বিরোধী দলনেতা হিসেবে, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি।'

ঘটনার ৪ দিন পর এদিন সকালে সেখানে গিয়েছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই ঘটনায় মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আমি আসব জেনে উনি তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে চলে এসেছেন।' এরই মধ্যে রবিবার থেকে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছিল। স্বাভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ মানুষ এদিন মন্ত্রীকে দেখে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিক্ষোভের মুখে পড়েন ফিরহাদ। নিয়মরক্ষার পরিদর্শন সেরে বিক্ষুব্ধদের আশ্বস্ত করতে আগামী তিনদিনের মধ্যে পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন তিনি। তা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আগে পানীয় জলটুকু দিন, আগে মানুষ তো বাঁচুক। তারপর না হয় পুনর্বাসন দেবেন।' এদিকে পুরমন্ত্রী এলাকা ছাড়ার পরই সেখানে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকায় ঢুকতে গেলে বিরোধী দলনেতাকে বাধা দেয় পুলিশ। সেই ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে কিছুটা বচসা বাধে তাঁর। এক পুলিশকর্মীর নখের আঘাতে আহতও হন শুভেন্দু। এই ঘটনাতেও পুলিশের ধর্মীয় পরিচয় টেনে এনে অভিযোগ করেছেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'ঘটনাস্থলে থাকা হিন্দু পুলিশরা আমার গায়ে হাত না দিয়ে নিয়মরক্ষার প্রতিরোধটুকু করেছেন। কিন্তু সাব ইনস্পেকটর গোলাম মোর্তাজার হাতের নখে আমাকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে।' বেলগাছিয়া থেকে বিধানসভায় ফিরে সেই ক্ষতের পরিচর্যা করান তিনি। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্সরা বিধানসভায় এসে তাঁর শুশ্রূষা করেন। এদিকে শুভেন্দুর দাবি, সোমবার সকালে পুরমন্ত্রী গিয়ে স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়ে এলাকায় ঢুকতে পারেননি। সেই কারণেই রাজ্য পুলিশ তাঁকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিয়েছে।

এদিন ক্ষতিগ্রস্ত একশোটি পরিবারকে ৫০০০ টাকা ও ত্রিপল বিলি করেছেন শুভেন্দু। দুর্গত মানুষের ত্রাণে রাজ্য প্রশাসনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'রাজ্য প্রশাসন কোথায়, সরকার তো লন্ডনে। রবিবার থেকে এলাকার শতাধিক পরিবারকে শুকনো খাবার ও ভাত-ডালের সাধ্যমতো ব্যবস্থা করেছে বিজেপি। এরা মানুষকে পানীয় জলটুকুও তো দেয় না।' পানীয় জলের সংকটের অভিযোগ শুনে জল সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এলাকার প্রতিটি পরিবারকে দৈনিক ২০ লিটার পানীয় জল সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

বিডিওদের হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৪ মার্চ : হিন্দিভাষী ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারগুলির নাম বেছে বেছে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে তৃণমূল, এই মর্মে অভিযোগ বিজেপির। কৃষ্ণনগর ব্লক-২ ও বাগদার বিডিওকে এই ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বাগদা ও কৃষ্ণনগর ব্লক-২ এর দুই বিডিওকে হুঁশিয়ারি দিয়ে সোমবার শুভেন্দু বলেন, 'অবিলম্বে এই চিঠি প্রত্যাহার করতে হবে। নাহলে অভিযুক্তদের নিয়ে বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসব।' এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানাবে বিজেপি।

শুভেন্দুর অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিওদের একাংশ তথ্য অনুসন্ধানের নামে হিন্দিভাষী ও বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু হয়ে এই রাজ্যে আসা পরিবারদের হেনস্তা করছে।

এদিন এই সংক্রান্ত কিছু নথি তুলে ধরে (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) শুভেন্দু বলেন, 'কৃষ্ণনগর ব্লক-২ স্থানীয় তৃণমূল নেতা জনৈক আবদুর রহিম শেখ সাদা কাগজে বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে ৯৮ জন হিন্দু ভোটারকে তথ্য যাচাইয়ের নামে ডেকে পাঠানো হয়েছে।' তাঁর মতে, এটা নিয়মবিরুদ্ধ। সাদা কাগজে লেখা অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন না। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে হলে কমিশনের নির্দিষ্ট ফর্মে অভিযোগ করতে হয়। অথচ তা না করে সাদা কাগজে লেখা অভিযোগের ভিত্তিতে বিডিও যে পদক্ষেপ করেছেন, সেটা অবৈধ। একইভাবে বাগদা বিডিও থেকেও স্থানীয় বেশকিছু হিন্দু পরিবারকে ডেকে তাঁরা যে বাংলাদেশি নন, এই ব্যাপারে প্রমাণ দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, 'এ তো কেন্দ্রের সিএএকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা। আমরা কোনওভাবেই ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এই চক্রান্ত মানব না।' কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনও ভোটারের বাসস্থান বা স্থায়ী পরিচয় নিয়ে কোনও সংশয় থাকলে অভিযোগকারীকেই তা প্রমাণ করতে হয়।

সল্টলেকে ডাক্তার-নার্সদের বিক্ষোভ। সোমবার। -আবির চৌধুরী

সিজিও অভিযান

কলকাতা, ২৪ মার্চ : অভয়ার মৃত্যুর ৭ মাস পরও সিবিআই কোনও অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করতে পারেনি। সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে সোমবার সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করেন চিকিৎসক ও নার্সরা। 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার', 'সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম' ও 'নার্সেস ইউনিটি'-এর নেতৃত্বে ওই সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান হয়। প্রায় শ-দুয়েক ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষ মিছিলে যোগ দেন। যদিও সিজিও কমপ্লেক্সে ঢোকার আগে পুলিশি ব্যারিকেডে আটকে যান তাঁরা। ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়। শেষে সংগঠনের পক্ষে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। তাদের বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ছাড়া বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জশিট দিতে পারেনি সিবিআই। আরজি করের মামলায় সিবিআই তদন্তে সন্তুষ্ট নন অভয়ার পরিবারও।

আনন্দধারায় টাকা না দেওয়ার অভিযোগ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের স্মার্টফোন বাবদ টাকা ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্য সরকারকে দিতে হবে, হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এনআরএলএম প্রকল্পে ২ লক্ষ ৫১ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের স্মার্টফোন দিতে ২৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। এর মধ্যে রাজ্যের ৪৭ হাজার গোষ্ঠীর প্রায় ৫ লক্ষ মহিলাকে স্মার্টফোন দিতে ৭০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ রাজ্যকে সেই টাকা দেওয়ার পরেও তা খরচ না করে ওই টাকার সুদ বাবদ অর্থ ভিন্ন খাতে খরচ করছে রাজ্য সরকার।

এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, 'সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, আসলটা জমিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় ওই টাকার সুদের অর্থ দিয়েই খেলা, মেলা, মোচ্ছব চালিয়ে যাওয়া। আর ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাস নাগাদ সেই টাকা দিয়ে স্মার্টফোন কিনে তা বিলি করে রাজ্য সরকারের কৃতিত্ব নেওয়া। সরকারের এই কৌশল আমরা ধরে ফেলেছি। আমরা চাই, চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে (৩১ মার্চ, ২০২৫) এই টাকা খরচ করতে হবে সরকারকে। নাহলে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে আমরা দাবি জানাব, অবিলম্বে খরচ করতে না পারার কেন্দ্রীয় এই বরাদ্দ ফেরত নেওয়া হোক এবং ওই টাকা সরাসরি রাজ্যের বরাদ্দকৃত আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দিক কেন্দ্র।'

আলিপুরদুয়ার জংশন - বনগাঁও জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশন এবং লামডিং জংশন- বনগাঁও জংশন - লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৫৪৬৪/০৫৪৬৩ আলিপুরদুয়ার জংশন-বনগাঁও জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন এবং ০৫৬০৪/০৫৬০৩ লামডিং জংশন-বনগাঁও জংশন-লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ–

০৫৪৬৪/০৫৪৬৩ আলিপুরদুয়ার জংশন-বনগাঁও জংশন- আলিপুরদুয়ার জংশন স্পেশাল ট্রেন

আলিপুরদুয়ার - বনগাঁও			(০৫৪৬৪) (০৫৪৬৩)	বনগাঁও - আলিপুরদুয়ার		
চলার দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার দিন
২৫.০৩.২০২৫ মঙ্গলবার	—	১৪.৩০	↓ আলিপুরদুয়ার জংশন	১৮.৩০	—	২৯.০৩.২০২৫ শনিবার
	২১.১০	২১.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	১২.০৫	১২.১৫	
২৬.০৩.২০২৫ বুধবার	০১.৩০	০১.৪০	মালদা টাউন	০৮.২৫	০৮.৩৫	
	০৪.৩০	০৪.৩৫	রামপুরহাট জংশন	০৫.৩৮	০৫.৪৩	
	০৭.০৮	০৭.১০	ব্যান্ডেল	০২.৫২	০২.৫৪	
	১১.০০	১১.১০	ঠাকুরনগর	২৩.১০	২৩.২০	২৮.০৩.২০২৫ শুক্রবার
	১২.০০	—	বনগাঁও জংশন ↑	—	২২.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ মাল জংশন, মালবাজার, ময়নাগুড়ি রোড, জলপাইগুড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা, বারসোই জংশন, পাকুর, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান জংশন এবং নৈহাটি স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন ঃ আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ০৫৪৬৪** – ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **বনগাঁও জংশন থেকে ০৫৪৬৩** – ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ০৪টি এবং জিএসএলআরডি - ০২টি = ১৫টি কোচ। **ক্যাটিগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৫৬০৪/০৫৬০৩ লামডিং জংশন-বনগাঁও জংশন-লামডিং জংশন স্পেশাল ট্রেন

লামডিং - বনগাঁও			(০৫৬০৪) (০৫৬০৩)	বনগাঁও - লামডিং		
চলার দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার দিন
২৫.০৩.২০২৫ মঙ্গলবার	—	০৭.০০	↓ লামডিং জংশন	০৪.০০	—	৩০.০৩.২০২৫ রবিবার
	১১.০০	১১.১৫	গুয়াহাটি	০০.০৫	০০.১৫	
২৬.০৩.২০২৫ বুধবার	০০.২৫	০০.৩৫	মালদা টাউন	১০.০৫	১০.১৫	২৯.০৩.২০২৫ শনিবার
	০২.৩৫	০২.৪০	রামপুরহাট জংশন	০৭.১০	০৭.১৫	
	০৫.৪০	০৫.৪২	ব্যান্ডেল	০৪.৩২	০৪.৩৮	
	০৯.৫০	১০.০০	ঠাকুরনগর	০০.৫০	০১.০০	
	১১.০০	—	বনগাঁও জংশন ↑	—	০০.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে লঙ্কা, ডালপুখুরি, হোজাই, যোগীজান, কামপুর, কামাখ্যা, নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, ফালাকাটা, নিউ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা, বারসোই, পাকুর, সাঁইথিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান জংশন এবং নৈহাটি স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ/দিন ঃ লামডিং জংশন থেকে ০৫৬০৪** – ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **বনগাঁও জংশন থেকে ০৫৬০৩** – ২৯.০৩.২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ০৪টি এবং জিএসএলআরডি - ০২টি = ১৫টি কোচ। **ক্যাটিগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস। **চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার**

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আবহাওয়ার খবরে উৎসাহ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৪ মার্চ : নিখুঁত পূর্বাভাসের লক্ষ্যে সোমবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে উদযাপিত হল 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস'। আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হয়, তা জানতে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল ও বিজ্ঞান ক্লাব থেকে ৩২৪ জন ছাত্রছাত্রী ভিড় জমিয়েছিল। আবহাওয়াবিদরা তাদের নানা বিষয়ে তথ্য দেন। ছিল আবহাওয়া সম্পর্কিত আলোচনাচক্রও। দিনটি উদযাপনে ওড়ানো হয় বিশেষ বেলুনও।

প্রতি বছর ২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস পালিত হয়। কিন্তু রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় সোমবার দিনটি পালিত হল। শিক্ষক শুভদীপ পাঁজার সঙ্গে হাওড়ার ডোমজুড়ের বলুহাটি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ১৩ জন ছাত্রছাত্রী এসেছিল। কীভাবে ডিজিটালি আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তা দেখে তারা বিস্মিত। শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের আট পড়ুয়া আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে অধিকর্তাদের। উত্তরে সন্তুষ্ট মিহিকা হালদার, সৃজিতা তালুকদাররা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর ভবন। -সংবাদচিত্র

পড়ুয়াদের দেখার জন্য দপ্তর 'আবহাওয়া বেলুন' রেখেছিল। এই বেলুনে যন্ত্র লাগিয়ে সেটি ওড়ানোর মাধ্যমে বিভিন্ন উচ্চতায় তাপমাত্রা, বাতাসের চাপ ইত্যাদি রেকর্ড করা হয়। সেই তথ্য সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এরোপ্লেন চলাচলে। পড়ুয়াদের দেখাতে রাখা ছিল স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র (সিস্টেম)। আবহাওয়াবিদ মণিকা কর জানান, যন্ত্রটি মূলত সমুদ্র,পাহাড় সহ দুর্গম এলাকায় বসানো থাকে। এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য জিপিআরএস সিস্টেমে সোজা আবহাওয়া দপ্তরের সার্ভারে পাঠানো হয়। অটোমেটিক এই সিস্টেম দ্রুত সুচারুভাবে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠায়। যা বিশ্লেষণ করেই তৈরি হয় রিপোর্ট। ছিল 'পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি'-র পুস্তক প্রদর্শনীও। সংস্থার দুই বিজ্ঞানী শুক্তিশুভ্রা ভট্টাচার্য ও রজত মণ্ডল জানান, দেশের বিভিন্ন উৎসবের তারিখ ঠিক করা হয় এই বইগুলি দেখেই। এছাড়াও যাঁরা পঞ্জিকা তৈরি করেন, তাঁরাও এইসব বইয়ের সাহায্য নেন।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর সোমনাথ দত্ত বলেন, 'প্রতি বছরই এই দিনটি আমরা পালন করি। আবহাওয়া সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বছরের থিম ছিল আগাম পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে কোনও ফাঁকফোকর থাকলে তা বোজানো। এর ফলে সহজেই যে দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব হবে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১ চৈত্র ১৪৩১

পদ্মের চালে তসলিমা

চৌষট্টি খোপের দাবায় রাজা-মন্ত্রী, হাতি-ঘোড়া-নৌকার চেয়ে বিপদে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সামান্য বোড়ে। চর্চা শুরু হয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাসিত সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন কি এবার বঙ্গ রাজনীতিতে সেই বোড়ে হতে চলেছেন? আচমকা তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে ফেরাতে সম্প্রতি রাজ্যসভায় সরব হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। কেন তিনি হঠাৎ এত সরব? শমীক যে দলের প্রতিনিধি, সেই বিজেপি পরিচিত মুসলিমবিরোধী বলে।

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পরের ভোটে নির্বাচিত মুসলমান বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার আগাম হুমকি দিয়েছেন। যদিও মনে রাখা দরকার, এই দলটিই ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ২৯৪টির মধ্যে আটটি আসনে মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আট বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ওই প্রার্থীরা।

নয়ের দশকে ইসলামি মৌলবাদ ও মৌলবাদীদের নিশানা করে 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাস লেখায় বাংলাদেশে তসলিমার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছিল। তখন তিনি বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হন। আশ্রয়ের খোঁজে আসেন কলকাতায়। কিছুদিন পার্কসার্কাসে ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। কলকাতাতেও তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফেটে পড়লে রাতারাতি বাংলাদেশি সাহিত্যিককে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করেছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। তখন থেকে তিনি দিল্লি প্রবাসী।

তাঁর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে রাজ্যসভায় শমীক আসলে বামপন্থী-প্রগতিশীলদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে ইসলাম মৌলবাদের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।' ২০২৪-এর জুলাইয়ে দিল্লিতে তসলিমার অস্থায়ী রেসিডেন্স পারমিট শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন তাঁকে কলকাতায় ফেরানোর দাবিতে বিজেপি সাংসদের তৎপরতা তাঁর দলের নয়া রাজনীতি কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে।

মনে করা হচ্ছে, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে মমতাবিরোধী লড়াইয়ে মুসলিম মৌলবাদের কড়া সমালোচক তসলিমাকে হাতিয়ার করার ছক কষছেন শমীকরা। তাই, বিজেপির এই তসলিমা-প্রীতি। এখন থেকে সেই প্রদীপ জ্বালানোর সলতে পাকানো শুরু হয়েছে। দেশের সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে একদা বিতাড়িত তসলিমাকে বিধানসভা ভোটের আগে কলকাতায় ফেরাতে সফল হলে বিজেপির মুসলিম বিরোধিতার তকমা কিছুটা ঘোচানো যাবে। তৃণমূলের সংখ্যালঘু-প্রীতিকেও খানিকটা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

শমীক বাংলা ভাষায় তসলিমার অবদান মনে করিয়ে সংসদে দাবি করেছেন, 'কলকাতা তসলিমার প্রাণের শহর। তিনি কলকাতায় ফিরতে চান, বাংলায় কথা বলতে চান, বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান।' শমীকের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তবে বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী তসলিমার কলকাতায় ফেরা অনুচিত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, এতে বিতর্ক হতে পারে, বাড়তে পারে অশান্তি। সিপিএম আবার 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' অবস্থান নিয়েছে। দলের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর কথায়, 'নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে সরাতে হয়েছিল। তসলিমা চাইলে ফিরতে পারেন। তবে পুরোটা রাজ্য ও কেন্দ্রের বিষয়।'

সামাজিক মাধ্যমে শমীককে ধন্যবাদ জানিয়ে তসলিমা পোস্টে লিখেছেন, ২০০৭-এ সিপিআই সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত তাঁকে কলকাতায় ফেরাতে রাজ্যসভায় সরব হয়েছিলেন। পরবর্তী ১৮ বছরে কেউ এমন দাবি তোলেননি। তসলিমার হয়তো অজানা যে, তাঁকে বাংলাছাড়া করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন আরএসপি'র প্রবীণ সাংসদ অবনী রায়। বামফ্রন্টের তৎকালীন বৈঠকগুলিতে বহুবার বিমান বসু, শৈলেন দাশগুপ্তদের বিরোধিতা করেছেন তিনি। কিন্তু প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। তাঁকে হার মানতে হয়েছে। বাংলা ছাড়তে হয়েছে তসলিমাকে।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

–শ্রীমা

উষ্ণায়ন কমাতে অস্ত্র যখন তরল গাছ

তরল গাছ লাগানোয় অসুবিধা নেই। লাগানো যায় রাস্তার ডিভাইডারে, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে।

বিমল দেবনাথ

বাড়বাড়ন্ত তাপ প্রলম্বিত করছে গ্রীষ্ম। দিন-দিন রূপ রং রস হারিয়ে দীন হচ্ছে বসন্ত। ঝরাপাতাদের মাটির উরসে মিশে যাওয়ার জন্য দু'দণ্ড সময় দেয় না দুষ্ট লোক। কাটা ধানের নাড়ার মতো ঝরাপাতাতেও আগুন লাগায়। আগুন একবার লাগলে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণে বনে গাছে। পুড়ে যায় ডিম, কীটপতঙ্গ কত কী!

জীবন পোড়ানি আগুনে শুধু তাপ থাকে না, থাকে ধোঁয়াও। ধোঁয়া বাতাস দখল করলে ডাঙার মাছের মতো ছটফট করে মানুষ। কিন্তু ভাবে কি, কীভাবে শহরের মাটি সিমেন্টের চাদরে ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সবুজের বসত? গাছ ছাড়া উন্নয়নের বিষ হজম করার ক্ষমতা আর কারও নেই, এটা সবার জানা। তবুও শহরের সবুজ প্রতিদিন কমছে, খারাপ হচ্ছে শহরের স্বাস্থ্যও। গাছের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও শহরের সর্বত্র গাছের চারা পোঁতার জায়গার খুব অভাব। কংক্রিটের জঙ্গলে গাছের চারা পুঁতলেও তার বেঁচে থাকা খুব কঠিন। রাস্তার ডিভাইডারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মৃত শুকনো গাছ।

সুস্থ নাগরিক জীবনের জন্য নীলষষ্ঠীর সঙ্গে গাছষষ্ঠী এখন সময়ের দাবি হলেও সব জায়গায় গাছ পাওয়াই দুষ্কর। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানীরা নগরবাসীদের আশার আলো দেখাচ্ছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় তরল গাছের কথা উঠে এসেছে। এই তরল গাছ শহরের দূষিত বায়ুকে পরিশোধন করতে পারে বহুলাংশে। তবে তরল গাছ প্রকৃত গাছের বিকল্প নয়। ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশে সবুজ বনভূমি থাকাটা সুস্থ পরিবেশের জন্য অনিবার্য। তরল গাছ স্থাপন করলেও গাছের গুরুত্ব কম করা যাবে না এক বিন্দুও। তরল গাছে হবে না ফুল, ফল। বাসা বাঁধবে না পাখি, ধরে রাখবে না মাটি। এই গাছ শুধু বায়ু দূষণ কমাবে।

রাতে হাজার-লক্ষ জোনাকির আলো জ্বালাবে, সৌন্দর্য বাড়াবে শহরের। শহরের যে স্থানে আর গাছ লাগানো সম্ভব নয় সেখানে সবুজের হাতছানি দেওয়ার এক উৎকৃষ্ট উপায়।

কী এই তরল গাছ? এই গাছের ডাক নাম লিকুইড-৩। এটি একটি শহুরে ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর। একটা ফার্মেন্টার ট্যাংকে জলের মধ্যে উদ্ভিজ্জাণু পালন করা হয়। উদ্ভিজ্জাণু কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। উদ্ভিজ্জাণু হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল। ফার্মেন্টার ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সোলার সেলের প্লেট যা ট্যাংকে বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দেবে।

বিদ্যুৎ ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টরের ভেতরে সারা বছর ধরে অতিপ্রাকৃতিক সবুজ আলো সৃষ্টি করবে। এই আলো ব্যবহার করে উদ্ভিজ্জাণু শৈবাল দিবারাত্রি অবিরাম সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া চালাবে। বর্ষা বা শীতকালের কম সূর্যালোকের সময়ও এই ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর কাজ করে। উদ্ভিজ্জাণুর খাদ্য হিসাবে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ট্যাংকের সোলার প্লেটের সঙ্গে যুক্ত পাম্প টেনে জলের ভেতরে ছেড়ে দেয়। এই রকম একটা ৬০০ লিটারের ট্যাংক দুটো দশ বছর বয়স্ক গাছ বা ২০০ বর্গমিটার তৃণভূমির সমান বায়ু পরিশোধন করতে পারে।

তরল গাছ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত গাছ থেকে ১০-১৫ গুণ বেশি দক্ষ। এটা খুব কম সময়ে তৈরি করা যায় এবং স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজে লেগে যায়। অতি আধুনিকতা ও সাইবারপাঙ্কের উত্তুঙ্গ নান্দনিক কাজকর্মের মধ্যেও ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর নজরকাড়া বহুমুখী কাজ করে। বায়ু পরিশোধন ছাড়াও সোলার লাইট, মোবাইল চার্জার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাড়ায় শহরের সৌন্দর্য। ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টরগুলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলো হতে পারে শহরের অলিগলির বেঞ্চের ব্যাকরেস্ট, স্মৃতিফলকের ব্যাকড্রপ, বিভিন্ন স্ট্যান্ড ইত্যাদি।

একটা ৬০০ লিটারের ট্যাংক হতে পারে দশ ফুট লম্বা বেঞ্চের দুই ফুট উঁচু দেড় ফুট চওড়া ব্যাকরেস্ট। ফার্মেন্টার ট্যাংকে ব্যবহার করা হয় স্থানীয় জলাভূমি বা পুকুরের শৈবাল। এই শৈবাল শহরের উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম এবং সাধারণ পরিষ্কার জলে বেঁচে থাকে। ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোনও ঝক্কি নেই। মাসে এক বা দু'বার ট্যাংকের অতিরিক্ত শৈবাল বের করে নিতে হয়। পুরোনো জলের সঙ্গে কিছুটা নতুন জল দিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। প্রতি মাসে সে বায়োমাস উৎপন্ন হবে সেগুলো জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং দেখাতে পারে বিকল্প আয়ের পথ।

তরল গাছের ধারণা প্রথম চালু হয় ইউরোপের সার্বিয়াতে। সার্বিয়ার বেশিরভাগ মানুষ শহরে বাস করে। এই দেশের শহরগুলোতে গাছ লাগানোর মতো তেমন কোনও জমি ছিল না। তখন বিজ্ঞানী ইভান স্পাসোজেভিচ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তরল গাছের বিষয়টা উপস্থাপনা করেন বেলগ্রেড শহরে। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এই তরল গাছকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের একটা অন্যতম প্রযুক্তি বলে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল রিপোর্ট মোতাবেক ২০৩০ সালের মধ্যে বাতাসে কার্বনের পরিমাণ ৪৩ শতাংশ কমাতে হবে এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো কম করার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের কার্বন কণাকে প্রাকৃতিকভাবে পৃথক করে আবদ্ধ করতে হবে। এই কাজটা তরল গাছ অনেক দ্রুত ও সুনিপুণভাবে করতে পারে।

আইপিসিসি'র ২০২২-এর সূত্র বলছে, কার্বন ইত্যাদি গ্রিনহাউস গ্যাস ৭০ শতাংশ সৃষ্টি হচ্ছে শহরাঞ্চলে। শহরের সর্বত্র নেই ফাঁকা জায়গা যেখানে গাছ লাগানো যেতে পারে। কিন্তু তরল গাছ লাগানোতে কোনও অসুবিধা নেই। তরল গাছ লাগানো যেতে পারে রাস্তার ডিভাইডারে, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে, বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থলে।

ভারতে প্রথম তরল গাছ বসানো হয়েছে নয়ডা শহরে ধরমপাল সত্যপাল গ্রুপের সদর দপ্তরের সামনে। তাদের তরল গাছ একটা ঘনক আকারের। ট্যাংকে উদ্ভিজ্জাণুর তরল মিশ্রণ ধারণ ক্ষমতা ১৬০০ লিটার যা ছয়টা দশ বছর বয়স্ক গাছের সমান। এটা প্রকৃতি, প্রযুক্তি ও চিত্রকলার এক অসাধারণ সুন্দর উপস্থাপনা যা শহরের বায়ু দূষণ কম করছে, বাড়াচ্ছে সৌন্দর্য। তবে ভারতে এই বিষয়টা এখনও তেমনভাবে সাড়া ফেলেনি। দু'হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ডিএস গ্রুপের সদর দপ্তরেই তরল গাছ লাগানো হয়েছে। অথচ শহরের নানা স্থানে নানা আকার ও আয়তনে তরল গাছ বসালে অক্সিজেন পাওয়া যেত সঙ্গে সঙ্গে।

গাছ লাগিয়ে অপেক্ষা করার মতো বিষয়টা এখানে নেই। শহরের যে অঞ্চলে একটা ঘাস গজানোর জায়গা নেই, সেখানে তরল গাছ বসিয়ে পাওয়া যেতে পারে শত শত গাছের নির্মল অনুভূতি। বায়ু দূষণে জর্জরিত নগরবাসী বিশুদ্ধ প্রাণবায়ু পেয়ে মুক্তি পেত নানা দূষিত বায়ুজনিত রোগ থেকে। এই বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে শহরের বায়ু দূষণ দ্রুত কমত এবং সুন্দর হয়ে উঠত। সুঠাম হত শহরের স্বাস্থ্য। শ্লথ হত বিশ্ব উষ্ণায়নের গতি। গাছের সঙ্গে তরল গাছও হয়ে উঠত বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর অন্যতম হাতিয়ার।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। প্রাক্তন বনকর্তা)

কী এই তরল গাছ? গাছের ডাক নাম লিকুইড-৩। এটি একটি শহুরে ফোটোবায়োরিঅ্যাক্টর। একটা ফার্মেন্টার ট্যাংকে জলে উদ্ভিজ্জাণু পালন করা হয়। উদ্ভিজ্জাণু কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে। উদ্ভিজ্জাণু হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল। ফার্মেন্টার ট্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সোলার সেলের প্লেট যা ট্যাংকে বিদ্যুৎ শক্তির জোগান দেবে।

আজ

২০২০

বিখ্যাত আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ প্রয়াত হন ২০২০ সালে আজকের দিনে।

১৯৮৪

১৯৮৪ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা।

আলোচিত

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কোথায়? ফ্রিডম অফ স্পিচ নেই, আছে ফ্রিডম অফ অ্যাকশন। প্রতিপক্ষকে মারধর করা, মহিলাদের ধর্ষণ করে মেরে ফেলা... আর কী আছে? সবসময় বাধা দেওয়া হয় কথা বলতে গেলে। একনাথ শিন্ডে ক্ষমতার জন্য দল পালটেছেন। এটা কি বালাসাহেবকে অপমান নয়?

- জয়া বচ্চন

ভাইরাল/১

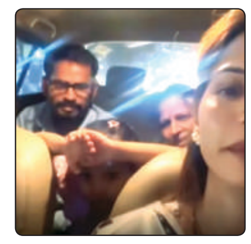

গুরুগ্রামের এক মহিলা অ্যাপক্যাব ভাড়া করেন। মাঝপথে চালক অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে পিছনের সিটে বসিয়ে মহিলা নিজেই গাড়ি চালিয়ে অর্ধেক পথ আসেন। এ জন্য অর্ধেক ভাড়া তাঁর প্রাপ্য, বলে মন্তব্য করতেই চালক হেসে ফেলেন।

ভাইরাল/২

পাকিস্তানের এক ব্যক্তির মাথা দিয়ে পানীয়ের ক্যান ভাঙার ভিডিও ভাইরাল। ব্যক্তিটি মোট ৩৯টি ক্যান মাথা দিয়ে ভেঙে ফেলেন মাত্র ৩০ সেকেন্ডে। এতটাই জোরে আঘাত করছিলেন যে, ক্যান থেকে পানীয় ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল।

জনমন
জনমত

ছাত্র আন্দোলনের নামে রাষ্ট্র বিরোধিতা বরদাস্ত নয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নাম। মেধাসম্পন্ন ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকের কর্মগৌরবে গৌরবান্বিত এই বিশ্ববিদ্যালয়। তবে বাম ও অতিবাম রাজনীতির আঁতুড় রূপে এবং একাধিক রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তন ও আন্দোলনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর খবরের শিরোনামে থাকে। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ে (ওয়েবকুপার সম্মেলনে) প্রবেশের ফলে তাঁকে ঘিরে উত্তাল ও ক্ষিপ্ত ছাত্র সংগঠনের স্লোগান, মন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুর, অবরোধ, ঘেরাও এবং এসবের মধ্যে পড়ে এক ছাত্রের আহত হওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এটাই ছিল তাদের দাবি পেশের পদ্ধতি।

অধ্যাপক গোপাল সেন হত্যাকাণ্ড থেকে সম্প্রতি ব্রাত্য বসু- এদের উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল আন্দোলন থেকে রেহাই পাননি কেউই। সম্প্রতি এখানে অতিবাম ছাত্র সংগঠনের কাশ্মীরের আজাদির পক্ষে পোস্টার ফেলা কোথাও যেন ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। শুধু কাশ্মীর থেকে প্যালেস্তাইন নয়, আফজাল গুরু থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টি, সংসদীয় আইন সবেরই এরা বিরুদ্ধবাদী পথ ধরে। এদের আন্দোলনে বারবার বিঘ্নিত হয়েছে শিক্ষার পরিবেশ। উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্য থেকে দেশীয় রাজনীতি।

বিশ্ববিদ্যালয় মেধাচর্চার কেন্দ্র। স্বাধীন ও উন্নতচিন্তার বিকাশ ক্ষেত্র। তার মানে এই নয়, মুক্তচিন্তার নাম করে দেশের অখণ্ডতা, গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা, বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ অবলম্বন করে ভারতে বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেওয়া। ভারতীয় গণতন্ত্র, অখণ্ডতা কারও দয়ার দান নয়, দীর্ঘ পরিশ্রম ও লড়াইয়ের ফল। এই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করার অধিকার কারও নেই। ছাত্রসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ। উন্নত রাষ্ট্র গঠনের কান্ডারি। তাই বলে ছাত্র আন্দোলন ও মুক্তচিন্তার নামে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ কখনোই বরদাস্ত নয়।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

বৃক্ষই নাম বদলে হতে পারে বিবাহ

ফুলের সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্পর্ক। কিন্তু যখনই ফুল রূপান্তরিত হল ফলে, তখন সেটা পৌঁছে গেল আবশ্যকতায়।

সুনন্দ অধিকারী

শিরোনামই বলছে বিবাহ ও গাছকে একসূত্রে গাঁথতে। সেই বন্ধনকালে আমাদের সঙ্গী বিজ্ঞানও। এবার সেই বন্ধনের পালা।

আমরা জানি মানবসভ্যতার শুরুতে বিবাহ প্রথা ছিল না। পরবর্তীকালে মূলত দুটি কারণে নারী-পুরুষ সম্পর্কে আগল লাগল। অবাধ মেলামেশার গণ্ডি কেটে দেওয়া হল। মূলত যা দৈহিক সম্পর্কে জড়ানো নারী-পুরুষ। ফলত আগল পড়ল স্বেচ্ছাচারিতায়।

দ্বিতীয়ত, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের অবসান ঘটল। এভাবেই চালু হল বিবাহ প্রথা শুরুতে ধর্মের হাত ধরে। পরবর্তীতে আধুনিক সভ্যতায় সেটাই পর্যবসিত হল আইনে। খুব সংক্ষেপে এই হল বিবাহ নামক প্রথার নেপথ্য কাহিনী। কিন্তু এখানে আমরা বলছি বিবাহ কিনা বৃক্ষতুলনীয়! কিন্তু কীভাবে?

ঠিক এইখানে এসে আমাদের ফিরে তাকানো যাক উপনিষদের দিকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদ আমাদের জানাল- সমুদ্র যেমন যাবতীয় জলরাশির একমাত্র মিলনাধার, তেমনই ত্বক সমস্ত স্পর্শের। নাক সব গন্ধের। জিভ রসের। চোখ রূপের। কান শব্দের। মন সংকল্পের। হৃদয় বুদ্ধি বা বিদ্যার। হাত কাজের। জননেন্দ্রিয় সমস্ত আনন্দের। এসব বলে সবশেষে বলল, বাক সমস্ত বেদের একমাত্র গতি। এখানে বাক মানে শব্দ বা বাক্য। মানে শব্দই ব্রহ্ম।

তবে সে যাই জানাক। আপাতত আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ওই আনন্দকেন্দ্রিক।

কিন্তু কেন? কেননা প্রেম আমাদের আনন্দ দান করে। আর তার চূড়ান্ততম প্রকাশ নারীপুরুষের মিলনে। এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক বিজ্ঞানও সঙ্গ দেয় আমাদের। মানুষের অন্যতম ইতিবাচক আবেগ ভালোবাসা ও যৌনতা। অবশ্য এ কেবল নিতান্ত আবেগ বা আনন্দেই সীমাবদ্ধ নয়। তাৎপর্য এর অনেক গভীর। কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। যৌনতা ছাড়া যেমন প্রজাতির টিকে থাকা অসম্ভব, তেমনই ভালোবাসা ছাড়া শিশুর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

এই আনন্দসূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি। ফুল বা প্রেম যদি আমাদের খেলার সঙ্গী হয়। তবে ফল সেখানে প্রয়োজনের সঙ্গী। অর্থাৎ ফুলের সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্পর্ক। কিন্তু যেই সেটা রূপান্তরিত হল ফলে, তখন সেটা নিছক আনন্দ পেরিয়ে পৌঁছে গেল আবশ্যকতায়। আর এইখানেই বিবাহের সঙ্গে মিলে গেল গাছ। অথবা গাছের সঙ্গে বিবাহ।

আবার যৌনতার সঙ্গে জড়িয়ে মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সিস্টেম। ডোপামিন আমাদের সুখ এবং আনন্দের অনুভূতি বাড়িয়ে দেয়। তাই ডোপামিনকে হ্যাপি হরমোন বলে। তবে শুধু ডোপামিন নয়। সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন এবং এন্ডোরফিন নামক তিনটে নিউরোট্রান্সমিটার আমাদের ইতিবাচক ভাবনা তৈরি করে। এর মধ্যে অক্সিটোসিনকে বলে লাভ হরমোন।

ভালো বা আনন্দদায়ক কিছু দেখা বা কাজের সময় ডোপামিনের নিঃসরণ ঘটে। যা আমাদের রিওয়ার্ড সিস্টেমকে উদীপ্ত ও নিয়ন্ত্রণ করে আনন্দানুভূতি সৃষ্টি করে। এটা তাই প্রেরণাদায়ক হরমোনও বটে। সেরোটোনিন ভালোলাগার সঙ্গে সন্তুষ্টির কথাও বলে।

গাছ প্রাণের ধারক ও বাহক। সে যেমন প্রাণবায়ু দেয়। আবার সেই জোগানকারী খাদ্যের। একটি সুস্থ বিবাহ নারীপুরুষের মিলন অতিক্রম করে দুটি পরিবারকে একত্রিত করে। সেই বন্ধন উত্তর প্রজন্ম সন্তান সৃষ্টির মাধ্যমে লালন করে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় সুস্থ স্বাভাবিক সমাজের। অন্যদিকে গাছ ভূমিক্ষয় রোধের সঙ্গে প্রতিহত করে ঝড়কেও।

তাই শেষাবধি গাছ ও বিবাহকে একসূত্রে গাঁথলে অশুদ্ধ হয় না মহাভারত।

(লেখক প্রবন্ধকার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯৭

পাশাপাশি : ১। খরচে কুণ্ঠা, কৃপণতা, চুরির অভ্যাস ৩। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রী ৫। বদল, একটির সঙ্গে অন্যটির বদল হয়ে যাওয়া ৬। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ ৭। অহংকারী, গর্বী ৯। পূর্ণ এক বছর, সম্পূর্ণ বর্ষ ১২। ছোট ঘণ্টা,আলজিভ ১৩। ব্যাকরণে নিয়মের ব্যতিক্রম,পতন ঘটানো, মৃত্যু ঘটানো।

উপর-নীচ : ১। বোকা, স্থূলবুদ্ধি ২। নতুন ৩। যে পাদানিযুক্ত জোড়া লাঠির সাহায্যে দ্রুত চলা যায় ৪। অল্পবয়স্ক স্ত্রী, পুত্রবধূ ৫। ছোট, ক্ষুদ্র ৭। পত্নী ৮। মুখে মুখে রচিত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের গান ৯। দল,সমিতি, সম্প্রদায়, বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ ১০। বাতি, প্রদীপ, প্রদীপের সলতে ১১। সখী, সঙ্গিনী, প্রণয়নী।

সমাধান ■ ৪০৯৬

পাশাপাশি : ১। কত্থক ৪। দক্ষিণ ৫। রাকা ৭। চন্দ্রিমা ৮। থানকুনি ৯। মরহুম ১১। মদত ১৩। বপু ১৪। গগন ১৫। নহলা।

উপর-নীচ : ১। কদাচ ২। কদমা ৩। পণপ্রথা ৬। কাহিনী ৯। মনিব ১০। মনগড়া ১১। মনন ১২। তবলা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শিন্ডেকে নিয়ে মজা কমেডিয়ান কুণাল কামরার

মুম্বই তোলপাড়, চলল ভাঙচুর

মুম্বই, ২৪ মার্চ : মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন মহাযুতির দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক শিবসেনা। সম্প্রতি এক স্ট্যান্ডআপ কমেডি শো-তে সেই দলের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (এখন উপমুখ্যমন্ত্রী) একনাথ শিন্ডেকে ইঙ্গিত করে 'মজা' করেছিলেন কৌতুক অভিনেতা কুণাল কামরা। তার জেরে শিবসেনা কর্মীদের রোষের মুখে পড়েছেন তিনি।

মুম্বইয়ের যে হোটেল চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিন্ডের উদ্দেশে মন্তব্য করেছিলেন কুণাল, সেই হোটেল ও সংলগ্ন হ্যাবিট্যাট কমেডি ক্লাবের স্টুডিওতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, শিবসেনাকর্মীরা চেয়ার তুলে স্টুডিওর সিলিং ভাঙছেন। হুমকি দিচ্ছেন কুণালকে। ওই ঘটনার কয়েকঘণ্টা বাদে হাতুড়ি, শাবল নিয়ে সেখানে হাজির হন বৃহৎ মুম্বই পুরসভার কর্মীরা। তাঁদের দাবি, কমেডি ক্লাবের স্টুডিওর একাংশ বেআইনিভাবে গড়ে উঠেছে। সেটি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে।

এদিকে কুণালের মন্তব্য রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণের সুচনা করেছে। কৌতুক, বাকস্বাধীনতা, কটাক্ষের প্রেক্ষিত নিয়ে চুলচেরা বিতর্ক চলছে। কুণালের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে একাধিক এফআইআর। কৌতুক শিল্পীর বিরুদ্ধে তোপ দাগতে গিয়ে রাহুল গান্ধি ও উদ্ধব ঠাকরেকে নিশানা করেছে শিবসেনা-বিজেপি জোট। বিপরীতে কুণালের হয়ে সওয়াল করেছেন শিবসেনা-ইউবিটি ও কংগ্রেস নেতারা। বাকস্বাধীনতার প্রশ্নে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সপা সাংসদ জয়া বচ্চন।

ঘটনার সূত্রপাত 'নয়া ভারত' নামে একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সেখানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু মন্তব্য করেন তিনি। একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে শিবসেনায় ভাঙন নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 'গদ্দার' (বিশ্বাসঘাতক) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও নিজেই পোস্ট করেন কুণাল। সেখানে একটি জনপ্রিয় হিন্দি গানের প্যারোডির মাধ্যমে শিন্ডের শরীরীভাষার উল্লেখ করেন। তবে কোথাও সরাসরি শিন্ডের নাম নেননি কুণাল। সেই ভিডিও-র সূত্র ধরেই উত্তাল হয়েছে মারাঠা রাজনীতি।

উপমুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সুর চড়িয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি বলেন, 'যখন আপনি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন আপনার স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায়। প্রচার পেতে সুপারি (চুক্তি) নিয়ে যদি আপনি সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের অপমান করেন, তাহলে তা সহ্য করা হবে না।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'স্ট্যান্ড-আপ কৌতুকাভিনেতা এবং ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যে কেউ আপত্তি জানাবেন না। তবে আমরা যদি বাকস্বাধীনতার আড়ালে বেপরোয়া আচরণ করি, তাহলে তা সহ্য করা হবে না। আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শিবসেনা সাংসদ নরেশ মাহস্কে বলেন, 'কামরা একজন চুক্তিবদ্ধ কৌতুকাভিনেতা। তাঁর সাপের লেজে পা রাখা উচিত হয়নি। একবার দাঁত বেরিয়ে গেলে, ভয়াবহ পরিণতি হবে।' কুণালকে দেশছাড়া করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও কমেডি ক্লাবে ভাঙচুর নিয়ে শাসক শিবিরের কোনও নেতাই মন্তব্য করেননি।

বিপরীতে কুণালের পক্ষ নিয়েছেন শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় না কুণাল কামরা ভুল কিছু বলেছেন। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাতকই বলতে হবে। যাঁদের রক্তে বিশ্বাসঘাতকতা আছে, তাঁরা কখনোই প্রকৃত শিবসৈনিক হতে পারেন না।' উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরে বলেন, 'কাপুরুষরা স্টুডিও ভাঙচুর করেছে। সরকারকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।' সপা সাংসদ জয়া বচ্চন বলেন, 'বাকস্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতার মানে কি শুধু হট্টগোল, বিরোধীদের মারধর, মহিলাদের ধর্ষণ, খুন করা? আপনি (একনাথ শিন্ডে) ক্ষমতার জন্য দল ছেড়ে দল তৈরি করেছেন। এটা কি বালাসাহেবের অপমান নয়?'

তোপ-পালটা তোপের মধ্যে নিজের অবস্থানে অনড় কুণাল। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বর্তমানে তামিলনাড়ুতে থাকা কুণাল পুলিশকে জানিয়েছেন, নিজের মন্তব্যের জন্য তিনি মোটেও অনুতপ্ত নন। তাঁর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই। একমাত্র আদালত নির্দেশ দিলে তিনি সেই পথে হাঁটবেন। স্টুডিও ভাঙচুরের ঘটনায় শিবসেনার ১১ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল মুম্বই পুলিশ। এদিনই তাঁরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন।

> যখন আপনি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন আপনার স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যায়
> **দেবেন্দ্র ফড়নবিশ,** মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

> কামরা একজন চুক্তিবদ্ধ কৌতুকাভিনেতা। তাঁর সাপের লেজে পা রাখা উচিত হয়নি
> **নরেশ মাহাস্কে,** শিবসেনা সাংসদ

> আমার মনে হয় না কুণাল কামরা ভুল কিছু বলেছেন। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাসঘাকতই বলতে হবে
> **উদ্ধব ঠাকরে,** নেতা, শিবসেনা-ইউবিটি

> বাকস্বাধীনতা কোথায়
> **জয়া বচ্চন,** সাংসদ, সপা

ঠান্ডার মধ্যেই লন্ডনের রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

লন্ডনে হাইড পার্কে 'ওয়ার্ম আপ' দিদির

লন্ডন, ২৪ মার্চ : মেঘলা আকাশ। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। লন্ডনের পারদ নেমেছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই পরিস্থিতিতেও তাঁকে থামানো গেল না। সোমবার ভোরে অচেনা আবহাওয়াতেও চেনা ছন্দে পাওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পায়ে হাওয়াই চটি, পরনে দুধসাদা শাড়ি। এই পরিচিত পরিধানেই তিনি হাঁটাহাঁটি করলেন বাকিংহাম প্যালেস ও হাইড পার্কে।

সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ভারতীয় হাই কমিশনে আমন্ত্রণ রয়েছে তাঁর। তার আগে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে কার্যত 'ওয়ার্ম আপ' সেরে ফেললেন মমতা। হাঁটতে হাঁটতেই একবার মজা করে বললেন, 'আজ ওয়াক নয়, ওয়ার্ম আপ।'

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ছয়দিনের জন্য লন্ডন সফরে গিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক বৈঠক থেকে রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখা থেকে পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব রয়েছে তাঁর। শহরে থাকলেও শত কাজের মধ্যেও শরীরচর্চায় কখনও ফাঁকি দেন না মুখ্যমন্ত্রী। নির্দিষ্ট সময় মেনে বাড়িতে ট্রেড মিলে হাঁটেন। জেলা সফরে গেলে প্রাতর্ভ্রমণ 'অবধারিত' তাঁর। বিদেশ সফরেও এই রুটিনের অন্যথা হয় না। এবারও হলও না।

সঙ্গী ও নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে সোমবার সকাল-সকাল প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজে 'বাংলার নারীর ক্ষমতায়ন ও সাফল্য' নিয়ে বক্তৃতা দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি তথা ভারতীয় ক্রিকেটদলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। লন্ডন দ্বিতীয় ঘরবাড়ি সৌরভের। সেখানেই চাকরি করেন তাঁর মেয়ে সানা। তিনি যতটা থাকেন কলকাতায়, তার চেয়েও বেশি হয়তো বা টেমসের তীরে। তাই মমতার একান্ত পছন্দের শিল্পোদ্যোগীর সেখানে থাকায় বিস্ময়ের কিছু নেই। আগামীকাল ব্রিটিশ বণিকসভার সঙ্গে শিল্পপতিদের নিয়ে মমতার লগ্নি বৈঠক। ২৬ তারিখ সরকারি স্তরে বাণিজ্য বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটি ভিডিও এদিন সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি লন্ডনের বিখ্যাত হাইড পার্কে দৌড়োচ্ছেন—তাও আবার শাড়ি ও স্যান্ডেল পরে! এই দৃশ্য দেখে নেটিজেনদের মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। নানা মজার মন্তব্য ভেসে উঠতে থাকে মোবাইলের পর্দায়।

সাধারণত রাজনৈতিক সমাবেশ বা বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে দীর্ঘ পথ হেঁটে যাওয়ার জন্য পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিরাচরিত গতিতেই এদিন হাঁটছিলেন, এমনকি দৌড়োচ্ছিলেনও। ভিডিওতে তাঁকে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'পিছিয়ে থেকো না, এগিয়ে এসো!' তাঁর এই চিরচেনা তরতাজা ফুরফুরে ভাব আর দৃঢ় মানসিকতার জন্যই তিনি বারবার সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন। এদিনও এলেন।

বিদেশ সফরেও নিজের নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাস বজায় রেখে মমতা আরও একবার দেখালেন, তিনি শুধু রাজনৈতিক মঞ্চেই নয়, সমান স্বচ্ছন্দ বিশ্বের যে কোনও রাস্তায়!

কানাডায় ভোট ২৮ এপ্রিল

অটোয়া, ২৪ মার্চ : আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ, অন্যদিকে কানাডাকে অঙ্গরাজ্য করার মার্কিন হুমকির কথা মাথায় রেখে আচমকা সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন কানাডার নয়া প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার ৯ দিনের মাথায় দেশের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন। ২৮ এপ্রিল কানাডায় ভোট। পার্লামেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল অক্টোবরে। নির্ধারিত সময়ের সাত মাস আগেই হাউস অফ কমন্স ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন।

কার্নি বলেন, 'আমি গভর্নর জেনারেলকে হাউস অফ কমন্স ভেঙে দিয়ে ভোট করানোর কথা বললাম। ২৮ এপ্রিল ভোট হোক একথাও বলেছি। তিনি রাজি হয়েছেন।' নির্বাচন এগিয়া আনার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'আমেরিকা আমাদের ভাঙতে চাইছে, যাতে আমেরিকা আমাদের দখল নিতে পারে। আমরা (কানাডা) তা হতে দেব না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। আমাদের সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেজন্য জনগণের রায় জোরালো হওয়া দরকার।'

হাসপাতালে হামলা, হত ৫১

গাজা, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ গাজার খান ইউনুস শহর থেকে রবিবার বাসিন্দাদের উত্তর গাজায় সরে যেতে বলেছিল ইজরায়েলি সেনা। সেইমতো দলে দলে প্যালেস্তিনীয়রা পায়ে হেঁটে উত্তর গাজার ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ওইদিন গভীর রাতে খান ইউনুসের নাসির হাসপাতালে বোমা ফেলেছে ইজরায়েলের বায়ুসেনা। হাসপাতালটি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসাকর্মী, রোগী সহ কমপক্ষে ৫১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একাধিক শিশু রয়েছে। মৃতের তালিকায় রয়েছেন জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের এক কমান্ডারও।

১০৭৮ পয়েন্ট উত্থান

মুম্বই, ২৪ মার্চ : টানা ৬ দিনের উত্থান একমাসের সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছে দিল শেয়ার বাজারকে। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ১০৭৮.৮৭ পয়েন্ট উঠে ৭৭৯৮৪.৩৮ পয়েন্টে এবং নিফটি ৩০৭.৯৫ পয়েন্ট উঠে ২৩৬৫৮.৩৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে।

আজ শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : কর্ণাটকে এক প্রথমসারির মন্ত্রীর সঙ্গে অন্য মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিচারক সহ ৪৮ জনের বিরুদ্ধে মধুচক্র কেলেঙ্কারির যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত করুক সিবিআই কিংবা বিশেষ তদন্তকারী দল সিট। এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বিনয় কুমার সিং মামলা দায়ের করেছেন। আজ শুনানি হতে পারে ওই মামলার।

মমতার সঙ্গে বিরোধ ওড়ালেন অভিষেক

'বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে দরকার নেই'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনাই হতে চলেছে তৃণমূলের ইস্যু, সোমবার নয়াদিল্লিতে এক ঘরোয়া আলোচনায় সাংবাদিকদের এটাই বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেকের কথায়, 'বাংলার বঞ্চনা অবশ্যই একটি বড় ইস্যু হতে চলেছে আগামী নির্বাচনে। যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, সেই টাকা যদি মিটিয়ে দিত তাহলে প্রতিটি ব্লকে কোটি টাকার সেতু, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করা যেত।' তবে আগে অপরাজিতা বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আদায় করাই মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, লোকসভা ভোটের আগে ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখে বিজেপি বাংলার মানুষের সঙ্গে অন্যায় করেছে। ফলস্বরূপ লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপির ফল খারাপ হয়েছে। তবুও বিজেপি শিক্ষা নেয়নি। এখনও ১০০ দিনের কাজের বরাত দেওয়া হয়নি বাংলায়। এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে তৃণমূল ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক।

তবে বারবার দলের ফাটল নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও অভিষেক এদিন দলের অভ্যন্তরে কোনও বিদ্রোহ নেই বলেই দাবি করেছেন। বিরোধীদের প্রচারকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'দিদি আমার নেত্রী। কিছু ব্যক্তি দলের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোনও প্রভাব পড়বে না।' তিনি স্পষ্ট জানান, তৃণমূল দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলে। উত্তরবঙ্গ বা রাজ্যের যে কোনও জায়গা থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে অভিষেক স্পষ্ট জানান, '২০২৬-এ আমাদের কংগ্রেসের দরকার নেই।' তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস বরাবরই সিপিআইএম-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জোটের সুযোগ দিলেও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। ভবিষ্যতে জোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘরোয়া আলোচনায় এপিক সংক্রান্ত অনিয়ম রুখতে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই দলের পক্ষ থেকে দুইটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বুথস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নজরদারি চালানো হবে। ৯০ হাজার বুথে ৭.৫ কোটি ভোটারের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে তৃণমূল।

প্রবীণ-নবীন একাকার। দলীয় সাংসদদের নিয়ে নয়াদিল্লিতে অভিষেক।

বেতন, ভাতা বাড়ল সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : মুদ্রাস্ফীতিতে ধুঁকছে দেশ। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জেরে জর্জরিত আমজনতা। সেই সব ভুলে একলাফে ২৪ শতাংশ বাড়ানো হল সাংসদদের বেতন। প্রায় সমানুপাতিক হারে বাড়ছে সাংসদদের দৈনিক ভাতা এবং প্রাক্তন সাংসদদের পেনশনও।

কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার সাংসদ ও প্রাক্তন সাংসদদের বেতন, দৈনিক ভাতা ও পেনশনে ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি অনুমোদন করেছে। এই নতুন ব্যবস্থা ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমান সাংসদদের দৈনিক ভাতা এবং প্রাক্তন সাংসদদের পেনশন ও অতিরিক্ত পেনশন বাড়ানো হয়েছে।

নতুন বেতন কাঠামো এইরকম। ক্ষমতাসীন সাংসদদের বেতন আগে ছিল প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। দৈনিক ভাতা আগে ছিল ২,০০০ টাকা। এখন বেড়ে হয়েছে ২,৫০০ টাকা।

প্রাক্তন সাংসদদের পেনশন আগে ছিল ২৫,০০০ টাকা। এখন তা বেড়ে ৩১,০০০ টাকা হয়েছে। অতিরিক্ত পেনশন (৫ বছরের বেশি সাংসদ থাকলে) আগে ছিল ২,০০০ টাকা প্রতি মাসে। এখন তা বেড়ে মাসিক ২,৫০০ টাকা হয়েছে।

এই বৃদ্ধি সাংসদদের বেতন, ভাতা ও পেনশন সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী করা হয়েছে এবং আয়কর আইনের 'কস্ট ইনফ্লেশন ইনডেক্স'-এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে।

নাগপুর হিংসায় বাড়ি ভাঙা হল ফাহিমের

নাগপুর, ২৪ মার্চ : বিজেপি মানেই যেন বুলডোজার। আবারও বুলডোজার চলল বাড়ি ভাঙতে। এবার নাগপুরে। ঔরঙ্গজেবের সমাধিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি নাগপুরে যে হিংসা ছড়িয়েছিল, সেই মামলায় দেশদ্রোহের অভিযোগে ধৃত সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এমডিপি) নেতা ফাহিম খান ও আরও একজনের বাড়ি সোমবার ভেঙে দিল স্থানীয় পৌর প্রশাসন।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে বুলডোজার নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে ধাক্কা খেল মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। নাগপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠীহিংসার পরে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকার একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের বাড়ি ও দোকান ভাঙা শুরু করেছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু বম্বে হাইকোর্ট সোমবার বুলডোজার প্রয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে পুলিশের এহেন অতিসক্রিয়তাকে তীব্র তিরস্কার করেছে বম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ।

নাগপুরের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে আবেদন জানানো হয়েছিল বম্বে হাইকোর্টে। সেই মামলার শুনানিতে সোমবার প্রশাসনকে তিরস্কার করে আদালত। সেই সঙ্গে অবিলম্বে বুলডোজার চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও তার আগেই সোমবার সকালে প্রশাসন নাগপুরের যশোধরা নগর এলাকার সঞ্জয় বাগ কলোনিতে হিংসায় অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বাড়ির একাংশকে 'বেআইনি নির্মাণ' বলে চিহ্নিত করে বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

এলাহাবাদে বদলি বিচারপতি ভার্মা

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : দিনকয়েকের টানাপোড়েনের পর বিচারপতি যশবন্ত ভার্মাকে বিচারের দায়িত্ব থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহতি দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার উচ্চ আদালতের তরফে এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির জন্য পদক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে বিচারপতি ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিল সেখানকার বার কাউন্সিল। শীর্ষ আদালতের একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বৈঠকে বিচারপতি ভার্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সোমবার সেই প্রস্তাব সুপারিশের আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাচক্রে এদিনই এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশ বিচারপতি ভার্মার ইমপিচমেন্টের দাবিতে সরব হয়েছেন।

সম্প্রতি বিচারপতি ভার্মার সরকারি বাসভবন থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধারের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়। তাঁর মতে, বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি খতিয়ে দেখতে আরও তদন্তের প্রয়োজন। বিচারপতি ভার্মা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, বাড়ির যে স্টোররুম থেকে টাকা উদ্ধারের দাবি করা হয়েছে সেখানে অনেকেই যাতায়াত করেন। ওই ঘরে বস্তা বস্তা টাকা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বাড়িতে আগুন লাগার পর টাকা উদ্ধার সম্পর্কে তিনি বা বাড়ির গৃহকর্মীদের কেউ অবগত ছিলেন না বলেও বিচারপতি ভার্মা জানিয়েছেন।

বিতর্ক শুরু হওয়ার পর দিল্লি হাইকোর্টে তাঁর বেঞ্চে কোনও মামলার শুনানি হয়নি।

পড়ুয়াদের আত্মহত্যা রুখতে সুপ্রিম টাস্ক ফোর্স

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : পেশায় বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের সম্প্রতি মৃত্যু হয় নিউটাউনের একটি বহুতলের সাততলা থেকে পড়ে গিয়ে। অবসাদ থেকেই আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। অন্যদিকে রাজস্থানের কোটায় একই দিনে দু'টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। চলতি মাসে এই নিয়ে সেখানে মৃত্যু হল ছয়জনের। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত একটি আবেদনের জবাবে জানা গিয়েছে, ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৩-'২৪ সালের মধ্যে দেশের ২৩টি আইআইটির মধ্যে ৩৭ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন।

দেশের সর্বত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার যে ক্রমবর্ধমান ছবি সাম্প্রতিককালে উঠে এসেছে, তার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। সোমবার এই টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা করা হয়।

২০২৩ সালে আইআইটি দিল্লির দুই দলিত ও আদিবাসী শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনার পর তাঁদের পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়। মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানায়, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। বরং সমগ্র জনসমাজেই এটি একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা।

বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা ও আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা শিক্ষার্থী আত্মহত্যার এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন মনে করছি। এই ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হবে না। শিক্ষাঙ্গনে এই ভয়ঙ্কর প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে।'

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাটের নেতৃত্বাধীন এই টাস্ক ফোর্স চার মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট দাখিল করবে। সেই প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে তার প্রতিরোধে কী করণীয়, তা সুপারিশের আকারে জানাতে হবে কমিটিকে। টাস্ক ফোর্সে থাকবেন উচ্চশিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং আইনমন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও।

আইআইটি দিল্লির দুই পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের সন্তানরা ক্যাম্পাসে হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কিন্তু দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর মামলা বন্ধ করে দেয়। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কড়া ভর্ৎসনা করেছে দিল্লি পুলিশকে। শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ বলেছে, আত্মহত্যার সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল পুলিশের। বিশেষত আত্মহননের পিছনে সম্ভাব্য হেনস্তার বিষয়টি তদন্তকারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল। উচিত ছিল সেইমতো এফআইআর করাও। কিন্তু তা না করে পুলিশ গুরুতর গাফিলতি করেছে। দিল্লি পুলিশকে ফের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে। বিশেষ করে র‌্যাগিং, বৈষম্য ও হেনস্তার মতো বিষয়গুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে, যা শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

একনজরে

- টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট
- কমিটিতে থাকছেন উচ্চশিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নারী ও শিশুকল্যাণ এবং আইনমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ কর্তারাও
- আত্মহত্যার কারণগুলি খতিয়ে দেখে তার প্রতিকারে কী করণীয়, তা সুপারিশের আকারে চার মাসের মধ্যে জানাতে হবে টাস্ক ফোর্সকে
- শিক্ষাঙ্গনে পড়ুয়াদের হেনস্তা ও আত্মহত্যার তদন্তে গাফিলতির জন্য ভর্ৎসনা দিল্লি পুলিশকে
- পড়ুয়াদের আত্মহত্যা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন, বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টের
- ২০১৯-'২০ থেকে ২০২৩-'২৪ সালের মধ্যে দেশের ২৩টি আইআইটির মধ্যে ৩৭ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন

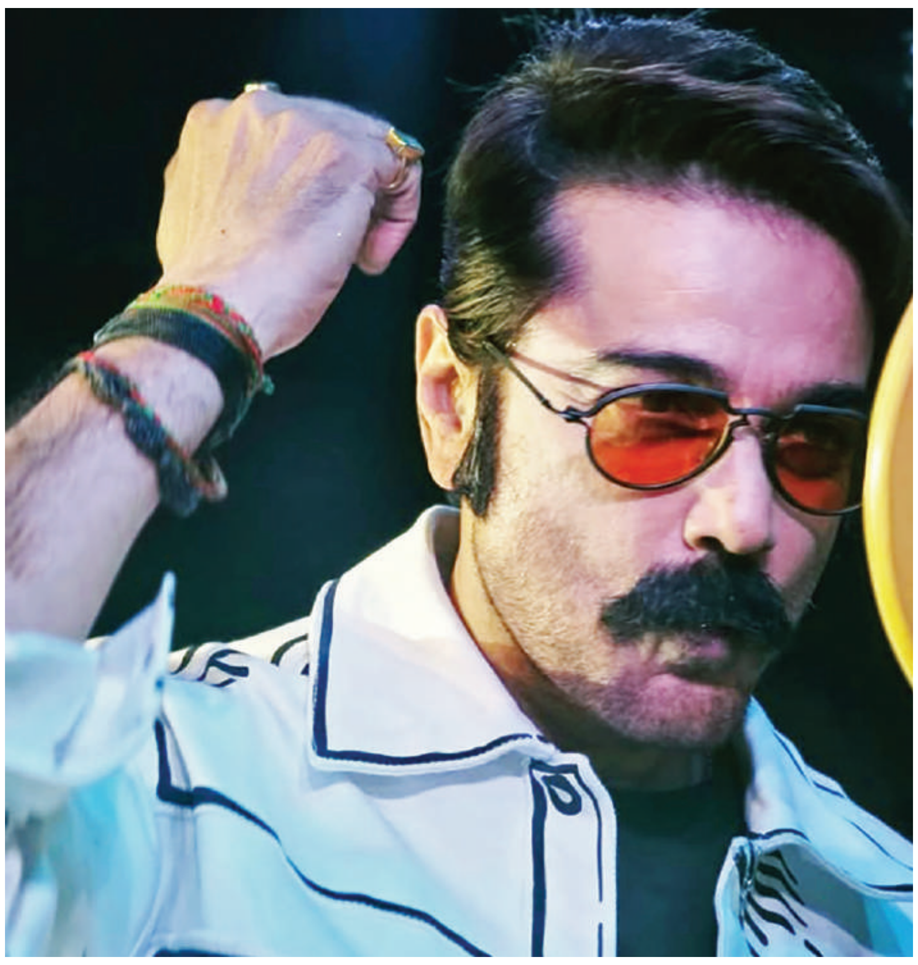

ছেলেকে নিয়ে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রসেনজিৎ?

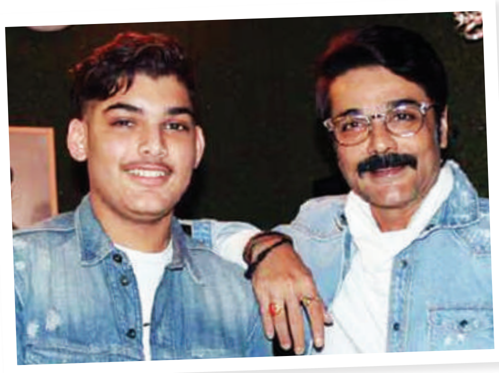

কিছুদিন আগেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁর মিশুক অভিনয় করবে না। মানে তৃষাণজিৎ। প্রসেনজিৎ এবং অর্পিতার একমাত্র ছেলে। ছেলের মন পড়ে আছে ফুটবলে। কিন্তু না, ছেলে নিজেই বলেছেন, ফুটবলের কেরিয়ারে তাঁর উৎসাহ নেই। তাহলে? উনিশ বছরের জন্মদিন পেরোতে না পেরোতেই ছেলে জানিয়েছেন, তিনিও বাবার পেশায় আসতে চান।

মানে অভিনয়। প্রসেনজিতের ছেলে যে অভিনয় করবেন, তা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন না কেউ। কিন্তু প্রসেনজিৎ যে কথাটা ছেলেকে বলেছেন, সে কথা শুনে ইন্ডাস্ট্রির চক্ষু চড়কগাছ। কী বলেছেন তিনি?

'ছেলেকে পরিষ্কার বলে রেখেছি, তোমাকে সবরকম সাপোর্ট দেব। এ দেশের সিনেমা জগতের যে কোনও লোক আমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তার পুরো সুবিধা আমার ছেলের জন্য নেব। তোমাকে সেরা ট্রেনিং দেব কিন্তু একটা কাজ আমি করব না, টাকা দিয়ে লঞ্চ করাব না।'

অথচ শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ানের প্রথম ওয়েব সিরিজ কিন্তু রেড চিলিজ করছে। শাহরুখ সেখানে অভিনয়ও করছেন। যদিও আরিয়ান অভিনয় নয়, পরিচালনা করছেন, তবুও অন্য কোনও হাউজের হাত ধরে আরিয়ান আসেননি।

তাহলে মিশুকের হাউজ কে হবে? চর্চায় রয়েছে শ্রীভেঙ্কটেশ কিংবা কৌশিক গাঙ্গুলি। আর নায়িকা? না, পুরনো কেউ নয়। তিনিও হয়তো নতুন হবেন। অথবা বলিউডের। এখনও তা স্পষ্ট নয়। তবে বাবা যে ছেলেকে পরিচয় করাতে উঠেপড়ে লেগেছেন, সে কথা স্পষ্ট। ফিল্মি পার্টি হোক বা অ্যাওয়ার্ড শো, ছেলেকে নিয়েই পৌঁছোন তিনি। শুধু তাই নয়, ছেলের সঙ্গে পার্টিতে তারকাদের তোলা ছবিও নিজের প্রোফাইল থেকে শেয়ার করেন। তার মানে, জোরকদমে কাজ শুরু।

এবার ইন্ডাস্ট্রির নাম কি তৃষাণজিৎ? তেমনটি হতেই পারে। সম্প্রতি এসভিএফ ও হইচই সংস্থা তাদের ছবি ও সিরিজের ঘোষণা করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রসেনজিতের সঙ্গে তৃষাণজিৎ নজর কেড়েছিলেন সকলের। এদিনই শোনা গিয়েছিল, চলতি বছরেই তৃষাণজিৎ পা রাখবেন অভিনয়ে। তাঁর পিছনে থাকবেন এসভিএফই। প্রথমে এ বিষয়ে টনক নড়ে তৃষাণজিৎকে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবির সেটে দেখে।

তাঁর ছবিতেই কি নতুন নায়কের আত্মপ্রকাশ হবে? উত্তরে সৃজিত না-ই বলেন। তবে তৃষাণজিৎ নাকি অভিনয়ের পাঠ নিচ্ছেন দামিনী বেণী বসুর কাছে থেকে। তবে দামিনীও এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।

যাই হোক না কেন, এবার তৃষাণজিতের এবার নায়ক হওয়ার অপেক্ষা।

স্বস্তিকা ফের প্রেমে?

এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। একে বসন্ত, তায় গত পূর্ণিমাতে পুদুচেরিতে সমুদ্রের তীরে ঠিক কার সঙ্গে বসেছিলেন তিনি? এদিন তিনি যে ছবিটি শেয়ার করেছেন সেটা পুদুচেরিতে তোলা। তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কী আছে সেই ছবিতে?

অনেকটা দূর থেকে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্র সৈকতে পাথরের উপর এক জুটি বসে। খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে পাশাপাশি বসে আছেন তাঁরা। মুখ স্পষ্ট নয় যদিও। তবে তাঁদের সামনে থাকা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র ভাসছে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। ছবি পোস্ট করে টেক্কা অভিনেত্রী রবি ঠাকুরের গানের লাইন ধার করে লেখেন, 'তোমরা যে বল দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা।'

যদিও ছবিতে থাকা মহিলাটি তিনিই কিনা স্পষ্ট নয়। তিনি ছবিটি তুলে থাকতে পারেন আবার ছবির মহিলাটিও তিনি হতে পারেন। তবে এমন রোমান্টিক লাইন দিয়ে ছবিটি পোস্ট করায় তাঁর অনুরাগীদের অনুমান, অভিনেত্রী ফের প্রেমে পড়েছেন। এই বসন্তেই তাঁর জীবনে লেগেছে প্রেমের রং। নেটপাড়ার অনুমান, প্রেমিকের সঙ্গে পুদুচেরি বেড়াতে গিয়েছেন অভিনেত্রী। সেখানেই তুলেছেন ছবিটি।

স্বস্তিকা ছবি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তাঁকে নতুন প্রেমের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেউ আবার জানতে চেয়েছেন, এ পুরুষ কে! বলা বাহুল্য, স্বস্তিকা কোনও উত্তরই দেননি।

আওয়ারাপন সিক্যুয়েল, মুখ খুললেন ইমরান

চলতি বছর ইমরান হাশমি তাঁর জন্মদিন উদযাপনের ব্যবস্থাটা অন্যভাবে করলেন। সোমবার তিনি পোস্ট করেছেন আওয়ারাপন ২-এর খবর। ২০০৭ সালের এই ছবির কিছু ক্লিপিংস সমৃদ্ধ একটি টিজার শেয়ার করেছেন। টিজারে দেখা যাচ্ছে, তিনি খাঁচা থেকে একটি পাখি উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, কারোর জন্য মরে যাওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য। টিজার শেষ হচ্ছে এই লেখা দিয়ে, আওয়ারাপন ২--সফর চলছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে 'তেরা মেরা রিস্তা' গানটিও শেনা যায়, দর্শকদের নস্টালজিক করে তুলতে যা যথেষ্ট। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই ছবি আসছে ২০২৬ সালের ৩ এপ্রিল। কিছুদিন আগে ওই ছবি তাঁর অভিনীত চরিত্রের অ্যানিমেটেড ক্লিপ শেয়ার করেন। সঙ্গে ছবির গান, তখনই অনুমান করা গিয়েছিল আওয়ারাপন ২-এর বিষয়ে। এখন আনুষ্ঠনিকভাবেই ঘোষণা করলেন ইমরান। প্রথম আওয়ারাপনের পরিচালক ছিলেন মোহিত সুরি। এবার সেই দায়িত্ব কে সামলাবেন, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে আবারও যে এমরান দারুণ শক্তিশালী পারফরমেন্স দেবেন, তা নিয়ে অনুরাগীরা নিশ্চিত।

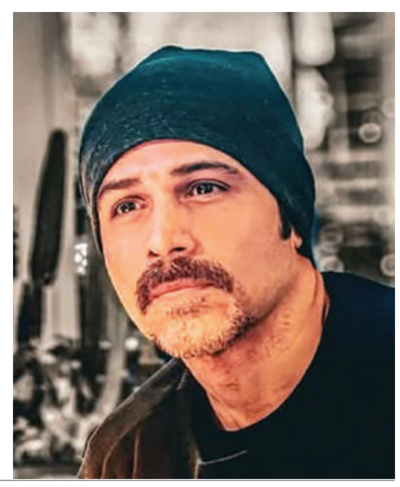

রিয়ার 'সিদ্ধি'লাভ

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য কেস ক্লোজ করল সিবিআই। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুশান্ত আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে কেউ জড়িত নয়। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ থেকে রিয়া চক্রবর্তীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এই কথা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে রিয়ার আইনজীবী সতীশ মানশিন্ডে সিবিআইয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। রিয়ার ভাই শৌভিক সোশ্যাল হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'সত্যমেব জয়তে'। আর রিয়া তাঁর বাবা এবং ভাইকে নিয়ে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে যান। গণপতির আশীর্বাদ নিয়ে ফেরার সময় পাপারাৎজিদের মুখোমুখি হন রিয়া। না, তিনি কোনও কথা বলেননি। শুধু হাতজোড় করে উচ্চারণ করেছেন, 'গণপতি বাপ্পা মোরিয়া'

সচেতনতা বাড়াতে সলমন

আইপিএল-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঝকঝকে চকচকে মেজাজকে সরিয়ে যক্ষারোগের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আয়োজিত ক্রিকেট ম্যাচে হাজির ছিলেন সলমন খান। নিজের ইমেজ ও স্টারডমকে ব্যবহার করে এই উদ্যোগ যাতে সফল হয় এবং এরকম আরও অনুষ্ঠান যাতে হয়, তার জন্যই এই পদক্ষেপ। কিছুদিন আগে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য তিনি চক্ষু শিবিরের আয়োজন করেন। তিনি ও তাঁর বিয়িং হিউম্যান এনজিও এমন নানা অনুষ্ঠান করেন, যক্ষা রোগের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ তেমনই একটি।

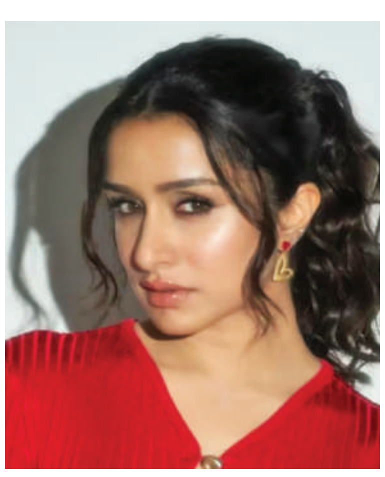

শ্রদ্ধার নাম জানা গেল

স্ত্রী ২ এত বড় হিট, তা সত্ত্বেও নায়িকা শ্রদ্ধা কাপুরের নাম জানা যায়নি। তিনি স্ত্রী-র মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবিতে। বর্তমানে স্ত্রী ৩-এর স্ক্রিপ্ট ভাইরাল। তাতেই জানা গিয়েছে, এই ছবিতে শ্রদ্ধা কাপুরের নাম হবে গায়ত্রী। এ নামের যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। গায়ত্রী মন্ত্র অধ্যাত্মের পথে এগোবার শক্তি দেয়। ছবিতে ভিকি বিপদে পড়লে গায়ত্রী সবসময় তার পাশে দাঁড়ায়। স্ত্রী ২-এর ক্লাইম্যাক্সে দেখা যায়, সারকাটার হাত থেকে ভিকিকে বাঁচাতে গায়ত্রী, স্ত্রী-কে ডাকছে, এই সারকাটাই তার বাবা।

স্ত্রী ৩ ছবিতে দেখা যাবে মহাযুদ্ধ। ছবির নির্মাতা ম্যাডক ফিল্মস। তাদের ব্যানারে ভেড়িয়া ২ তৈরি হবে, অভিনয়ে বরুণ ধাওয়ান। এছাড়া আয়ুষ্মান খুরানা, রশ্মিকা মানডানা অভিনীত থামা ছবিটিও আছে নির্মাতাদের তালিকায়। সব ফ্র্যাঞ্চাইজির মিলন ঘটবে স্ত্রী ৩-এ।

একনজরে সেরা ৫

শেখর, প্রাইম ঝগড়া

কিছুদিন আগে শেখর কাপুর অভিযোগ করেন, প্রাইম ভিডিও তাঁকে না জানিয়েই তাঁর ছবি ব্যান্ডিট কুইন কাটছাঁট করে দেখিয়েছে।... ক্রিস্টোফার নোলন-এর ছবি কি এভাবে কাটা যেত? সোমবার প্রাইম ভিডিও আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রতিবাদ করে জানিয়েছে, তারা ছবির ডিস্ট্রিবিউটার এনএইচ স্টুডিও থেকে ছবির যে ভার্সান পেয়েছে, তাইই দেখিয়েছে।

হতে পারে কহানি ৩

আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা না গেলেও শোনা গিয়েছে, পরিচালক-প্রযোজক সুজয় ঘোষ একটি চিত্রনাট্যকে মান্যতা দিয়ে বিদ্যা বালানের কাছে পাঠিয়েছেন, বিদ্যা তাতে রাজি হয়েছেন। সব ঠিক থাকলে আবার পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাবেন, তৈরি হবে কহানি ৩।
কহানি ২ হয়েছিল ২০০৬-এ।

কীর্থি সুরেশের হিন্দি ছবি

দক্ষিণী অভিনেত্রী কীর্থি সুরেশ আরও একটি হিন্দি ছবিতে কাজ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। রণবীর কাপুর তাঁর নায়ক হতে পারেন। এটি রোমান্টিক কমেডি হতে পারে। এর আগে বরুণ ধাওয়ান, ওয়ামিকা গাব্বি অভিনীত বেবি জন ছবিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে।

আমিরের স্বীকৃতি

সম্প্রতি আমির খান স্বীকার করেছেন, শাহরুখ ও সলমন খানের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে এখন, এই ৩৫ বছর পর নিজেদের মধ্যে তাঁরা বন্ধুত্ব আর উষ্ণতাই অনুভব করেন। আম্বানিদের বিয়ের অনুষ্ঠানে মুকেশ আম্বানির অনুরোধেই তিনি শাহরুখ-সলমনের সঙ্গে নেচেছিলেন। দুই খানকে তিনি বলেওছেন, এবার আমরা তিনজন একসঙ্গে ছবি করতেই পারি।

প্রতীক স্মিতা পাতিল

বাবার পদবি বব্বর ত্যাগ করে প্রতীক শুধু প্রতীক স্মিতা পাতিল হলেন। তিনি বলেছেন, আমার মন আর আত্মা যা চেয়েছে, তাই করেছি। আমি বাবার মতো হতে চাই না। আমার মায়ের সঙ্গেই জুড়ে থাকতে চাই। জন্মের পর থেকেই রাজ বব্বররা প্রতীকের সঙ্গে ছিলেন না। প্রতীকও তাঁর বিয়েতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাননি।

আসছে ইতিহাসের অন্ধকারময় অধ্যায়

ছবির নাম কেসরি চ্যাপ্টার ২: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ জালিয়ানওয়ালাবাগ। সোমবার প্রকাশ্যে এল ছবির টিজার। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং তারপরের ঘটনা নিয়ে এই ছবি। এই ঘটনা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্পটাই বদলে দিয়েছিল। ছবির প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আর মাধবন, অনন্যা পাণ্ডে। অক্ষয় ছবিতে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সি শঙ্করন নায়ারের ভূমিকায়, তিনি এই নারকীয় ঘটনার পর ব্রিটিশ আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ছবিতে এই ঘটনার পরবর্তী অধ্যায় উঠে আসবে বলে নির্মাতারা দাবি করছেন, যার অনেকটাই নাকি আমাদের অজানা। এক মিনিট ১৫ সেকেন্ডের টিজারটির অসাধারণত্ব পরতে পরতে। প্রথম ৩০ সেকেন্ড কোনও টাইটেল বা দৃশ্য নেই, শুধু শোনা যায় মানুষের চিৎকার, আক্রান্তদের আর্তনাদ, কান্না এবং হাহাকারের মতো একটি আবেদন-- দয়া করে থামান, গেট বন্ধ। এর সঙ্গে পর্দায় আসে একটা সাবধানবাণী, এই দৃশ্য ভীষণ ভয়ংকর, একে দেখানো যাবে না। শঙ্করণ আয়ার জালিয়ানওয়ালাবাদের ঘটনার প্রতিবাদে আইনের পথে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার দিক তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। প্রসঙ্গত, ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় সম্মিলিত নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশুর ওপর জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনা নির্বিচারে গুলি চালায়। শতাধিক মানুষ সেদিন নিহত হন।

ভিন্নধর্মী ছবির পরিচালক করণ সিং ত্যাগী।

ছবির মুক্তি ১৮ এপ্রিল ২০২৫।

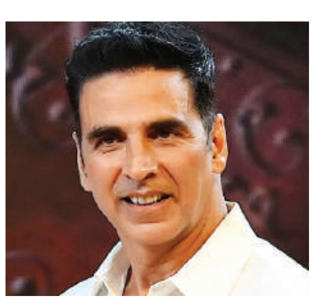

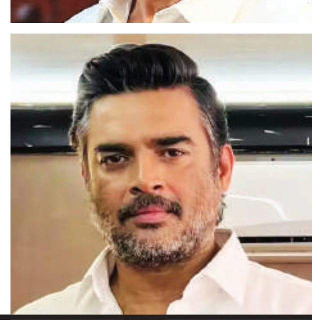

ঢাই কিলো হাত নিয়ে সানি

সানি দেওল-এর ছবি 'জাট'-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ছবির পরিচালক গোপীচাঁদ মলিনেনি। খলনায়ক রণদীপ হুড়া। এছাড়া আছেন বিনীত কুমার সিং, রেজিনা ক্রেসেন্দ্রা, স্বরূপা ঘোষ, সংযমী খের প্রমুখ। তিন মিনিটের ট্রেলারে দেখা যায়, অজস্র অপরাধ হয়ে চলছে যার হোতা রণতুঙ্গা বা রণদীপ। পরের দৃশ্যে সানির আগমন। পুলিশ অফিসার। বেশকিছু অপরধীকে শায়েস্তা করে তিনি নিজের পরিচয় দেন এবং জানান তিনি রানার দুনিয়াকে ধ্বংস করার মিশনে যাচ্ছেন। ট্রেলার শেষ হয় তাঁর আইকনিক ডায়লগে, এই আড়াই কিলো হাতের পাঞ্জার শক্তি পুরো উত্তর ভারত দেখেছে, এবার দক্ষিণ ভারতের পালা।

ছোট্ট তারা

বুনিয়াদপুরের সৌমিক দেব (৭)। কচিমন শিশুশিক্ষা নিকেতনে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। আয়ুষমেলায় ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে।

স্মাইল প্লিজ। ক্যামেরা হাতে খুদে। সোমবার রায়গঞ্জে ছবিটি তুলেছেন বাসুদেব চক্রবর্তী।

বরাদ্দ অর্থ না মেলায় নির্মাণ থমকে

অর্ধনির্মিত হস্টেল ভবনে নেশার ঠেক

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গার্লস হস্টেল। আর সেই সুযোগেই ওই অর্ধসমাপ্ত ভবন হয়ে উঠেছে অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়া। ঘরের জানলা, দরজা থেকে শুরু করে ছাদের বের হয়ে থাকা লোহার রড এমনকি বিল্ডিংয়ে গাঁথা ইটও খুলে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বাসিন্দারা কলেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে বারবার জানালেও সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছে না।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের গার্লস হস্টেল রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর এলাকায়। কবে হস্টেল চালু হবে জানেন না কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। বরাদ্দ না মেলায় বছরের পর বছর ধরে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে হস্টেলটি। স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়ছে ডালখোলা, রসাখোয়া, করণদিঘি সহ বিস্তির্ণ এলাকার ছাত্রীরা। জানা গিয়েছে, ২০০৯ সালের অগাস্ট মাসে ইউজিসি কলেজ কর্তৃপক্ষকে গার্লস হস্টেলের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। প্রথম পর্যায়ে ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। ২০১০ সালের মার্চ মাসে ৮ কাঠা জমির ওপর ছাত্রী আবাস তৈরির কাজ শুরু হয়। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকা না মেলায় মাঝপথে থেমে যায় হস্টেলের কাজ। এদিকে, এই অর্ধসমাপ্ত হস্টেলে বসছে নেশার আসর। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সন্ধ্যার পর তো বটেই এমনকি দিনেরবেলায় বসে নেশার আসর।

অসমাপ্ত গার্লস হস্টেল। রায়গঞ্জে। - সংবাদচিত্র

> হস্টেলটি আমাদের খুবই প্রয়োজন। কারণ, আমাদের কলেজের ছাত্রীরা বহু দূর থেকে আসে। মেসবাড়ি ভাড়া করে তাঁদের পক্ষে থাকা সম্ভব হয় না। হস্টেলের সীমানা প্রাচীর ও বিল্ডিংয়ের জন্য অর্থের খুবই প্রয়োজন।
>
> **ডঃ চন্দনকুমার রায়**, অধ্যক্ষ

ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর শিল্পী দাসের কথায়, 'হস্টেল নিয়ে এলাকার মানুষের অভিযোগের শেষ নেই।'

পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর নয়ন দাস বলেন, '২০১১ সালের বহু আগে থেকে হস্টেলটি দেখে আসছি। একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। সবরকম অসামাজিক কাজকর্ম ওখানে হয়। কেউ যদি খুন হয়ে যায় তাহলে দুইদিন কেউ জানতেই পারবে না।'

রসাখোয়ার ছাত্রী নাসরিন পারভিন জানায়, 'মেসবাড়ি ভাড়া করে থাকা সম্ভব নয়। তাই কলেজে নিয়মিত আসতে পারিনা।' একই বক্তব্য করণদিঘির ছাত্রী মিতা রায়েরও।

অন্যদিকে, অধ্যক্ষ ডঃ চন্দনকুমার রায় বলেন, 'হস্টেলটি আমাদের খুবই প্রয়োজন। কারণ আমাদের কলেজের ছাত্রীরা বহু দূর থেকে আসে। মেসবাড়ি ভাড়া করে তাঁদের পক্ষে থাকা সম্ভব হয় না। হস্টেলের সীমানা প্রাচীর ও বিল্ডিংয়ের জন্য অর্থের খুবই প্রয়োজন। এবিষয়ে ইউজিসি ও জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

নালা ও খাল দখল করে অবৈধ নির্মাণ

ডালখোলা, ২৪ মার্চ : জবরদখলকারীদের দাপটে অবরুদ্ধ ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের খাল। ফি বছর বন্যা ও বৃষ্টির জলে ভোগান্তি চরমে পৌঁছায় এই ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, ডালখোলা পুরসভা ২২ বছরে পদার্পণ করলেও বিগত পুর বোর্ডের উদাসীনতায় পুর এলাকার নালা ও খাল দখল করে গড়ে উঠেছিল একাধিক দোকান সহ বাড়িঘর। নতুন পুর বোর্ডের সময়কালে জবরদখল পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ দেখা গেলেও খাল দখল করে বাড়ি ও দোকান নির্মাণ বন্ধ করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি পুরসভা।

১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাসিন্দা জাব্বির আলির কথায়, '২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে নালা দখল করে গড়ে উঠেছে দোকান। ফলে বর্ষার সময় জলের তোরে ক্ষতি হতে পারে জাতীয় সড়কের। এমনকি জাতীয় সড়কের ধারে থাকা বেশ কয়েকটি গাছও উধাও হয়ে গিয়েছে নির্মাণের ফলে।'

বিগত পুর বোর্ডের সময়কালে জাতীয় সড়কের ধারের নালা দখল করে গড়ে তোলা হয় ইমারত। এই ইমারত নির্মাণের সময় পুরবোর্ড কেন

বাধা দেয়নি তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। পাশাপাশি ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নালার উপরে দ্বিতল ইমারত নির্মাণের প্ল্যান কীভাবে পাশ করাল পুরসভা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। এখানেই শেষ নয়, এখনও নালা দখল করে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে পাকা দোকান তৈরি চলছে।

১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আলি রেজা খান বলেন, 'আবদুল মান্নান ও বিবি কুলসুম দুইজন পুরসভার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছেন। পুরসভার পক্ষ থেকে একাধিকবার নোটিশ দেওয়ার পরেও নির্মাণ চলছে। বর্ষাকালে মহানন্দা নদীর জল উপচে এই নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়। সেই নালা দখল করে নির্মাণ হচ্ছে দোকানঘর।'

ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকারের বক্তব্য, 'আবদুল মান্নান ও বিবি কুলসুমকে চারবার নোটিশ দেওয়ার পরেও নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছেন। যা পুরসভা কোনওমতেই মেনে নেবে না। এবিষয়ে মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানানো হবে।'

বালুরঘাট পুরসভার ৭৫ বর্ষ পূর্তির উৎসব

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : বাংলা সিনেমার কৌতুকশিল্পী বিশ্বনাথ বসুর হাস্যরসে লুটোপুটি বালুরঘাটের বাসিন্দারা। বালুরঘাট পুরসভার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব হয়ে গেল শহরে। সেখানেই রবিবার সন্ধ্যায় এসেছিলেন বিশ্বনাথ। শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের হাত ধরে সূচনা হয় এই বর্ণাঢ্য আয়োজনের। সঙ্গে ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ সহ শহরের বিশিষ্টজনেরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে দুদিনের এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বালুরঘাটে। পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি ছিল কৃতি ব্যক্তিদের সংবর্ধনা, মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, আর আলোর ঝলকানিতে মোড়া এক অপূর্ব দৃশ্যপট।

শুধু পরিষেবার আখ্যান নয়,

কৌতুকে আকর্ষণ

এই উৎসব ছিল বিনোদনেরও এক মহাসমারোহ। বহিরাগত ও স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মঞ্চ মাতিয়ে তুলল একের পর এক চমক। উৎসব ঘিরে শহরজুড়ে ছিল সাজোসাজো রব। দোকানপাট, রাস্তার মোড়, পুরসভা চত্বর সব জায়গায় লেগেছিল সাজসজ্জার ছোঁয়া। মানুষের ভিড়ে মুখরিত হয়েছিল বালুরঘাটের দুই রাত্রি। প্রথম দিন স্থানীয় সংগীত ও নৃত্য শিল্পীরা অনুষ্ঠানমঞ্চ মাতিয়ে তোলেন। দ্বিতীয় দিন বিশ্বনাথ যেখানে হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। বিভিন্ন সিনেমায় করা তাঁর চরিত্রের আখ্যান তুলে ধরে মানুষকে হাসিয়ে তোলেন এদিন। এমনকি তাঁর গলায় কিশোর কুমার সহ বিভিন্ন সংগীত শিল্পীর গানে মুখরিত হয় উৎসব প্রাঙ্গণ।

দুই নম্বর ওয়ার্ডের সুমন বর্মন জানান, 'গানের শিল্পীদের নিয়ে এসে অনেক অনুষ্ঠান চলে। কিন্তু এরকম কৌতুকরস সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে অনুষ্ঠান দেখে সকলেই আনন্দ করেছি। বিশ্বনাথের জীবনে করা সিনেমার একাধিক ঘটনা তুলে ধরে আমাদের প্রচুর হাসিয়েছেন। এমনকি তাঁর গানের গলাও যথেষ্ট প্রশংসনীয়।'

পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'উন্নয়ন শুধু প্রতিশ্রুতিতে নয়, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছি। এই উৎসব শুধু উদযাপন নয়, শহরবাসীর প্রতি আমাদের জবাবদিহির বার্তা। পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলার ও কর্মীদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। শহরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে।'

মরক্কোর আতর ও সুরমায় জমজমাট ইদের বাজার

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৪ মার্চ : চোখের পাতায় পাতলা করে সুরমার প্রলেপ আর আতর ভেজানো তুলো কানে গুঁজে ইদগাহ প্রাঙ্গণে ছুটে যাওয়া। ইদের সকালের এই চেনা পরিচিত দৃশ্যের আজও কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। দামি ব্র্যান্ডেড পারফিউমের যুগে আতর আজও অমলিন। বিএস রোড থেকে শহরের চিত্তরঞ্জন মার্কেটের গলিতে প্রবেশ করলে এখনও আতরের গন্ধ ম-ম করে। রমজানের শেষ সপ্তাহে ইদের কেনাকাটার জোর হিড়িক। সমানে চলছে আতর ও সুরমার বাজার।

সুগন্ধী আতরের সবচেয়ে বড় গুন এটি সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি। যার মধ্যে কোনও ধরনের রাসায়নিক বা অ্যালকোহল থাকে না। প্রাচীনকাল থেকেই আতরের ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। ভারতবর্ষে সুলতানি ও মুঘল আমলে আতর কারবারিদের সাম্রাজ্য ফুলেফেঁপে ওঠে। সম্রাট জাহাঙ্গিরের স্ত্রী নুরজাহানের মা ছিলেন পারস্যের রাজ পরিবারের সদস্যা। তিনিই প্রথম বসরায় গোলাপের নির্যাস থেকে আতর তৈরিতে উদ্যোগী হন।

আর এক সপ্তাহ বাদেই খুশির উৎসব ইদ। শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় বাজারে ভিড় উপচে পড়ছে। শুধু মালদা শহরের মানুষ নয়, গ্রামাঞ্চলের মানুষও ছুটে আসছেন মালদা শহরে। পোশাক-আশাকের পাশাপাশি আতর, সুরমা কেনার হিড়িক দেখা যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন মার্কেটে। মালদার মানিকচকের দুই আতর ব্যবসায়ী প্রতি বছরের মতো এবারেও আতর, সুরমার পসরা বসিয়েছেন চিত্তরঞ্জন মার্কেটের ফুটপাথে। প্রৌঢ় চাঁদ মহম্মদ উচ্চস্বরে বলে চলেছেন বিভিন্ন আতরের নাম। নুরজাহান, গোলাপ খাস, গোলাপ আম, আলতাইবা, কাস্তুরি, ফিরদৌস, মুশকে আম্বার প্রজাতির আতর রয়েছে তাঁর কাছে। ৫০ থেকে ৬৫০ টাকা বিভিন্ন মূল্যের আতর রয়েছে তাঁর কাছে। ক্রেতাদের হাতে তুলোয় ভেজানো আতর ঘসে দিচ্ছেন। চাঁদ মহম্মদের কাছে কিনছেনও মানুষ।

তাঁর বক্তব্য, 'এই সব আতর মরক্কো, হায়দরাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদের। কলকাতার বড় ব্যবসায়ীরা আমদানি করে থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে আমরা পাইকারি দরে কিনে মালদা শহরে বিক্রি করি। ইদে যা বিক্রি হবে, বাকিটা ইদুজ্জোহায় শেষ হয়ে যাবে।'

মালদা শহরের বকুল আহম্মেদ নামে এক আতর ব্যবসায়ীর দাবি, 'ইদানীং আতরের প্যাকেজিং সিস্টেম ব্র্যান্ডেড পারফিউমকেও হার মানায়। এখন আর আগের মতো তুলোয় আতর ভিজিয়ে জামাকাপড়ে লাগানোর প্রয়োজন নেই, পারফিউমের মতো আতরের শিশির মাথায় বল থাকছে। এই বল ঘষলেই আতর বেরিয়ে আসে। আমার দোকানে সারাবছর আতরের বিক্রি হয়।'

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : প্রতি বছর নিয়ম মেনে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় রাইভার্সি ফেস্ট। সেখানে সংগীত, বিতর্ক, অঙ্কন ও অনুনাটক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আবৃত্তি, নৃত্য, লোকব্যান্ড ও ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীতে অংশ নেয় কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। সাধারণত ডিসেম্বর বা জানুয়ারি মাসে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হলেও গত বছর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হয়েছিল। কিন্তু এবছর মার্চ মাস শেষ হতে চললেও রাইভার্সি ফেস্ট কবে হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই কারোর। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষা। আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। তবে কী রাইভার্সি ফেস্ট এবছর হচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়ে? যদিও স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, পরীক্ষা শেষ হলে হতেই পারে।

স্নাতক বিভাগের ছাত্রী মমতা রায় বলেন, 'গত বছর বলিউড খ্যাত শিল্পী রাঘব চৈতন্য এবং নিকিতা গান্ধি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। এবছর ভেবেছিলাম নতুন কেউ বলিউড থেকে আসবেন। মার্চ মাস শেষ হতে চললেও এবার কবে অনুষ্ঠান হবে কেউই বলতে পারছেন না।'

কলা বিভাগের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্র কৌশিক দত্ত বলেন, 'প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইভার্সি ফেস্ট ঘিরে উন্মাদনা দেখা যায়, কিন্তু নতুন বছরের তিন মাস শেষ হতে চলল অথচ অনুষ্ঠান ঘিরে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।'

যদিও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শুভাশিস ঝায়ের দাবি, 'উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করার তেমন সুযোগ হয়ে উঠেনি এতদিন। পরীক্ষা শেষ হলেই যাতে রাইভার্সি ফেস্ট করা যায় সেজন্য আমরা শীঘ্রই আলোচনায় বসব।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারের কথায়, 'রাইভার্সি ফেস্টের যাবতীয় দায়িত্ব স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের। অনুষ্ঠান কখন ও কীভাবে হবে সবটাই দায়িত্ব তাঁদের। আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেই পারেন তাঁরা। তবে আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে।'

স্বাস্থ্যকর্মীদের উৎসাহিত করতে পুরস্কার

মালদা, ২৪ মার্চ : পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নজরদারিতে কর্মীদের আরও উৎসাহিত করতে উদ্যোগ নিল মালদা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। সোমবার দুপুরে মালদা মেডিকেলের ট্রমা কেয়ার বিভাগে এনিয়ে একটি বার্ষিক রিভিউ মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, সহকারী ও অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ বিভিন্ন ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

স্বাস্থ্য দপ্তরের মূল্যায়ণ অনুযায়ী চলতি বছর ম্যালেরিয়া নিয়ে সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে হবিবপুর ব্লক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে কালিয়াচক-২ ব্লক ও ইংরেজবাজার ব্লক। কালাজ্বরের নজরদারিতে প্রথম তিন স্থানে রয়েছে গাজোল, কালিয়াচক-২ এবং ৩ ব্লক। হেলথ ওয়েলনেস ক্যাম্পে ইংরেজবাজারের ফুলবাড়িয়া, বামনগোলার দৌলতপুর ও কালিয়াচক-২ ব্লকের মেঘুটোলা এইচডব্লিউসি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজর কেড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক, পুরাতন মালদা ব্লকও পুরস্কৃত হয়েছে।

> সারাবছর ধরে আমাদের কর্মীরা যে কাজ করে থাকেন, আজ সেসব নিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্লকের সাব-সেন্টার ভালো কাজ করেছে, তাদের আজ সম্মানিত করা হয়েছে।
>
> **সুদীপ্ত ভাদুড়ি**
> মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, 'একেক মরশুমে একেক ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে।'

যন্ত্রগাড়ির উদ্বোধন বালুরঘাটে। সোমবার। - সংবাদচিত্র

শহরের রাস্তা পরিষ্কার করতে যন্ত্রগাড়ির সূচনা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : শহরকে জঞ্জালমুক্ত করতে আধুনিকতার ছোঁয়া মিলল বালুরঘাটে। জেলায় প্রথম আধুনিকমানের স্বয়ংক্রিয় রোড সুইপিং, ক্লিনিং ও ওয়াটার স্প্রেইং মোবাইল ভেহিকেল পরিষেবা শুরু করল বালুরঘাট পুরসভা। ২০২২ সালের পুরভোটে গঠিত পুরবোর্ডের তিন বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এই স্বয়ংক্রিয় মেশিনের উদ্বোধন করা হল বালুরঘাটে। যার মাধ্যমে সহজেই রাস্তা চোখের নিমেষেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শহরের রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার সহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ করেন শহরবাসী। বালুরঘাট পুরসভার এই কাজে প্রচুর সাফাই কর্মী থাকলেও অনেক সময় শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঝাড় দেওয়ার পরেও পরিচ্ছন্নতা মেলে না বলে অভিযোগ ওঠে। এবার তারই মুশকিল আসান করল পুরকর্তৃপক্ষ। প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দে এই স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। যে গাড়িতে একইসঙ্গে সাফাইয়ের তিনটি কাজ করা হবে। বালুরঘাট পুরসভার দাবি, শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এই মোবাইল ভেহিকেল একটি কম্বাইন্ড প্রোজেক্ট। আধুনিক প্রযুক্তির এই গাড়ির সামনেই রয়েছে রোটেটিং ঝাড়ু। শহরের রাস্তা দিয়ে যেতে সমস্ত ধুলোবালি সহ সামান্য আবর্জনা যার মাধ্যমে ঝেড়ে ফেলা হবে। গাড়ির মাঝ বরাবর রয়েছে জল ছড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্র। তার সঙ্গেই সংযুক্ত আছে মুভেবল সিনথেটিক কাপড়ের যন্ত্র। যা দিয়ে জলের সাহায্যে রাস্তা মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। গাড়ির শেষ প্রান্তে লাগানো রয়েছে ভ্যাকিউম সাকশন পাইপ। কোথাও মাত্রাতিরিক্ত আবর্জনা নজরে পড়লে পুরসভার কর্মী সেই বড় মাপের পাইপ ব্যবহার করে রাস্তা থেকে আবর্জনা টেনে গাড়ির ভেতর ভরে নেবেন। আবর্জনার সঙ্গে সরাসরি কোনও সংস্পর্শই ঘটবে না কর্মীদের।

বালুরঘাটের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজকুমার সাহার মতে, 'শহরে ক্রমশ জনসংখ্যা বাড়ছে। পুরসভা এলাকার পরিধিও বেড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবর্জনার বহর বাড়ছে। প্রথম এই গাড়ি দেখে আমরা অবাক হয়েছি। এমন আধুনিকমানের গাড়ির প্রয়োজন ছিল শহরে। এবার আশা করছি শহরের রাস্তা ঝকঝকে হয়ে উঠবে।'

এপ্রসঙ্গে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্রর দাবি, 'আধুনিক নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ক্লিন বালুরঘাট, গ্রিন বালুরঘাট লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে। এই গাড়ির মাধ্যমে রাস্তা ঝাড়া, মোছা ও পরিষ্কার সমস্তটাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে। শহরের মূল রাস্তাগুলি পরিষ্কার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে গাড়িটি।'

কৃষিবাজার স্থানান্তরিত

বুনিয়াদপুর, ২৪ মার্চ : সোমবার বুনিয়াদপুর শহরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কৃষি পণ্য ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী বাজার থেকে নতুন রিটেল মার্কেট কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করা হল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আরএমসি-এর তত্ত্বাবধানে মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে দুটি পর্যায়ে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠের পাশে কৃষি দপ্তরের জায়গায় দ্বিতল কমপ্লেক্সটি তৈরি হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলা শাসক তথা আরএমসির চেয়ারম্যান বিজিন কৃষ্ণা সহ প্রমুখ।

মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'শহরের চারপাশে কৃষি প্রধান এলাকা হওয়ায় অধিকাংশ কৃষকদের তাদের উৎপাদিত ফসলের খুচরো বিক্রির জন্য স্থায়ী জায়গা ছিল না। এই মার্কেটের ফলে সকলেই উপকৃত হবেন।'

বাড়িতে টোটোর ব্যাটারি চার্জে বাড়তি বিদ্যুৎ বিল

দপ্তরের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ চালকরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : বাড়িতে টোটো চার্জ দিতে হলে লাগবে অতিরিক্ত টাকা। এমন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রায়গঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তর। দাবি করা হচ্ছে, এতে একদিকে যেমন চাপ কমবে। তেমনই বিদ্যুৎ দপ্তরের আয়ও বাড়বে। রায়গঞ্জে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে টোটোচালকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাঁদের দাবি, প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করলে তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার মনুচন্দ্র বর্মন বলেন, 'টোটোর চার্জের জন্য আলাদা ট্যারিফ চালু নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। বিষয়টি কত দূর কী হল শীঘ্রই জানা যাবে।'

রায়গঞ্জ শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে বেকাররা পেশার তাগিদে টোটো কিনছেন। নিজের বাড়িতেই তাঁরা টোটোর ব্যাটারি চার্জ দিয়ে থাকেন। বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকে, তার ধারণ ক্ষমতা কম। এরই মধ্যে গরম পড়তেই এসি ও পাখার চাহিদা বাড়ছে। ফলে চাপ পড়ছে ট্রান্সফর্মারের ওপর। মাঝেমধ্যেই দেখা দিচ্ছে বিদ্যুৎ বিপর্যয়। সাধারণ বৈদ্যুতিক সংযোগে টোটোর ব্যাটারি চার্জের জন্য সাধারণ মানুষকে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। এই সমস্যা কাটাতে বাড়িতে টোটোর ব্যাটারি চার্জ দিতে অতিরিক্ত চার্জ নেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বিদ্যুৎ দপ্তর।

বিদ্যুতের সঠিক ব্যবহার করতে ও কোন এলাকায় কত টোটো চার্জ দেওয়া হয়, সেই পরিসংখ্যান দেখে পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সবকিছু খতিয়ে দেখার পরেই বিদ্যুৎ দপ্তর জানাবে, কত ওয়াটের বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে ও তার জন্য কত টাকা আগাম জমা করতে হবে।

> সরকার নতুন ট্যারিফ চালু করছে করুক। কিন্তু সেজন্য টোটোচালকদের ওপর বাড়তি চাপ দেওয়া যাবে না। আমরা এই নিয়ে শীঘ্রই আন্দোলনে নামব।
>
> **কার্তিক দাস**
> সম্পাদক, টোটো ইউনিয়ন

যদিও বিদ্যুৎ দপ্তরের এই উদ্যোগকে ভালো চোখে দেখছেন না চালকরা। টোটোচালক তারক দত্ত জানান, 'শিক্ষিত হয়ে বসে আছি। কোনও কাজ নেই। লোন করে কোনওমতে টোটো কিনে পরিষেবা দিচ্ছি। আমাদের ক্ষেত্রে সরকারের ছাড় দেওয়া দরকার। কিন্তু তা না করে আমাদের আরও বিপদে ফেলতে চাইছে।'

টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক কার্তিক দাসের কথায়, 'সরকার নতুন ট্যারিফ চালু করছে করুক। কিন্তু সেজন্য টোটোচালকদের ওপর বাড়তি চাপ দেওয়া যাবে না। আমরা এই নিয়ে শীঘ্রই আন্দোলনে নামব।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

মালদা মেডিকেল কলেজ		
এ পজিটিভ	-	১৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২৪
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১৫
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৫৬
ও নেগেটিভ	-	০
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)		
রায়গঞ্জ মেডিকেল		
এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
বালুরঘাট হাসপাতাল		
এ পজিটিভ	-	১০
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	৩
ও পজিটিভ	-	৩
ও নেগেটিভ	-	১

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৭০৬৩৪৩৮৪৬৪ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB65 20180110277) আমার নাম ভুল থাকাই গত 30.10.2023 এ প্রথম শ্রেণি J.M. 3rd কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Md Hajrat Osman Khan থেকে Usman Khan করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-114059)

ল'ক্লার্ক কমিটির অনুমোদন নিয়ে বিতর্ক

কুশমণ্ডি,২৪ মার্চ : কুশমণ্ডি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ল'ক্লার্কদের কমিটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আইএনটিটিইউসি'র ব্লক সভাপতি জানিয়েছেন, ভূমি সংস্কার দপ্তরের গঠিত নতুন কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। একই দাবি করেছেন তৃণমূলের কুশমণ্ডি ব্লক সভাপতিও।

১৭ মার্চ কুশমণ্ডি ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ল'ক্লার্কদের নতুন কমিটি গঠিত হয়। নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি হন মুরতাজ চৌধুরী ও সম্পাদক হন আবুল কালাম আজাদ। সভাপতি ও সম্পাদক সহ অন্য সদস্যরা দাবি করেন, তাঁদের কমিটিকে আইএনটিটিইউসি অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু সংগঠনের ব্লক সভাপতি প্রান্তিক সরকার সোমবার ল-ক্লার্কদের সংগঠনকে অনুমোদনহীন বলে দাবি করেন। একই দাবি করেছেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি করিমুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'সংগঠনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না রেখে নিজেরাই কমিটি তৈরি করলে সেই কমিটিকে দলীয় বৈধতা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।'

এই প্রসঙ্গে ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুরতাজ চৌধুরী ও সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারেননি। বহুবার ফোন করেও যোগাযোগ করা যায়নি সহ সম্পাদক ধনপতি রায় ও সহ সভাপতি পরিমল বসাকের সঙ্গেও।

মুরগি নিয়ে বিবাদে গ্রেপ্তার

হেমতাবাদ, ২৪ মার্চ : বাড়িতে মুরগি ঢোকাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় রক্ত ঝরল। ঘটনাটি হেমতাবাদ থানার বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েতের ভোপ্রামে। ধৃতের নাম আবু তাহের। বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকায়। সোমবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মুরগি ঢোকাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। প্রতিবেশী বধূকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

বালুরঘাটে খড়ের গাদায় আগুন

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : বালুরঘাট থানার অন্তর্গত চিঙ্গিশপুর পঞ্চায়েতের ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামে সোমবার সন্ধ্যায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরিমল মাহাতো নামে এক ব্যক্তির খড়ের গাদায় আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে বালুরঘাট দমকল কেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় আধ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় খড়ের গাদা। তবে কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাজায় হামলা বন্ধের দাবি

গাজোল, ২৪ মার্চ : আমেরিকার মদতে গাজাতে নারী ও শিশুহত্যা বন্ধ করতে হবে। এই দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ মিছিল করল ডিওয়াইএফআই। সোমবার গাজোলের শংকরপুর ঘটকে মিছিলটি বের হয়। বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর বিগ্রেহী মোড়ে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর গাজোল লোকাল কমিটির সম্পাদক জিশান আহমেদ, সিপিএমের মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক অম্বর মিত্র, রাজ্য নেতা জামিল ফিরদৌস, সুজিত দাস সহ আরও অনেকে।

আহত তরুণ

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : পারিবারিক বিবাদের জেরে ছুরিকাহত হয়েছেন এক তরুণ। তরুণের নাম মিঠুন মহন্ত, বালুরঘাট শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ওই তরুণকে বালুরঘাট স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। যদিও ওই পরিবারের পক্ষ থেকে সেদিন বিকেল পর্যন্ত বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে জানিয়েছেন আইসি সুমন্ত বিশ্বাস।

৪৪ রক্তদাতা

মোথাবাড়ি, ২৪ মার্চ : সোমবার ইলেভেন বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসির উদ্যোগে গঙ্গাপ্রসাদ এজিজেডএন হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির হয়। এই শিবিরে মোট ৪৪ জন এনসিসি ক্যাডেট রক্তদান করে। মালদা জেলার সাতটি কলেজের এবং রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটির এনসিসির ক্যাডেটরা শিবিরে রক্তদান করেন।

মালা কার লাগিয়া গাঁথি ...। সোমবার মালদায় স্বরূপ সাহার ক্যামেরায়।

গ্রামবাসীদের তৎপরতায় ফিরলেন বাড়ি

সর্ষেখেতে পড়ে অচৈতন্য বৃদ্ধ

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করার পরেও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বৃদ্ধের। অবশেষে বাড়ি থেকে ৪০ কিমি দূরে গ্রামবাসীদের তৎপরতায় বাড়ি ফিরল ওই বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নাম আবদুল সরদার।

পরিবারের দাবি, তপন ব্লকের গুড়াইল গ্রাম থেকে বৃহস্পতিবার মাঝরাতে নিখোঁজ হয়ে যান ওই বৃদ্ধ। তারপর থেকেই পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু কোনও খোঁজ না পেয়ে তারা তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অবশেষে রবিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের দোল্লা এলাকায় ওই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখেন গ্রামবাসীরা। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় রাতে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ওই অসহায় বৃদ্ধকে।

দোল্লা গ্রামের মানুষের দাবি, একটি সর্ষেখেতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। একবার সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ওই বৃদ্ধ কৃষিকাজের পাশাপাশি সাব মার্শাল অপারেটর হিসেবে কাজ করেন তপনে। বৃদ্ধর কাছ থেকে এলাকাবাসীরা জানতে পারেন কয়েকজন তাঁকে কিছু নেশার সামগ্রী খাইয়ে দিয়েছিল। জমি সংক্রান্ত কিছু সমস্যার জন্যই এমনটা হয়েছে বলে অনুমান।

ওই বৃদ্ধকে উদ্ধারের পর গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে শালগ্রাম মোড়ে তাঁকে চা বিস্কুট খাইয়ে ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন। যেখানে তিনি তপনের বাসিন্দা বলে জানান।

> ওই বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, কিছু লোক তাঁকে নেশার জিনিস খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।
>
> **জয়ন্ত বর্মন**
> গ্রামবাসী

তারপরে ওই বৃদ্ধের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন স্থানীয়রা। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ তাঁর ছেলে ও জামাই এসে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

ওই বৃদ্ধের জামাই মোস্তারুল ইসলামের দাবি, 'শ্বশুরমশাই বৃহস্পতিবার মাঝরাতে নিজের ঘর থেকে উধাও হয়ে যান। খোঁজাখুঁজি করেও হদিস পাওয়া যায়নি। তারপরে তপন থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল। দোল্লা গ্রামের লোকজন আমাদের ফোন করায় এখানে এসে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছি।'

গ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত বর্মন জানিয়েছেন, 'ওই বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, কিছু লোক তাঁকে নেশার জিনিস খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। তবে তিনি আমাদের গ্রামে কীভাবে এলেন তা বলতে পারছেন না।'

জৈব সার তৈরির কারখানার দুর্গন্ধে দূষণ

কুশমণ্ডি, ২৪ মার্চ : কুশমণ্ডি ব্লকের আকচা পঞ্চায়েত এলাকার রাজাপুর গ্রামে দুই মাস আগে তৈরি একটি জৈব সার তৈরির কারখানার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ। অবিলম্বে ওই জৈব সার কারখানা বন্ধের দাবিতে আজ কয়েকশো মহিলা লিখিতভাবে অভিযোগ জানালেন বিডিও এবং কুশমণ্ডি থানার আইসির কাছে। রাজাপুর মন্তাহার, দেহট, নিজবঘুনাথপুর, জামিরাইল, নিজ উত্তরপাড়া, চাপড়া গ্রামের কয়েকশো মহিলা টোটো ভাড়া করে এসে বিডিও এবং কুশমণ্ডি থানার আইসির কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।

পঞ্চায়েত সদস্যা সুচিত্রা রায় সরকার বলেন, 'আইসিডিএস সেন্টার স্কুল এমনকি রাস্তা দিয়ে চলাচল করলেও নাক বন্ধ করে যাতায়াত করতে হয়।'

রাজাপুর গ্রামের মঞ্জুরানি সরকার, মস্তাহার গ্রামের টুম্পা রায়রা জানান, 'অবিলম্বে ওই জৈব সার তৈরির কারখানা বন্ধ না হলে দশ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হবে।'

রাজাপুর গ্রামের দীপেন রায়, রাজেশ সরকাররা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'ওই জৈব সার কারখানা তৈরি হোক আপত্তি নেই তবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হলে কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে। তারা বলেন, বহু বাচ্চা দুর্গন্ধের চোটে খাবার খেতে পারছে না। বমি পর্যন্ত করে ফেলেছে বড়রাও।'

কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে জানান, 'গ্রামবাসীদের অভিযোগ অবশ্যই দ্রুত তদন্ত করে দেখা হবে।'

হেপাজতে ট্রাকচালক

বৈষ্ণবনগর, ২৪ মার্চ : ট্রাকের ধাক্কায় তিন বন্ধুর মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। এদিন বৈষ্ণবনগর থানা মোড় এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সৌরভ কুমার। বাড়ি বিহারের মুঙ্গের এলাকায়।

ইদ উপলক্ষ্যে ভিনরাজ্য থেকে এক বন্ধু বাড়ি ফিরছিল। তাঁকে আনতে বাইক নিয়ে স্টেশন গিয়েছিল দুই বন্ধু। একটি বাইকে চেপে তিনবন্ধু বাড়ি ফেরার সময় মাঝ রাস্তায় ট্রাকের ধাক্কায় তিনজনেরই মৃত্যু হয়। বৈষ্ণবনগর থানার ১৮ মাইল এলাকায় ৩৪ নং জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটে। এদিন ঘাতক ট্রাকটির চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বাবা-মাকে তাড়িয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার ছেলে

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : তিন কাঠা জমি লিখে না দেওয়ায় বাবা-মাকে মারধর দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে ছেলেকে গ্রেপ্তার করল কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম খোকন মণ্ডল (২৫)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত বোগ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

রায়গঞ্জ সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে সিনিয়ার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক ধৃতকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।'

পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার বসতবাড়ির তিন কাঠা জমি লিখে না দেওয়ায় বাবা-মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন ছেলে। এরপর বাবা-মা থানার দ্বারস্থ হলে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করে কর্ণজোড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

পাইপলাইন বসলেও মেলেনি পানীয় জল

পুরাতন মালদা, ২৪ মার্চ : পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালনা মোহাম্মদপুর সহ বেশ কিছু গ্রামে পানীয় জলের পাইপলাইন পাতা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও পরিষেবা চালু হয়নি। ফলে গ্রীষ্মের শুরুতে তীব্র জলসংকট দেখা দিয়েছে পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে। এমন সমস্যার মধ্যে প্রশাসন উদাসীন থাকায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

হালনা পশ্চিমপাড়া, পূর্বপাড়া এবং যাত্রাডাঙার মতো গ্রামগুলিতে প্রায় পাঁচ বছর আগে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পাইপলাইন বসানো হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সংযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে গ্রীষ্মের শুরুতে এলাকার মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছেন।

হালনা মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা রিয়াজুল হক বলেন,'বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন রয়েছে। অথচ জল নেই। মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছেন। কিন্তু প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা চাই, এলাকায় দ্রুত পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হোক।'

মহম্মদ জাস্টিক আলি নামে আরেক গ্রামবাসীর দাবি,'পানীয় জল নিয়ে প্রহসন চলছে। প্রায় পাঁচ বছর হল পাইপলাইন বসানো হয়েছে। কিন্তু সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে আমরা পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। বাধ্য হয়ে টিউবওয়েল এবং সাবমার্সিবলের জল ব্যবহার করতে হচ্ছে।'

এপ্রসঙ্গে পুরাতন মালদার বিডিও সৌম্যজিৎ পাল মাইতি জানান,'পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি আমার নজরে রয়েছে। বিষয়টি আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়েছি। আশা করছি, খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

ইদের বৈঠক

কালিয়াগঞ্জ ও ফরাক্কা, ২৪ মার্চ : আসন্ন ইদ উপলক্ষ্যে সোমবার দুপুরে বৈঠক হল কালিয়াগঞ্জে। কালিয়াগঞ্জ থানায় ইমামদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কালিয়াগঞ্জ শহর ও গ্রাম এলাকার একাধিক ইমাম।

অন্যদিকে, বিধায়ক মণিরুল ইসলামের উদ্যোগে ইফতার ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার ফরাক্কা নুরুল হাসান কলেজ মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ট্রাইসাইকেল দেওয়া হয়।

ডাঙা খাঁড়ি

প্রথম পাতার পর

সেই স্বপ্ন সত্যি করতেই এগোচ্ছে পুরসভা। রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সঙ্গে সরাসরি দেখা করে এ বিষয়ে আর্থিক বরাদ্দের দাবি করেছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। আর মন্ত্রীর পরামর্শেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সেচ দপ্তরের মাধ্যমে খাঁড়িগুলি সংস্কারের জন্য আর্থিক অনুদান পেতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন চেয়ারম্যান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সেচ দপ্তরের তরফে রাজ্যের কাছে অনুদান চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। আর তার ভিত্তিতে বালুরঘাট পুরসভার অধীনে থাকা খাঁড়িগুলি সংস্কারের জন্য বাংসরিক ১৮ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কাজ শুরু করল রাজ্য সেচ দপ্তর।

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'শহরের মধ্যে থাকা খিদিরপুর শ্মশান খাঁড়ি, রামকৃষ্ণপল্লি খাঁড়ি ও চকভৃগু ডাকরা খাঁড়ি বছরভর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্যের দপ্তরের পক্ষ থেকে মোট ১৮ লক্ষ টাকা করে প্রতি বছর দেওয়া হবে। ওই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সরাসরি করবে জেলা সেচ দপ্তর। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন হলেই আমরা ডাঙা খাঁড়িকে সাজিয়ে তুলতে পারবো যাবতীয় পরিকল্পনা করতে পারব।'

২০ লুপ্তপ্রায় প্রজাতির

প্রথম পাতার পর

রেড পান্ডাগুলিকে জঙ্গলে ছাড়া হয় সেগুলি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন।' বীরবাহা হাঁসদার বক্তব্য, 'সান্দাকফুর দিকে গিয়েছিলাম। ওই জায়গায় এত ঠান্ডার মধ্যে কাজ করা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি।'

লুপ্তপ্রায় রেড পান্ডা, হিমালয়ান গরাল, তুষার চিতার ক্যাপটিভ ব্রিডিং এবং সংরক্ষণে নজির গড়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। তার মধ্যেই জেনেটিক ব্যাংক তৈরি হওয়ায় নতুন পালক জুড়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার মুকুটে। জেনেটিক ব্যাংকে ২০টি লুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীর কোষ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে লুপ্তপ্রায় মেঘলা চিতার কোষ সংরক্ষণ করা হয়েছে। মূলত হিমালয়ের পাদদেশে এলাকায় পাওয়া যায় এই প্রাণী। পশ্চিমবঙ্গে বক্সা জাতীয় উদ্যানে দেখা মেলে মেঘলা চিতার। এর বাইরে সিকিম, অরুণাচলপ্রদেশ, অসম, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরার একাধিক অংশে দেখা মেলে। তবে মেঘলা চিতার ছাল দিয়ে পোশাক তৈরি এবং হাড় দিয়ে সাজানোর কাজে ব্যবহার করার জন্যে বেশি শিকার করা হয়। শিকার করতে করতে পরিস্থিতি এমন, ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক মেঘলা চিতার সংখ্যা ১০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে মায়ানমারে ২৭১টি মেঘলা চিতার ৩০১টি দেহাংশ উদ্ধার হয়েছিল। যার মধ্যে চামড়া, হাড়গোড় বেশি ছিল। এই মেঘলা চিতার চামড়া দিয়ে গরম পোশাক তৈরি করা হয়। এই পোশাকের চাহিদা মূলত চিন এবং থাইল্যান্ডে রয়েছে। তাই এই প্রাণীটিকে লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে চিড়িয়াখানা, ব্রিডিং সেন্টার, রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টার, জেনেটিক ব্যাংকে আর কী পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন তা জানতে তিনদিনের সফরে পাহাড়ে গিয়েছেন বনমন্ত্রী। প্রথমে চিড়িয়াখানা ভিজিটের পর তিনি তোপকেদারা ব্রিডিং সেন্টারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে গৌরীবাসে রেড পান্ডা রিলিজ সেন্টারে যান।

সুকান্তকে কালো কালিতে চিঠি তৃণমূলের

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা অসাংবিধানিক মন্তব্য করেছেন। ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা করছেন বাংলাকে। এমন অভিযোগ তুলে কালো কালিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কাছে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র লিখে পাঠালেন যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার বিকেলে বালুরঘাট হিলি মোড়ে যুব তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা থেকে সংগঠনের নেতৃত্ব প্রতিবাদপত্র সুকান্ত মজুমদারকে পাঠান।

এদিন পোস্ট অফিস মারফত ওই চিঠি বিজেপির রাজ্য সভাপতির কাছে পাঠানো হয়। গোটা জেলাজুড়ে কয়েক হাজার এমন চিঠি বিজেপির রাজ্যে সভাপতিকে পাঠানো হবে বলেই জানানো হয়েছে। রাজ্যে ভুয়ো ভোটারের বৃদ্ধি আর বিরোধী দলনেতার অসাংবিধানিক মন্তব্যের প্রতিবাদে এদিন বালুরঘাট শহরের হিলি মোড়ে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি অম্বরীশ সরকার সহ অন্য নেতারা। তবে এদিনের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি বালুরঘাট পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র ও বালুরঘাট টাউন তৃণমূল সভাপতি প্রীতমরাম মণ্ডলকে। প্রতিবাদ সভা থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি লিখে জবাব দাবি করেন যুব তৃণমূলের নেতৃত্ব। যুব তৃণমূল নেতৃত্বের প্রশ্ন, বিজেপি কি শুভেন্দু অধিকারীর বিতর্কিত মন্তব্যকে সমর্থন করে? সুকান্ত মজুমদার কি এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য রাখবেন? খোলা চিঠির মাধ্যমে এই প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয়েছে।

বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভ চক্রবর্তীর পালটা বক্তব্য, 'ধর্মীয় মেরুকরণ তো তৃণমূল করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ধর্মীয় মেরুকরণ করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে যুব তৃণমূলের তরফে তাদের তৃণমূল সুপ্রিমোকে এই চিঠি পাঠিয়ে উত্তর চাওয়া উচিত ছিল।'

বাবলা খুনে ফেরার রোহনের মোবাইলের তথ্য উদ্ধার

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৪ মার্চ : বাবলা সরকার খুনের তদন্তে আরও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সোমবার আদালতে বিচারকের সামনে ফোনে থাকা সমস্ত তথ্য উদ্ধার করে তদন্তকারী অফিসারদের হাতে তুলে দেন সিআইডির সাইবার বিশেষজ্ঞ।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মোবাইলটি বাবলা খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত কৃষ্ণ রজক ওরফে রোহনের। এই মোবাইলটি রোহনের ভাই অমিত রজককে ফের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে এই ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন সাইবার বিশেষজ্ঞ মমতা চক্রবর্তী আদালতে মোবাইলের তথ্য বের করার কাজটি করেছেন। বাবলা খুনের ঘটনায় উদ্ধার হওয়া আরও একটি ফোনের তথ্যও গত ১১ জানুয়ারি তিনিই বের করে দিয়েছিলেন।

মমতা এদিন বলেন, 'আজ আদালতের সামনে যে মোবাইলটির তথ্য এক্সট্রাক্ট করেছি সেটা ১২৮ জিবির ফোন ছিল। ফোনে থাকা নম্বর, ফোন কল ডিটেইলস, ফোন কল রেকর্ডিং, মেসেজ, ফটো, ভিডিও সমস্ত তথ্য আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। প্রায় ৬ ঘণ্টা সময় লেগেছে। পুলিশ এবার উদ্ধার হওয়া তথ্য ফরেন্সিকে পাঠাতে পারে। পাশাপাশি তদন্তে যা যা প্রয়োজন হবে ওনারা তা ব্যবহার করবেন।'

উল্লেখ্য, মালদা জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি বাবলা সরকার গত ২ জানুয়ারি নৃশংসভাবে খুন হন। সেই ঘটনায় মূলচক্রী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইংরেজবাজার টাউন তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি ও ব্যবসায়ী স্বপন শর্মাকে। এখনও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত রোহন এবং বাবলু যাদব ফেরার। তদন্তকারীরা তাদের খোঁজে বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ একাধিক রাজ্যে এখনও নজরদারি চালাচ্ছেন। পুলিশসূত্রে খবর, বাবলা খুনের মামলায় চলতি সপ্তাহেই আদালতে চার্জশিট পেশ করার সম্ভাবনা প্রবল।

বিবাদের জেরে পুরসভার ঢালাই রাস্তায় কোপ

ডালখোলা, ২৪ মার্চ : দুই প্রতিবেশীর বিবাদের জেরে পুরসভার ঢালাই রাস্তা উপড়ে ফেলল এক পক্ষ। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ডালখোলা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর মহম্মদপুরে। এদিন মহম্মদ সাত্তারের সঙ্গে প্রতিবেশী হেফাজুদ্দিনের বচসা হয়। বচসার পরে মাটি কাটার মেশিন দিয়ে সাতদিন আগে মেরামত করা পুরসভার রাস্তা সাত্তার উপড়ে ফেলেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আলি হোসেন। তিনি ঘটনার কথা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকারকে জানান। বাস্তুকার মহম্মদ খইরুলকে সরেজমিনে তদন্তের নির্দেশ দেন ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশরঞ্জন সরকার।

বাস্তুকার খইরুল বলেন, 'প্রায় ৮০ মিটার ঢালাই রাস্তা মেশিন দিয়ে উপড়ে ফেলা হয়েছে। একমাস আগেই রাস্তাটি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঢালাই করা হয়েছে। ঠিকাদার সংস্থাকে দিন সাতেক আগে বিল পেমেন্ট করা হয়েছে।' ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশরঞ্জন সরকার বলেন, '১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আলি হোসেন ও বাসিন্দারা পুরসভায় এসে রাস্তা পুনরায় নির্মাণের অঙ্গীকার করে লিখিতভাবে জানালে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়।'

২০ মহিলার

প্রথম পাতার পর

পুরুষ সহ নিঃসন্তান দম্পতি। হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে শিশুটিকে তাঁরা দেখেন। আর তারপরেই দত্তক নেওয়ার আগ্রহ দেখান। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন পুরুষ ও মহিলা ঠায় হাসপাতালের সামনে বসেছিলেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুমতি বর্মন বলেন, 'আমার দুই মেয়ে। তারা এখন বড় হয়েছে। আমি তাই এই শিশুটিকে নিতে চাই। আমি ওকে মাতৃত্বের স্বাদ দিতে চাই। এর জন্য প্রশাসনের সব স্তরে আমি যেতে রাজি আছি।' এলাকার বাসিন্দা নিঃসন্তান রমণী বর্মন বলেন, 'আমার কোনও সন্তান নেই। এদিন উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে আমাকে দিলে আমি ওকে মানুষ করব।'

এদিকে, এলাকার দুই মহিলা গঙ্গা বর্মন ও টুম্পা বর্মন, যাঁরা শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাও তাকে ঘরে নিতে চাইছেন। এজন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, ওই সেপটিক ট্যাংকের ওপর মাছি বসা ও কাক সদ্যোজাত এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খতিয়ে দেখতে এদিন ঘটনাস্থলে আসেন ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। থানার ওসি কাজল দাস বলেন, 'আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।'

পাকা সেতুর দাবিতে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

কুমারগঞ্জ, ২৪ মার্চ : কুমারগঞ্জ ব্লকের দিওর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিনতৈড় অঞ্চলে সেতুর দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের সাঁকোর পরিবর্তে পাকা সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে সোমবার প্ল্যাকার্ড হাতে আন্দোলনে শামিল হন ছাতিনতৈড় ও আশপাশ গ্রামের মানুষজন। বিক্ষোভকারীদের সাফ দাবি,বারবার প্রতিশ্রুতি মিলেছে। কিন্তু সেতু হয়নি। তাই এবার আর প্রতিশ্রুতিতে ভুলতে নারাজ তাঁরা।

ছাতিনতৈড় ও ঝাউবাড়ির মধ্যবর্তী রাস্তার উপর দিয়ে একটি খাঁড়ি প্রবাহিত হয়। যার কারণে এলাকার বাসিন্দাদের বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপার করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত এই সাঁকো অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই কারণে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিক্ষোভকারী ইনজামাম উল হকের কথায়, 'ভোটের আগে নেতারা এসে নানা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্বাচনের পর কেউ আমাদের সমস্যার দিকে তাকান না। এবার আমরা সেতু চাই, না হলে ভোট বয়কট করব।' বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।'

বলছে শাস্ত্র

প্রথম পাতার পর

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতায় খুশি। এতদিনের ধারণা ছিল এর উলটোটা। মনে করা হত এখানে বয়স্করা অবহেলিত, বঞ্চিত। মনে করা হত, বয়স আর তৃপ্তি বড়লোকদের দেশে হাতধরাধরি করে চলে। ভারতে সবথেকে বেশি অসুখী মধ্যবয়স্ক নিম্ন মধ্যবিত্তরা।

সুখ কী, সুখী কে এ নিয়ে এ দেশে বহু ভাবনাচিন্তা হয়েছে বহুদিন হল। কঠোপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদে এ নিয়ে অনেক ভারী ভারী ব্যাখ্যা রয়েছে। আগ্রহীরা উলটেপালটে দেখে নিতে পারেন। তবে এই উপনিষদেই বলা হয়েছে, সবথেকে সুখ পাওয়া যায় গভীর ঘুমে। তা হল পরম আনন্দ। এই সুখের তুলনা হয় না। গভীর ঘুমের সময় আমরা একা। ফলে কোনওরকম ভয় থাকে না। অতএব অত ভাবনায় কাজ কী, আসুন নিদ্রা যাই।

ঘর তৈরির তাগাদা দিতে বৈঠকে বিডিও

হরিরামপুর, ২৪ মার্চ : বাংলা আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও অনেকে ঘর তৈরির কাজ শুরু করেননি। সেইসব উপভোক্তাদের তাগাদা দিতে মাঠে নামলেন খোদ হরিরামপুরের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী। সোমবার তিনি বাগিচাপুর ও শিরশি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ছাড়াও অন্য সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন। তবে কতজন মানুষ এখনও আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘর তৈরি করেননি তা স্পষ্ট করেননি বিডিও। তবে সেই সংখ্যাটা নেহাত কম নয় বলে অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিডিও অত্রী চক্রবর্তী জানান, 'অনেক জায়গায় রাজমিস্ত্রির অভাবে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না বলে জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন। তাই আজকের সভায় রাজমিস্ত্রিদেরও ডাকা হয়েছিল। প্রতিটি পঞ্চায়েতেই এমন বৈঠক করা হবে।'

ঢাকায় টহল সেনার

প্রথম পাতার পর

মন্তব্যের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করেছে বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি। দলের নেতা তারেক রহমান বলেন, 'দেশে একটি অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। মানুষ চায় দেশে স্থিরতা ফিরে আসুক। কেউ চায় না আগের অবস্থা ফিরে আসুক। সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনও মূল্যে সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'কয়েকদিন আগেও আমরা দেখেছি সংস্কার এবং নির্বাচনকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে, ঠিক একইভাবে সেনাবাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও ষড়যন্ত্র আছে।' দলের মহাসচিব মীর্জা ফকরুল আলমগির বলেন, 'দেশকে অস্থিতিশীল ও বিপদে ফেলার জন্য সুচতুরভাবে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা হচ্ছে।'

এদিকে সেনা-আওয়ামি লিগ ইস্যুতে এনসিপির অন্দরে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। হাসনাত যেভাবে সেনাপ্রধানকে নিশানা করেছেন, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন সারজিস আলম। সোমবার এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল কিংবা জনগণকে মুখোমুখি দাঁড় করানো কখনই প্রাসঙ্গিক নয়।' হাসনাত গোপন বৈঠকের খবর প্রকাশ্যে আনায় ভবিষ্যতে সেনা ও বিভিন্ন দলের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা 'আস্থার সংকটে পড়তে পারে' বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সারজিস।

রবিবার ম্যাচের মাঝে খলিল আহমেদ ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে কিছু আদানপ্রদান করতে দেখা যায়। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

বল বিকৃতির অভিযোগ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে

চেন্নাই, ২৪ মার্চ : আইপিএলের 'এল ক্লাসিকো'।

চেন্নাই সুপার কিংস জিতলেও মাত্র ১৫৫ রানের পুঁজি নিয়ে তুল্যমূল্য লড়াই চালিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলাররা। বোলিংয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রথমবার আইপিএলে খেলতে নামা কেরলের মালাপ্পুরমের অখ্যাত স্পিনার ভিগনেশ পুথুর।

সিনিয়ার পর্যায়ে কোনও ঘরোয়া ম্যাচ খেলেননি এখনও। গতবছর কেরল ক্রিকেট লিগে আলেপ্পি রিপলস-এর হয়ে খেলার সময় মুম্বইয়ের স্কাউটদের নজরে পড়ে যান। সাফল্য পেয়েছেন কর্ণাটক ক্রিকেট লিগেও। সেখান থেকে মেগা নিলামে সোজা আইপিএলের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দলে শামিল। চেন্নাইয়ের কাছে মুম্বই হারলেও অভিষেক ম্যাচেই মন জিতে নিলেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সাজঘরে নীতা আম্বানিকে প্রণাম ভিগনেশ পুথুরের।

বাবা পেশায় অটোচালক। নিজেও ক্রিকেট কেরিয়ারেও সেভাবে কিছু করে উঠতে পারেননি। কেরলের অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরেই আটকে গিয়েছে তাঁর কেরিয়ার। স্থানীয় লিগগুলিতে খেলে বেড়ান। সঙ্গে ক্লাব ক্রিকেট। সেখান থেকে একেবারে আইপিএল সংসারে স্বপ্নের অভিষেক।

চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় সহ মাঝের ওভারে তিন উইকেট তুলে নিয়ে মুম্বইকে লড়াইয়ে ফেরান। ভিগনেশের (৩২/৩) বোলিংয়ের সুবাদে একপেশে চেন্নাইয়ের জয়ের স্ক্রিপ্ট বদলে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সূর্যকুমার যাদবদের সামনেও। শেষরক্ষা না হলেও ম্যাচের পর স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। প্রশংসায় ভাসিয়েছেন অধিনায়ক সূর্য।

রবি শাস্ত্রীর কথায়, ধোনির পিঠ চাপড়ানি যে কোনও উঠতি ক্রিকেটারদের কাছে বড় পুরস্কার। বাইশ গজে দুর্দান্ত অভিষেক, মাহির প্রশংসা, ভিগনেশের জন্য যথার্থ অর্থেই স্বপ্নের দিন। প্রশংসা করতে গিয়ে নভজ্যোৎ সিং সিধু আবার বলেও দিলেন, কেরলের অখ্যাত স্পিনার তাঁকে এরাপল্লি প্রসন্ন, বিষেণ সিং বেদির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

কেরিয়ারের প্রথম আইপিএল ম্যাচে ভিগনেশ ৩২ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন।

সূর্যদের প্রাপ্তি অটোচালকের ছেলে

পরাজিত দলের 'ট্রাজিক হিরো' ভিগনেশের প্রশংসা, চেন্নাইয়ের এল ক্লাসিকো জয় ছাপিয়ে বল বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগ উঠছে ম্যাচ ঘিরে। কাঠগড়ায় খোদ হলুদ ব্রিগেডের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও বোলার খলিল আহমেদ। দাবি, বলে বিকৃতি ঘটানোর জন্য খলিল আর রুতুরাজের মধ্যে কিছু আদান-প্রদান হয়েছে। যে ছবি নাকি ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল। যেখানে দেখা গিয়েছে খলিল তাঁর প্যান্টের বাম পকেট থেকে কিছু একটা বের করে রুতুরাজকে দিচ্ছেন। বল তখন রুতুরাজের হাতে। ক্যামেরার উলটো দিকে দুইজনেই। ফলে কী দিচ্ছেন তা পরিষ্কার নয়। তবে প্রশ্ন, খলিল পকেট থেকে বের করা বস্তুটি দিয়েই কি রুতুরাজ বলের চেহারা বদলেছেন?

সামাজিক মাধ্যমে অপর একটি ভিডিওয় আবার পালটা দাবি। যেখানে বলা হয়েছে বোলিংয়ের আগে হাতের আংটি খুলে খলিল তা রুতুরাজকে দেন। সেই আংটিই রুতুরাজ নিজের পকেটে রাখেন। অবশ্য আসল সত্যিটা কী, তা এখনও পরিষ্কার নয়। যা বিতর্কে আরও বেশি করে ঘি ঢালছে।

মাহির উইকেটকিপিংয়ে মুগ্ধ সূর্যকুমার-বাউচাররা

বিরাট-বার্তা গোপন রাখতে চান ধোনি

চেন্নাই সুপার কিংসের জয়ের পর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রোহিত শর্মা।

চেন্নাই, ২৪ মার্চ : 'মাহি হ্যায় তো মুমকিম হ্যায়'।

তেতাল্লিশের মহেন্দ্র সিং ধোনি গতকাল ফের তা আরও একবার বোঝালেন। ব্যাট হাতে নামলেও রান করার সুযোগ পাননি। উইনিং বাউন্ডারিতে ম্যাচে ইতি টেনে দেন রাচিন রবীন্দ্র। তবে তার আগে উইকেটকিপারের দায়িত্বে চেনা ঝলক, ক্ষিপ্রতা। বুঝিয়ে দিলেন চল্লিশের চালশেমি তাঁকে কাবু করতে পারেননি।

দুর্দান্ত স্টাম্পিংয়ের সঙ্গে মাহির স্পেশাল ডিআরএস কল। লো স্কোরিং ম্যাচে ছেয়ে থাকলেন। চার উইকেট নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে প্রায় একাই শেষ করে দেওয়া চেন্নাইয়ের আফগান স্পিনার নুর আহমদ বলেও দিলেন, সূর্যকুমার যাদবের উইকেটের কৃতিত্বও মাহিভাইয়ের প্রাপ্য।

মুগ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা মার্ক বাউচারের কথায়, এই বয়সে এমএস যা করছে তা আদপে রূপকথা। অবিশ্বাস্য। স্টাম্পিংয়ে এখনও সবার থেকে এগিয়ে ধোনিই। ওর বিকল্প কেউ নেই। রি-অ্যাকশন টাইমিং ছিল ০.১২ সেকেন্ড। সেটাই যথেষ্ট ছিল ধোনির জন্য। ম্যাচের পর যা নিয়ে প্রশংসা করেন সূর্যও।

> মাঠের ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্তই রুতুরাজের। বোলার পরিবর্তন থেকে ফিল্ডিং সাজানো-সবকিছুই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সাহায্য করি মাত্র। দলকে দারুণভাবে পরিচালনা করছে রুতু।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

আইপিএলে ফের মাহি-ম্যাজিকে যখন ক্রিকেটমহল মুগ্ধ, তখন ধোনির মুখে বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের কথা। ম্যাচের পর সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ধোনি দাবি করেন, তিনি মোটেই দল চালাচ্ছেন না। ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্ত অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ই নিচ্ছেন। অযথা এই নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে।

বলেছেন, 'দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রুতুরাজ। ঠান্ডা মাথার ছেলে। অধিনায়ক হিসেবে ওকে বেছে নেওয়ার এটাই কারণ। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে রুতুরাজকে বলেও দিই, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দূরে থাকব। আর আমি পরামর্শ দিচ্ছি বলেই তা মেনে চলতে হবে এমনটা নয়।' রুতুরাজের পাশে দাঁড়িয়ে ধোনি আরও বলেন, 'মাঠের ৯৯ শতাংশ সিদ্ধান্তই রুতুরাজের। বোলার পরিবর্তন থেকে ফিল্ডিং সাজানো—সবকিছুই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সাহায্য করি মাত্র। দলকে দারুণভাবে পরিচালনা করছে রুতু।'

বিরাট কোহলির সঙ্গে সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন। জানান, শুরুর দিকে মূলত ক্রিকেট বিষয়ে ভাবনার বিনিময় হত। সম্পর্কটা ছিল অধিনায়ক ও দলের তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটারের মতো। সময় যত এগিয়েছে, তা গাঢ় হয়েছে। বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এখনও তা অটুট। অটুট সিনিয়ার-জুনিয়ার শ্রদ্ধার জায়গাও।

ক্রিকেট ছাড়ার পরও 'বন্ধুর' খারাপ সময়ে পাশে থেকেছেন। বিরাটও বলেছেন, একমাত্র ধোনিই তাঁকে মেসেজ করেছিলেন কঠিন সময়ে। কী লিখেছেন বার্তায়? কী কথা হয়েছিল দুজনের মধ্যে? ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে যা জানার উৎসাহ থাকলেও তা প্রকাশ্যে আনতে নারাজ মাহি। সাফ কথা, তিন বছর এই নিয়ে মুখ খোলেননি। আগামী দিনেও খুললেন না। দুজনের কথা, দুইজনের মধ্যেই থাকুক।

মাহির কথায়, চেন্নাই সুপার কিংসের সতীর্থরাও তাঁকে এসে মনের কথা বলে। তাঁরা জানেন, সেই কথা বাইরে আসবে না। তৃতীয় কেউ জানবে না। এই বিশ্বাসটা গুরুত্বপূর্ণ। বিরাটের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কেউ, তা কোনওভাবে ভাঙতে রাজি নন।

সিউ সেলিব্রেশনে কথা রাখলেন রোনাল্ডো

সেমিফাইনালে মুখোমুখি	
৪ জুন	জার্মানি বনাম পর্তুগাল
৫ জুন	স্পেন বনাম ফ্রান্স

লিসবন ও ডর্টমুন্ড, ২৪ মার্চ : কথা রাখলেন। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ফিরতি লেগে গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ ব্যবধানে জিতে উয়েফা নেশনস লিগ সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করে নিল পর্তুগাল।

শেষ চারের ছাড়পত্র পেল জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেনও। জুনের প্রথম সপ্তাহে শেষ চারের ম্যাচে স্পেন খেলবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। গত বছর ইউরো কাপে সেমিফাইনালের লড়াইতে এই স্পেনের কাছে হেরেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ফরাসিদের। আর যে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র আদায় করল লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল তাদের হারিয়েই ২ বছর আগে নেশনস লিগের খেতাব ঘরে তুলেছিল স্পেন।

রবিবার রাতে পর্তুগাল-ডেনমার্ক ম্যাচের তখন ৭১ মিনিট অতিক্রান্ত। কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পর্তুগাল। সেই সময় গোল করলেন সিআর সেভেন। সমতায় ফেরালেন দলকে। সমর্থকদের থেকে আরও একবার নায়কের সম্মান পেলেন। নাহলে ম্যাচ যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে খলনায়কও হতে পারতেন তিনি।

ম্যাচের একেবারে শুরুতেই পেনাল্টি নষ্ট করেন ক্রিশ্চিয়ানো। পর্তুগালকে ম্যাচের প্রথমার্ধে এগিয়ে দেয় ডেনমার্কের আত্মঘাতী গোল। ৫৬ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন রাসমাস ক্রিশ্চানসেন। এরপর ৭২ মিনিটে রোনাল্ডোর গোল। সঙ্গে নিজস্ব 'সিউ' সেলিব্রেশন ফিরিয়ে দিলেন রাসমাস হোজলুন্ডকে। ৭৬ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের গোলে দুই লেগ মিলিয়ে ফের এগিয়ে যায় ড্যানিশরা। ৮৬ মিনিটে ফ্রান্সিসকো ট্রিনকাও তা শোধ করেন। নির্ধারিত সময়ের শেষে দুই লেগ মিলিয়ে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-৩। ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় অতিরিক্ত সময়ে ট্রিনকাও ও গঞ্জালো র‍্যামোসের করা গোলে।

ডেনমার্কের বিরুদ্ধে গোল করে উচ্ছ্বাস ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। করলেন সিউ সেলিব্রেশন।

একনজরে কোয়ার্টারের ফল

জার্মানি ৩-৩ ইতালি
(দুই লেগ মিলিয়ে জার্মানি জিতল ৫-৪ গোলে)

পর্তুগাল ৫-২ ডেনমার্ক
(দুই লেগ মিলিয়ে পর্তুগাল জিতল ৫-৩ গোলে)

স্পেন ৩-৩ নেদারল্যান্ডস
(দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৫, টাইব্রেকারে জয়ী স্পেন)

ফ্রান্স ২-০ ক্রোয়েশিয়া
(দুই লেগ মিলিয়ে ২-২, টাইব্রেকারে জয়ী ফ্রান্স)

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ইতালির মুখোমুখি হয় জার্মানি। সেই ম্যাচ ড্র হল ৩-৩ গোলে। ম্যাচের প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাপট দেখায় জার্মানরা। গোল করেন জোশুয়া কিমিচ, জামাল মুসিয়ালা ও টিম ক্লেইডেয়েনেস্ট। মনে হয়েছিল বড় হার অপেক্ষা করছে আজুরিদের জন্য। দ্বিতীয়ার্ধে সেই ভুল ভাঙলেন মোয়েস কিন। একাই দুইটি গোল করেন। সংযুক্তি সময়ে ইতালিকে সমতায় ফেরান গিয়াকোমো রাসপাদোরি। কিন্তু হলে কী হবে, প্রথম লেগ ২-১ গোলে জিতে থাকার সুবাদে সেমিফাইনালের টিকিট পেয়ে যায় জার্মানি।

কোয়ার্টারের বাকি দুই ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে। নেদারল্যান্ডস-স্পেন ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা থাকে। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রথম লেগ ২-২ গোলে ড্র হয়েছিল। ফিরতি লেগেও ছয় গোলের থ্রিলার। ১২০ মিনিটের শেষে স্কোরলাইন ৩-৩। টাইব্রেকারেও জোর টক্কর চলল। শেষ পর্যন্ত ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন জিতল ৫-৪ গোলে। অন্যদিকে, প্রথম লেগে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। ফিরতি লেগে ক্রোটদের একই ব্যবধানে হার ফিরিয়ে দেয় ফরাসি ব্রিগেড। ৫-৪ ব্যবধানে সেই ম্যাচ টাইব্রেকারে জিতে বাজিমাত ফ্রান্সের।

সাকিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ

ঢাকা, ২৪ মার্চ : সোমবার ৩৮-এ পা দিলেন সাকিব আল হাসান। জন্মদিনেই তারকা অলরাউন্ডারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ দিল আদালত। সাকিবের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার চেক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর একটি চেক প্রতারণার মামলায় বাংলাদেশের এই তারকা ক্রিকেটার ছাড়াও আরও তিনজনের বিরুদ্ধে সমন জারি করে আদালত। গত ১৮ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশও দেওয়া হয়। তা অমান্য করায় জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। জানা গিয়েছে, সাকিবের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের অর্থ ঋণ নেয়। পরে তা পরিশোধের জন্য দুইটি চেক ইস্যু হলেও দেখা যায় তাদের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এরপরই আইনি নোটিশ পাঠানো হয় ব্যাংক থেকে। ৩০ দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও উত্তর মেলেনি। শেষমেশ আদালতে মামলা করা হয়। তার জেরেই সাকিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ ঢাকার আদালতের।

'বি' গ্রেডে রিচা

মুম্বই, ২৪ মার্চ : ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় রিচা ঘোষ 'বি' গ্রেডে রয়েছেন। সাম্প্রতিকালে ফিনিশারের ভূমিকায় জাতীয় দলের হয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন রিচা। সদ্যসমাপ্ত উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগও তাঁর ভালো গিয়েছে। রিচার সঙ্গে একই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন জেমিমা রডরিগেজ ও শেফালি ভার্মা। গ্রেড 'এ'-তে রয়েছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর, সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা ও দীপ্তি শর্মা। সবমিলিয়ে ১৬ জনকে এবার কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছে।

INDIAN PREMIER LEAGUE **আইপিএলে আজ**

গুজরাট টাইটান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন পুত্রবধূ ভেনেসার সঙ্গে টাইগার উডস।

নয়া সম্পর্কে টাইগার উডস

ওয়াশিংটন, ২৪ মার্চ : নতুন সম্পর্কে জড়ালেন কিংবদন্তি মার্কিন গলফার টাইগার উডস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রাক্তন পুত্রবধূ ভেনেসার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তিনি। রবিবার নিজেই নতুন সম্পর্কের কথা সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন তিনি।

সামাজিকমাধ্যমে ভেনেসার সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে টাইগার উডস লিখেছেন, 'ভালোবাসা বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং তুমি সঙ্গে থাকলে জীবন আরও সুন্দর হয়।' সাধারণত নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা টাইগারের ঘোষণা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে সারা বিশ্বে। ২০১৮ সালে ভেনেসার সঙ্গে ট্রাম্প-পুত্রের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। অন্যদিকে ২০০৯ সালে স্ত্রী এলিন নর্ডেগ্রেনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় টাইগার উডসের।

গিলের বিরুদ্ধে শুরু শ্রেয়সের নয়া সফর

আহমেদাবাদ, ২৪ মার্চ : নতুন মরশুম। নতুন শুরু।

মঙ্গলবার নয়া অভিযানে মুখোমুখি গুজরাট টাইটান্স-পাঞ্জাব কিংস। ২০২৪-র ব্যর্থতা ঝেড়ে শুভমান গিলের গুজরাট বদ্ধপরিকর ঘুরে দাঁড়াতে। অক্সিজেন জোগাচ্ছে জস বাটলারদের মতো একঝাঁক তারকার উপস্থিতি।

গত সতেরো প্রচেষ্টায় ব্যর্থ টিম পাঞ্জাবকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার-রিকি পন্টিং জুটি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক শ্রেয়স। শ্রেয়সের চ্যাম্পিয়ন লাক এবার পাথেয় প্রীতি জিন্টাদের। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে হেডকোচ পন্টিংও জানিয়ে দিয়েছেন, শ্রেয়সের হাতে ট্রফি দেখতে চান।

প্রভসিমরন সিং, শশাঙ্ক সিং, অর্শদীপ সিং, হরপ্রীত ব্রারকে বাদ দিলে বাকিরা সব নতুন। পন্টিং চান, তার নয়া আর্মিকে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গড়ে তুলতে। যে অঙ্ক মেলাতে মূল অস্ত্র গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়িনিস, মার্কো জানসেন, জোশ ইনগ্লিস, যুযবেন্দ্র চাহাল, লকি ফার্গুসনরা।

গুজরাট অপরদিকে শুভমান গিল (অধিনায়ক), বি সাই সুদর্শন, রশিদ খান, রাহুল তেওয়াটিয়াদের ধরে রাখে। আশিস নেহেরাদের (হেডকোচ) তুরুপের তাস বোলিং। পেস ব্রিগেডে কাগিসো রাবাদা, জেরাল্ড কোয়েৎজে, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা। স্পিনে রশিদের নেতৃত্বে ওয়াশিংটন সুন্দর, রাহুল তেওয়াটিয়া। পেস-স্পিনের সঠিক ভারসাম্য, বৈচিত্র্য।

গতবার পাওয়ার প্লে-কে কাজে না পারা বিপক্ষে গিয়েছে গুজরাটের। ওভার পিছু রান তোলার গতি ছিল ৭.৪১। এবার শুরুর টক্করে ঝড় তুলতে বদ্ধপরিকর। যে কাজে মূল ভরসা বাটলার। মাঝে কিউয়ি অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপস। সুন্দর, তেওয়াটিয়াদের উপস্থিতি ব্যাটিং গভীরতাও বাড়িয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের পিচ এক্স ফ্যাক্টর। গতবছর একাধিক লো স্কোরিং ম্যাচ যেমন হয়েছে, তেমনই হাইস্কোরিং দ্বৈরথও দেখা গিয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগ করা জরুরি। কাল কোন দলের ব্যাটাররা সেই মুনশিয়ানা দেখায়, তা গুরুত্বপূর্ণ।

তরুণ তারকা প্রিয়াংশ আর্যকে টিপস দিচ্ছেন পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং। আহমেদাবাদে সোমবার।

এদিকে, তারকাদের ভিড়ে পাঞ্জাব কিংস সংসারে আলোচিত নাম প্রিয়াংশু আর্য। দিল্লির এই ওপেনারের বিগহিট নেওয়ার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই খবরের শিরোনামে। গত সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে সর্বাধিক রানও করেছেন। অপেক্ষা এবার নিজের প্রথম আইপিএলে ছাপ রাখা।

৩.৮ কোটির চমক দরে পাঞ্জাবে যোগ দেওয়া প্রিয়াংশু বলেও দিচ্ছেন, রিকি পন্টিং স্যারের পরামর্শকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। সাজঘরে স্যার যখন কিছু বলেন, ঘোরের মধ্যে থাকেন। মনে হয় স্বপ্ন দেখছেন। বিশ্বাস, প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে দল ও পন্টিং স্যারের আস্থার মর্যাদা রাখতে পারবেন।

হকি দলকে আর্থিক পুরস্কার বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : ক্যালকাটা হকি প্রিমিয়ার লিগ জয়ী দলকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করল মোহনবাগান। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। সোমবার বিকেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রীতি মেনে ক্লাব প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করেন বাগান কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন লিগ চ্যাম্পিয়ন হকি দলের কোচ সিমরানজিৎ সিং, ম্যানেজার গুরমিত সিং সহ সাপোর্ট স্টাফরা। খেলোয়াড়দের মধ্যে নীতীশ নেউপানে ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এছাড়া প্রাক্তন ফুটবলার আব্দুল খালেকও উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলনের পর ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত হকি দলকে ১.৫ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পরে ক্লাব সচিব বলেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য ভবিষ্যতে ফুটবল, ক্রিকেটের মতো হকিতেও যুব উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা। তবে তার আগে পুরোপুরিভাবে ঘাসের মাঠের পরিবর্তে অ্যাস্ট্রোটার্ফে হকি খেলা চালু হোক। তারপর যুব উন্নয়ন নিয়ে আমরা কাজ করব।'

সোমবার সন্ধ্যায় ক্লাব পরিদর্শনে আসেন নির্বাচন কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়। তিনি জানিয়েছেন, সংবিধান মেনেই ক্লাবে নির্বাচন হবে।

হামজাকে গুরুত্ব দিলেও ভীত নয় ভারত

সেরাটা দিয়ে বাংলাদেশকে হারাতে প্রস্তুত সুনীলরা

লেস্টার সিটির প্রাক্তন তারকা হামজা চৌধুরীকে নিয়ে মেতে রয়েছে বাংলাদেশ।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ মার্চ : গত দেড় বছরে ভারতীয় ফুটবল দলের যা পারফরমেন্স, তা মেরামত করতে হলে মঙ্গলবার জিততেই হবে সুনীল ছেত্রী-সন্দেশ ঝিংগানদের।

তবে, এই ম্যাচও যে একেবারেই সহজ হবে না, এটাও ভালোই বুঝছে, মানোলো মার্কুয়েজের দল। তবু যে কোনও লড়াইয়ের আগে যুযুধান দুই দলই জানান দেওয়ার চেষ্টা করে, তারা প্রস্তুত। মানোলোও ঠিক সেটাই করলেন। বাংলাদেশ দলটা এবার আর হেলাফেলার

এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব

ভারত বনাম বাংলাদেশ

সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** শিলং
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

নয়। বরং ইপিএলে কিছু ম্যাচ খেলা হামজা চৌধুরী সহ একাধিক ইউরোপে খেলা ফুটবলার রয়েছে তাদের দলে। তবু মানোলো বলছেন, 'প্রথম ম্যাচ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিযোগিতা অল্প কয়েকটা ম্যাচের। তাই শুধুমাত্র গ্রুপ-সেরাই যোগ্যতা অর্জন করবে। মোট ছয় ম্যাচ খেলে আমাদের এক নম্বর হতে হবে। সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য আমরা তাই সেরা হতে চাই।' প্রসঙ্গত, পরবর্তী এশিয়ান কাপ, ২০২৭ সালে সৌদিতে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ 'সি'র দলগুলির মধ্যে ক্রমতালিকায় ভারতই (১২৬) এক নম্বরে। দলের অন্যতম সিনিয়ার সন্দেশ মনে করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই বাড়তি তীব্রতা থাকেই। তাঁর মন্তব্য, 'একটা বিষয় আমরা জানি যে যখনই বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত মাঠে নামে তখন বাড়তি আবেগ, তীব্রতা ও উত্তেজনা থাকেই। সেটা ফুটবল হোক কী অন্য খেলা। তাই ভালো ফল করতে আমরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামব।' প্রতিপক্ষ কোচ জাভিয়ের কাব্রেরা বলেছেন, 'আমার দল অনেক উন্নতি করেছে। আশা করছি ভারতের কাজ আমরা কঠিন করে তুলতে পারব।' মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলে যাওয়া অধিনায়ক জামাল ভুইয়াঁ আবার এদেশে ফিরে এসে খুশি। তিনিও আশা করছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটা ম্যাচের।

শিলংয়ের মাঠে এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে চলেছে। ভারত অবশ্য গত ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিপক্ষে একটা প্রীতি ম্যাচ খেলে এই মাঠের চরিত্র সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছে। সুনীল ওই ম্যাচেই প্রথম অবসর ভেঙে ফিরে আসেন ও গোল করেন। সন্দেশ তাঁর সতীর্থ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, 'সুনীলভাই এতই উচ্চমানের ফুটবলার যে শুধু বাংলাদেশ নয়, সব দলের বিরুদ্ধেই তিনি বিপজ্জনক।' এবারই প্রথম বাংলাদেশের জার্সিতে খেলবেন একসময়ে ইপিএলে খেলা হামজা। তিনি ঢাকায় পা দেওয়ার পর উন্মাদনা ছিল দেখার মত। তবে তিনি এত অল্প সময়ে দলের সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পেরেছেন প্রশ্ন সেটাও। মানোলোর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য, 'হামজা নিঃসন্দেহে একজন উচ্চমানের ফুটবলার। বিশেষ করে এশীয় মানে। এমন একজনকে পাশে পেলে সতীর্থরাও উজ্জীবিত হয়। তবে আমরা সবসময়ই প্রতিপক্ষের সেরা পারফরমেন্সের জন্য তৈরি থাকি। নিজেরা ভালো খেলতে পারলে জয় আসবেই।' মালদ্বীপের বিপক্ষে যে দল খেলেছে তাতে বড়সড়ো পরিবর্তন বলতে হয়তো এই ম্যাচে সেন্টার ব্যাক পজিশনে সন্দেশ ঢুকবেন। তবে ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজের চোটের ফলে ১০ নম্বর পজিশনে কাকে খেলাবেন তা নিয়ে ভাবতে হবে মানোলোকে। সদ্য দলে ডাক পাওয়া ম্যাকারটন লুইস নিকসনকে তাঁর জায়গায় সুনীলকে শুরু করান কিনা সেটাই দেখার।

তবে দল যাই হোক না কেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিপক্ষে জয় ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য সামনে নেই গোটা দলেরই।

বাংলাদেশ ম্যাচের প্রস্তুতিতে সুনীল ছেত্রী। শিলংয়ে সোমবার।

নাইট সংসারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবহ চান বরুণরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখন ইতিহাস। দুবাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার 'চাক দে'র আমেজ এখনও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরমহলে সেই আবহ ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা। দুজনই দুবাইয়ে রোহিত শর্মার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলে ছিলেন। বরুণ তিন ম্যাচে নয় উইকেট নিয়ে ভারতের খেতাব জয়ের পথ মসৃণ করেছিলেন। হর্ষিতও পিছিয়ে ছিলেন না। ভারতীয় দলের সাফল্যে তাঁরও অবদান রয়েছে। এহেন বরুণ-হর্ষিত চলতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তাঁদের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নয়া অক্সিজেন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। কীভাবে?

নাইটদের সমাজমাধ্যমে আজ দুপুরের দিকে একটি ভিডিও পোস্ট হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার পথে বিমানের ভিতরেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন হর্ষিত-বরুণ। কীভাবে খেতাব জয়ের সাফল্য ধরে রাখার কথা ভাবছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে হর্ষিত তাঁর মোবাইলের স্ক্রিন সেভারে ট্রফি হাতে নিজের ছবি দেখিয়েছেন। বলেছেন, 'এই ছবিটা আমার জীবনে চিরকালীন হতে চলেছে।' হর্ষিতকে ছাপিয়ে এককদম এগিয়ে নাইটদের রহস্য স্পিনার বরুণ তাঁর মোবাইলের স্ক্রিন সেভারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী পুরো দলের ছবি দেখিয়ে বলেছেন, 'এমন স্মৃতি কখনও ভোলা যায় নাকি। যতদিন মস্তিষ্ক সচল থাকবে, দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্মৃতিও থেকে যাবে।'

গত সন্ধ্যায় গুয়াহাটি পৌঁছানোর পর বিহুনৃত্যের মাধ্যমে কেকেআরের পুরো দলকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। হোটেলে পৌঁছানোর পর আজিঙ্কা রাহানেরা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের দিকেও নজর রেখেছিলেন। ঈশান কিষানদের বিরুদ্ধে রাজস্থান জিততে না পারলেও দল হিসেবে তাঁরাও যে পিছিয়ে নেই, তার প্রমাণ দিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, শিমরন হেটমেয়াররা। বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে গতরাতের ব্যাটিং তাণ্ডব ধরে রাখার ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী রাজস্থান শিবির। আজ সন্ধ্যায় হায়দরাবাদ থেকে গুয়াহাটিতে পৌঁছেও গিয়েছেন সঞ্জুরা। রাজস্থানের ব্যাটিং আগ্রাসন নিয়েও দলকে আগামীর লক্ষ্যে চাঙ্গা করতেও নেমে পড়েছেন। রাতের দিকে গুয়াহাটি থেকে কেকেআরের একটি প্রভাবশালী সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বুধবারের রাজস্থান ম্যাচের আগে একটু বেশিই সতর্ক হয়ে রয়েছেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন ফের না ঘটে, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে। সঙ্গে নাইটদের অন্দরমহলে রয়েছে চাপ। তাছাড়া ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে দলের মিডল অর্ডার ব্যাটিং যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, সেটাও উদ্বেগে রাখছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে।

এমন উদ্বেগ কাটানোর লক্ষ্যেই আসরে নেমেছেন হর্ষিত-বরুণ। তাঁরা সতীর্থদের সঙ্গে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পাশে গুয়াহাটিতে আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে বোলিং কোচ ভরত অরুণ দলের বোলারদের নিয়েও আলাদাভাবে দীর্ঘসময় ক্লাস করেছেন। কুড়ির ক্রিকেটে আদর্শ লেংথ কী হতে পারে, তা নিয়েও চলেছে চর্চা।

নাইট সংসারে ভারতীয় দলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবহ ফেরানোর যে উদ্যোগ নিয়েছেন বরুণ-হর্ষিতরা, বাস্তবে সেটা কতটা কাজে দেয়, তাই এখন দেখার।

ওয়ার্ম আপে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, রামনদীপ সিংরা। খেললেন ফুটবল। স্পেনসার জনসন ব্যস্ত ফিটনেস ট্রেনিংয়ে। গুয়াহাটিতে সোমবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যে ছাঁটাইয়ের দাবি

আর্চারকে 'কালো ট্যাক্সি' বলে বিতর্কে হরভজন

হায়দরাবাদ, ২৪ মার্চ : ৪ ওভার বল করে ৭৬ রান দিয়েছেন।

ঈশান কিষানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে আইপিএল প্রত্যাবর্তন সুখের হয়নি জোফ্রা আর্চারের। দলের পেস ব্রিগেডের মূল অস্ত্র হলেও তিক্ত নজির গড়ে ফিরেছেন। সেই আর্চারকে ঘিরেই মন্তব্যের জেরে বিপাকে হরভজন সিং। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটারদের সামনে আর্চারের মার খাওয়া নিয়ে লন্ডনের কালো ট্যাক্সির উদাহরণ টেনে আনেন প্রাক্তন স্পিনার।

কৃষ্ণাঙ্গ আর্চারের সম্পর্কে যে মন্তব্যের পর বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ হরভজনের বিরুদ্ধে। আইপিএলের কমেন্ট্রি টিম থেকে অবিলম্বে ছাঁটাইয়ের দাবিও উঠছে সামাজিক মাধ্যমে। অভিযোগ, তুলনা টানতে গিয়ে কার্যত আর্চারের গায়ের কালো রংকেই তুলে ধরেছেন ভাজ্জি। এরজন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

হায়দরাবাদ ইনিংসের ১৮তম ওভারের ঘটনা। বল করছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের আর্চার। ব্যাটিংয়ে ঈশান কিষানের সঙ্গে হেনরিচ ক্লাসেন। ক্লাসেনরা আর্চারকে পেটাতে শুরু করলে তাঁর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কালো ট্যাক্সির উদাহরণ টানেন হরভজন। বলেছেন, 'লন্ডনে কালো ট্যাক্সির মিটার দ্রুত দৌড়োয়। আর এখানে দ্রুত দৌড়োচ্ছে আর্চার সাহেবের মিটার।'

হরভজনের যে কটাক্ষ ভরা মন্তব্যের পরই বিতর্ক শুরু। সমালোচনার ঝড় সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর্চারের গায়ের রং নিয়ে এহেন বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য অবিলম্বে প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনারের ক্ষমার দাবি তোলেন অনেকে। কারওর দাবি, ধারাভাষ্যকার প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক।

নেটিজেনদের মতে, ক্রিকেটারদের নিয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক মন্তব্যের জন্য ইরফান পাঠানকে আইপিএলের কমেন্ট্রি টিম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হরভজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও গুরুতর। বল এখন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কোর্টে। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা সাংসদ হরভজনকে নিয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার।

সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে ৭৬ রান খরচ করেন জোফ্রা আর্চার।

সুপার কাপ নিয়ে চিন্তায় মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : ২ এপ্রিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সুপার কাপের প্রস্তুতিতে নামার কথা। কিন্তু ফুটবলাররা ফিরবেন তো?

উত্তরটা সাদা-কালো কর্তাদের কাছেও অজানা। অধিকাংশ ফুটবলারের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া। সুপার কাপে আদৌও দল নামাতে পারবে তো মহমেডান? এই পরিস্থিতিতে ক্লাবই বা কীভাবে খেলোয়াড়দের জোর দিয়ে ফেরার কথা বলবে! এদিকে, আইএসএলের দলগুলির জন্য সুপার কাপে খেলা বাধ্যতামূলক। নাহলে শাস্তির মুখেও পড়তে হতে পারে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল। কর্তারাও চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন। সোমবার বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচীর সঙ্গে ক্লাব প্রতিনিধিদের বৈঠকে বসার কথা ছিল। বিশেষ কারণে তা বাতিল করতে হয়। তবে ক্লাব এই সপ্তাহের মধ্যেই আলোচনায় বসতে চাইছে। শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত কথাবার্তার পাশাপাশি কেন এতদিনের বেতন বাকি, বিনিয়োগকারীদের কাছে তার কৈফিয়ত চাইতে পারেন সাদা-কালো কর্তারা। এমনকি ক্লাবের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে শ্রাচীকে নিয়ে কর্তারা বেশ বিরক্ত। আগামী মরশুমের জন্য বিকল্প ভাবনাও তৈরি রাখতে চাইছেন তাঁরা।

জিতে শুরু মোহনবাগানের

মুম্বই, ২৪ মার্চ : জয় দিয়ে ডেভেলপমেন্ট লিগে জাতীয় পর্যায়ে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-কে ২-১ গোলে হারাল সবুজ-মেরুনের ছোটরা। প্রথমার্ধের শেষদিকে ফ্রি-কিক থেকে গোল করে বাগানকে এগিয়ে দেন শিবাজিৎ সিং। ৫৬ মিনিটে তামাং দোরজি পাসাংয়ের নিখুঁত ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন ভিয়ান মুর্গদ। ৭০ মিনিটে বাগান গোলরক্ষকের ভুলে একটি গোল শোধ করে মুম্বই।

শীর্ষস্থান ধরে রাখল ডায়মন্ড

কলকাতা, ২৪ মার্চ : আই লিগ টু-র দ্বিতীয় ডিভিশনে শীর্ষস্থান ধরে রাখল ডায়মন্ড হারবার। সোমবার তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে ট্রাউকে। ডায়মন্ডের হয়ে গোল করেন নরহরি শ্রেষ্ঠা ও শাইবরলাং খারপান। ১১ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে খেতাবের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল কিবু ভিকুনার ছেলেরা।

বল বিকৃতির অভিযোগ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে

সাকিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর নির্দেশ

-খবর এগারোর পাতায়

পুরান-মার্শ ঝড়ে বেসামাল দিল্লি

ফুঁ দিয়েই যেন দিল্লি ক্যাপিটালস বোলিংকে উড়িয়ে দিলেন নিকোলাস পুরান।

ভাইজাগ, ২৪ মার্চ : উত্তাপ বাড়ছিল দুই দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ও লোকেশ রাহুলের লড়াই নিয়ে। তবে মেঠো লড়াইয়ের বাইরে বাবা হওয়ার খুশির খবর দিলেন রাহুল। সোমবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেন রাহুলের স্ত্রী আথিয়া শেট্টি। স্ত্রীর পাশে থাকতেই ম্যাচে ছিলেন না রাহুল।

রাহুল খুশির খবর দিলেও মাঠে তাঁর দল দিল্লি ক্যাপিটালস সমর্থকদের তেমন স্বস্তি দিতে পারল না। ভাইজাগে দিল্লির দ্বিতীয় ঘরের মাঠে প্রথম ইনিংসে ২০৯/৮ স্কোরে থামল লখনউ সুপার জায়েন্টস।

শুরুতে দিল্লির শক্তিশালী বোলিং লাইনআপকে নিয়ে ছেলেখেলা করলেন মিচেল মার্শ-নিকোলাস পুরান জুটি। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা ৪২ বলে ৮৭ রান জোড়েন। মার্শ তাঁর ৩৬ বলে ৭২ রানের ইনিংস সাজান ৬ ছক্কা ও ৬ বাউন্ডারিতে। অন্যদিকে, পুরান (৩০ বলে ৭৫) ছিলেন আরও খুনে মেজাজে। ভিপরাজ নিগমের (৩৫/১) সপ্তম ওভারে মার্শ ১টি ও পুরান ৩টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকান। ট্রিস্টান স্টাবসকে ১৩তম ওভারে ৪ ছক্কার সঙ্গে একটি বাউন্ডারি মারেন নিকোলাস পুরান। মার্শকে ফিরিয়ে দিল্লি শিবিরে অক্সিজেন জোগান মুকেশ কুমার (২২/১)। খাতা খোলার আগেই ঋষভ পন্থকে তুলে নেন কুলদীপ যাদব (২০/২)। পরের ওভারেই মিচেল স্টার্ক (৪২/৩) ফেরান পুরানকে। পরপর উইকেট হারালেও ডেভিড মিলারের ১৯ বলে অপরাজিত ২৭ রানের সৌজন্যে লখনউ ২০০ রানের গণ্ডি পার করে। ব্যাট হাতে না পারলেও বোলিংয়ে প্রথম ওভারেই জোড়া ধাক্কা দেন শার্দূল। ১ বলের ব্যবধানে তিনি ফিরিয়ে দেন জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (১) ও অভিষেক পোড়েলকে (০)। সেই ধাক্কা সামলে দিল্লিকে লড়াইয়ে ফেরানোর চেষ্টায় ফাফ ডুপ্লেসি (অপরাজিত ২৩) ও স্টাবস (২)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ওভারে ৬.১ ওভারে ৫৯/৪ স্কোরে দাঁড়িয়ে।

কন্যা সন্তানের বাবা হলেন রাহুল

মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত তামিম

ঢাকা, ২৪ মার্চ : ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। সোমবার মহমেডানের হয়ে শাইনপুকুরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। টসের পরেই বুকে ব্যথা শুরু হওয়ায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তামিমকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার আগেই জ্ঞান হারান প্রাক্তন বাংলাদেশ অধিনায়ক। ফলে ঝুঁকি না নিয়ে পুনরায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে প্রথমে তামিমকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। মেডিকেল পরীক্ষায় দেখা যায় তাঁর হৃদযন্ত্রে একটা সমস্যা রয়েছে। সেইজন্য দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। আপাতত ৪৮ ঘণ্টা চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে থাকবেন তামিম। বাংলাদেশ তারকার চিকিৎসক রাজীব বলেছেন, 'বিপদ পুরোপুরি কাটেনি। তামিম চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন। আশা করছি, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন।' বাংলাদেশের প্রাক্তন ওপেনারকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিলেন মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, মেহেদি হাসান মিরাজের মতো ক্রিকেটাররা। এছাড়াও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসও তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন। তামিমের সুস্থতা কামনা করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স সহ সারা বিশ্বের ক্রিকেট মহল।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তামিম ইকবালকে।

ফাইনালে পতিরাম

ম্যাচের সেরা গোবিন্দ মণ্ডল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার সেমিফাইনালে তারা ৪৬ রানে কেআইটিএম বুনিয়াদপুরকে হারিয়েছে। প্রথমে পতিরাম ৪৫ ওভারে ৭ উইকেটে ২৪৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা গোবিন্দ মণ্ডল ১৩০ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রীতম বসাক ৩৫ রান করেন। বিপিন রায় ৩২ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে বুনিয়াদপুর ৩৮.৫ ওভারে ১৯৭ রানে সব উইকেট হারায়। সৌরভ সরকার ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন। ইন্তেখাব আলমের অবদান ৪৩। সঞ্জয় হাজরা ৪৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন গৌতম রায়ও (৩২/৩)।

জিতল ২০১৭

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০১৭ ব্যাচ ৭৮ রানে হারিয়েছে ২০১০৯ ব্যাচকে। ২০১৭ প্রথমে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৪ রান তোলে। ২০১৯ জবাবে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে আটকে যায় ১০৬ রানে।

উত্তরের খেলা

জিতল কিংস, এসপি চ্যালেঞ্জার্স

রায়গঞ্জ, ২৪ মার্চ : দিনাজপুর প্রিমিয়ার লিগ শুরু হল সোমবার। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে সুপার কিংস বিধাননগর ২ উইকেটে হারিয়েছে আরকে প্যান্থার্সকে। প্যান্থার্স প্রথমে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫২ রান করে। রাহুল সাহার অবদান ৪০ রান। সায়ন্ত চন্দ ৪ ওভারে ১৮ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে বিধাননগর ১৯.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রণয়কুমার দাস ৩৬ রান করেন। প্রান্ত বিশ্বাসের শিকার ৪ উইকেট।

পরের ম্যাচে এসপি চ্যালেঞ্জার্স ৩২ রানে রায়গঞ্জ নাইটসের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। প্রথমে এসপি ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৮ রান তোলে। প্রদীপ সরকার রেখে এসেছেন ৩১ রান। বিবেক দাস ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে নাইটস ২০ ওভারে ৫ উইকেটে আটকে যায় ১৪৬ রানে। স্বরূপ চন্দ ৮৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা সৌভিক সরকারের শিকার ৬ রানে ২ উইকেট। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে আইডলস ও গৌরী সুপার কিংস এবং রায়গঞ্জ রয়্যালস ও সানলাইট স্পোর্টিং ক্লাব।

এপ্রিল-মে মাসে জেলা লিগ

বালুরঘাট, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার জেলা ফুটবল লিগের নাম প্রত্যাহারের দিন ছিল সোমবার। এদিন বালুরঘাট স্টেডিয়ামের অপু শিশির সভাকক্ষে জেলার কোনও ফুটবলার নাম প্রত্যাহার করেননি বলে জানিয়েছেন ফুটবল সচিব কৃষ্ণ দত্ত। এই বছর এপ্রিল-মে মাসে শুরু হতে পারে জেলা ফুটবল লিগ। গত বছর ২৩টি ফুটবল দল অংশ নিয়েছিল। এবার চারটি নতুন দল খেলার জন্য আবেদন করেছে।